উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৫৫৯.৬৫ (-১২০.২১)

নিফটি : ২৫,৮১৮.৫৫ (-৪১.৫৫)

ঢাকায় বন্ধ ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র

সেভেন সিস্টার্স দখলের হুমকি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের ছাত্র নেতা হাসনাত আবদুল্লা। ঠিক তার পরই ঢাকায় ভারতীয় ভিসা আবেদনকেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল নয়াদিল্লি। » ১০

শুধুই বদনাম : মমতা

'আমাদের নামে শুধু বদনাম করা হয়। কিন্তু বহু বঞ্চনার মধ্যেও আমরা ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমিয়েছি।' বুধবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোরে এক সভায় আক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	২৮°	২৮°	২৮°	২৮°
সর্বনিম্ন	১২°	১২°	১৩°	১১°

উত্তরবঙ্গ সফরে এলেন মোহন ভাগবত » ৮

২ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 18 December 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 209

পাহাড়ে চাকরি গেল ৩১৩ শিক্ষকের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতির আঁচ পাহাড়েও। অনিয়মের অভিযোগে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এলাকার ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরিও বাতিল হয়ে গেল। এসএসসি'র পর এটা আরেকটা বড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে। নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন না দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে শিক্ষক নিযুক্তিতে অনিয়ম হয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ খোদ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুরই।

বুধবার ৩১৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর মতে, ১৯৯৭ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনকে লঙ্ঘন করে ওই 'বেআইনি' নিয়োগ করেছে জিটিএ। এই অনিয়মের সময় জিটিএ-তে ক্ষমতাসীন ছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা।

নিয়োগ দুর্নীতি

- ৩১৩ জন অস্থায়ী শিক্ষককে স্থায়ী শূন্যপদে নিয়মিত করেন দার্জিলিং জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক
- কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই নিয়োগ করেছিল জিটিএ
- ২০২৩ সালের ৯ অক্টোবর রাজ্য সরকারের গঠিত কমিটি রিপোর্ট দিয়ে জানায়, এই নিয়োগের অনুমোদন সম্পূর্ণ অবৈধ
- বিজ্ঞাপন বা যথার্থ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে পিছনের দরজা দিয়ে এই শিক্ষকদের নিয়োগ হয়েছিল বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর

নিয়মিতকরণের যুক্তি দেখিয়ে এই বেআইনি নিয়োগে মোর্চার সেকেন্ড ইন কমান্ড রোশন গিরির নাম উল্লেখ করেন বিচারপতি।

জিটিএ'র পক্ষ থেকে হাইকোর্টের এই নির্দেশে বুধবার রাত পর্যন্ত তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে চাকরি বাতিলের নির্দেশের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার থেকে সংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের ব্যানারে ওই ৩১৩ জন অনির্দিষ্টকালের বনধে যাবেন বলে জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে পাহাড়ের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতেও পঠনপাঠন নিয়ে সংশয় তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট হাইকোর্টের এই নির্দেশের বিরোধিতা না করলেও শিক্ষকদের 'সর্বনাশে' উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র এই শিক্ষকরা নন, তাঁদের পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হল। নির্বাচিত সাংসদ হিসাবে অবৈধ নিয়োগকে সমর্থন করতে পারি না।

এরপর আটের পাতায়

ভাওয়াইয়া উৎসবে বরাদ্দ কমে মাত্র ১০ লক্ষ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ ডিসেম্বর : দক্ষিণবঙ্গে পিঠেপুলি সহ বিভিন্ন উৎসবের জন্য কোটি টাকা বরাদ্দ করছে রাজ্য সরকার। অথচ উত্তরবঙ্গের মাটির মানুষের ভাবাবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ভাওয়াইয়া উৎসবের বাজেট গতবারের তুলনায় এক ধাক্কায় ৪০ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে। প্রতিবারই যেখানে একটা জেলাকে ভেনু করে এই রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব হয়, সেখানে এবার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি দুটি জেলাকে এই উৎসবের ভেনু করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এবার এই উৎসবের বাজেট বাড়ানোর কথা। কিন্তু বাড়ানো তো দূরের কথা, গতবার যেখানে রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের বাজেট ৫০ লক্ষ টাকা ছিল, সেখানে এবার তা কমিয়ে দুটো জেলার জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে মোট ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ গতবারের বাজেটের তুলনায় এক পঞ্চমাংশ। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক ভাওয়াইয়াকে নিয়ে রাজ্য সরকারের এমন বিমাতৃসুলভ আচরণে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের প্রথিতযশা ভাওয়াইয়াশিল্পী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

ভাওয়াইয়া সংগীতে পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী তথা কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার পঁচাগড়ের বাসিন্দা গীতা রায়কে কোনওবারই ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটিতে রাখা হয় না।

এরপর আটের পাতায়

শীত : সুন্দরী না ভয়ংকরী!

নেমেছে পারদ। শীতের স্নিগ্ধ জলে অবাধ বিচরণ পরিযায়ী ফ্লেমিংগোর। রাজস্থানের সম্ভারে। কুয়াশামাখা সকালে লেপমুড়ি ছেড়ে বাইরে মায়ের সঙ্গে শিশুকন্যা। শীতপোশাকে পশুরাও। নয়াদিল্লিতে।

৫০০ আবেদন, নাগরিকত্ব একজনকে

সিএএ ক্যাম্প কি আইওয়াশ?

লাইন, লাইন আর লাইন। নাগরিকত্ব পেতে পদ্ম নেতাদের সিএএ ক্যাম্পে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন উদ্বাস্তুরা। কিন্তু পেলেন কি, যা চেয়েছিলেন? উত্তর এখনও অধরা।

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) শংসাপত্র পেতে রায়গঞ্জ শহরের সিএএ কার্যালয় থেকে আবেদন করেছিলেন পাঁচ শতাধিক মানুষ। ছয় মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও শংসাপত্র পেয়েছেন মাত্র একজন। বাসিন্দাদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, আদৌ শংসাপত্র মিলবে কি না তা নিয়ে। এতগুলো আবেদন শুধুমাত্র 'আইওয়াশ' নয় তো! সাধারণ মানুষের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে এই প্রশ্ন।

রায়গঞ্জ শহরের মধ্যে বেশ কয়েকটি সিএএ কার্যালয় খোলা হয়েছে। বিজেপির নেতা-কর্মীরাই যে সেই কার্যালয়গুলো পরিচালনা করছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সবচেয়ে পুরোনো সিএএ কার্যালয় রয়েছে শহরের কলেজপাড়ায় রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের উত্তরবঙ্গের ইনচার্জ বাবুলাল বালার বাড়িতে। সেখান থেকেই পাঁচ শতাধিক মানুষ সিএএ'র আবেদন করেছেন বলে দাবি বাবুলালের। কিন্তু এতদিন পরে শংসাপত্র প্রাপ্তি ঘটেছে মাত্র একজনের। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহরে এত সিএএ'র কার্যালয় খোলা আসলে বিজেপি নেতাদের নিজের শক্তি বা ক্ষমতা যাচাই করার শামিল। যদিও বাবুলাল নিজেও সিএএ'র আবেদন করে এখনও শংসাপত্র পাননি বলে খবর। বিজেপির উত্তরবঙ্গের উদ্বাস্তু সেলের ইনচার্জ বলেন, 'অনেক মাস হয়ে যাওয়ার পর শংসাপত্র না পাওয়ায় সত্যিই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শীঘ্রই বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত বিষয় জানানো হবে। খুব দ্রুত যাতে সিএএ শংসাপত্র ইস্যু করা হয় সেই বিষয়টিও জানানো হবে।'

উদ্বেগে উদ্বাস্তুরা

- ছয় মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও শংসাপত্র পেয়েছেন মাত্র একজন
- রায়গঞ্জ শহরের সিএএ কার্যালয় থেকে আবেদন করেছিলেন পাঁচ শতাধিক
- কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ডিরেক্টরেট অফ সেনসাস অপারেশনস থেকে সিএএ'র শংসাপত্র ইস্যু করা হয়
- এক্ষেত্রে মেল মারফত শংসাপত্র পাঠানো হয় সরকারের তরফে

কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ডিরেক্টরেট অফ সেনসাস অপারেশনস থেকে সিএএ'র শংসাপত্র ইস্যু করা হয়। এক্ষেত্রে মেল মারফত শংসাপত্র পাঠানো হয় সরকারের তরফে। তবে সিএএ'র আবেদন করার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের আইবি'র তরফে আবেদনকারীর ভেরিফিকেশনও করা হয়। সেই সমস্ত বিষয় সম্পন্ন হলেও এখনও শংসাপত্র মেলেনি বলে দাবি আবেদনকারীদের।

রায়গঞ্জ সংলগ্ন দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা তপন বিশ্বাসের কথায়, 'সিএএ'র জন্য আবেদন করেছি বেশ কয়েক মাস হল। কিন্তু এখনও শংসাপত্র মেলেনি। যদি শংসাপত্র দিতে দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে আমার মতো অনেকেই উপকৃত হবেন।'

ডালখোলার সূর্যাপুর এলাকার বাসিন্দা বিচিত্র বাড়ই বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য খুবই ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রায়গঞ্জের অধ্যাপক বাবুলাল বালার বাড়িতে গিয়েই আমরা আবেদন করেছিলাম। কিন্তু এখনও কেন শংসাপত্র পেলাম না তা স্পষ্ট নয়।' সমস্ত তথ্য প্রদান করা সত্ত্বেও শংসাপত্র পেতে দেরি কেন হবে সেই প্রশ্ন উঠছে মতুয়াদের সম্প্রদায়ের অন্দরেই।

কলকাতাকে 'বাদ' মেসির

ভিডিওয় ব্রাত্য যুবভারতী, আদিখ্যেতায় সরব অভিষেক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির ভারত সফরের কালো অধ্যায় স্থান পেয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও। কিন্তু যুবভারতী সফর ঠাঁই পেল না লিওনেল মেসির ভিডিওতে। যুবভারতী যে মেসির হৃদয়ে জায়গা করতে পারেনি, তা নিজের পোস্টে বুঝিয়ে দিলেন ফুটবলের রাজপুত্র। ভারত সফরের শেষে একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন তিনি। তাতে মুম্বই, হায়দরাবাদ, দিল্লির অনুষ্ঠানের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও নেই যুবভারতী। কলকাতার মূর্তি উন্মোচনের বিষয়টি শুধুমাত্র পোস্টে রয়েছে। শুধু ক্যাপশনে কলকাতার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি।

ভিডিওতে বিভিন্ন মুহূর্ত শেয়ার করেছেন মেসি। তাতে হায়দরাবাদে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে তাঁর ফুটবল খেলা, ছোটদের সঙ্গে বলে কিক মারা, দর্শকদের দেখে হাত নাড়ানো, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে আলাপের মুহূর্ত, সেখানকার দর্শকদের উচ্ছ্বাস সবই রয়েছে ভিডিওতে। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের মুহূর্ত, মাঠের বাইরেও যোগ দেওয়া নানা অনুষ্ঠানের ছোট ছোট মুহূর্ত ভিডিওতে রেখেছেন মেসি। অভিনেত্রী করিনা কপূর খানের সঙ্গে ছবি তোলার মুহূর্তও রয়েছে। এদিকে যুবভারতীতে এসে তাঁর সঙ্গে সর্বদা ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে দেখা যায়। এছাড়াও সুজিত বসু, অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বা পার্থ জিন্দলের মতো শিল্পপতিরা, এমনকি শাহরুখ খানও ছিলেন। এগুলির কোনও বিষয়ই দেওয়া নেই তাঁর ভিডিওতে। ক্যাপশনে শুধু কলকাতার কথা উল্লেখ করে লেখা, 'নমস্কার ভারত। দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ ও কলকাতায় গিয়েছি। যে আতিথেয়তা ও ভালবাসা পেয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ। আশা করছি, ভারতে ফুটবলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।' ভারতবাসীর উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'গত কয়েক দিন ধরে যে ভালবাসা পেয়েছি, তার জন্য সবার আগে ভারতকে ধন্যবাদ। এই সফর খুব অল্প সময়ের ছিল। কিন্তু যে ভালবাসা পেয়েছি তাতে সব ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছে। জানতাম ভালবাসা পাব, কিন্তু কতটা সেই আন্দাজ ছিল না। সকলে পাগলের মতো ভালবেসেছেন। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরছি। আশা করছি, একদিন আমরা ভারতে খেলব। তবে খেলতে না পারলেও ভারতে আসবই। সকলকে ধন্যবাদ।'

এরপর আটের পাতায়

যুবভারতীর বাইরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বিক্ষোভ শুভেন্দুর।

> যুবভারতীতে যে ঘটনা ঘটেছে, আমরা কেউ তা আশা করিনি। কয়েকজনের আদিখ্যেতার জন্য বাংলার মাথা হেঁট হয়েছে। এটা কখনোই কাম্য ছিল না।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এডিশন স্পেশাল

শিক্ষায় মাতৃভাষাকেই অগ্রাধিকার

» দশের পাতায়

আপাতত অন্তরালেই অরূপ

» সাতের পাতায়

আট পড়ুয়া নিয়ে ধুঁকছে সীমান্তের স্কুল

ক্লাস নেই। তাই ঘুরে বেড়াচ্ছে পড়ুয়ারা।

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : স্কুলের জানলা খুললে দেখা যায় কাঁটাতারের বেড়া। মাঝেমধ্যেই সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানরা টহল দেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকে মুন্সিপাড়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অদূরে ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জলেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়। উদ্দেশ্য ছিল, এই গ্রাম ছাড়াও আশপাশের জনবসতির আদিবাসী পরিবারের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষাদান।

একসময় কচিকাঁচাদের কলরবে মুখরিত ছিল প্রাঙ্গণ। হেসে খেলে বেড়াত ওঁরা। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ থেকে ভেসে আসতো অ, আ... ক, খ...। কিন্তু ছবিটা ধীরে ধীরে পালটাতে শুরু করল একসময়। কমতে লাগল পড়ুয়া সংখ্যা। নতুন করে ভর্তির উৎসাহে ভাটা এল। এখন স্কুলটিতে পড়ুয়া রয়েছে মাত্র আটজন।

আঁধারে পাঠশালা

আর সাত বছর পেরোলেই একশো বছরের পা দেব এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রধান শিক্ষক অপূর্ব বসাকের যুক্তি, 'পাশের গ্রামে এসএসকে হওয়ায় অনেকটাই কমেছে।' একই কথা শোনালেন স্থানীয় গ্রামবাসীও। মুন্সিপাড়া ছাড়া পাশের উলিপুর, দেবীপুর থেকে খুদেরা আসত এখানে। তবে, দেবীপুরে এসএসকে গড়ে ওঠার পর থেকে তাদের অধিকাংশকেই সেখানে সরিয়ে নেন অভিভাবকরা। বর্তমানে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা দুই। পড়ুয়া, শিক্ষক- উভয় সংকটে ভোগা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে নদী পারাপার। এই গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে ইছামতী। অন্যপাড়ে মেনাপুর গ্রাম। সেতু নেই, তাই ওপার থেকে আসতে হলে নদীতে নেমে হেঁটে পার হতে হয়। বর্ষায় জল স্তর বৃদ্ধি পেলে যাতায়াত বন্ধ। ঘুরপথ অনেকটা দূরত্ব। ফলে মেনাপুর থেকেও ছেলেমেয়েরা আর আসতে চায় না।

এরপর আটের পাতায়

অন্ধকারেই থাকে মাখনাশিল্পের 'প্রাণ'

কনকনে শীতে ঝুপড়ি ঘরে বসবাস। চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। স্বাস্থ্যের খেয়ালই বা রাখবে কে! একেকটি মাখনা ফড়িতে ৪০-৫০টি শ্রমিক পরিবারের জন্য বরাদ্দ মাত্র দুটি শৌচালয়। আজ দ্বিতীয় পর্ব

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ ডিসেম্বর : প্রায় ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে হরিশ্চন্দ্রপুর রাজ্য এমনকি ভারতবর্ষের মানচিত্রে অর্থকরী ফসল মাখনার জন্য এক বিশেষ জায়গা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গের এই হরিশ্চন্দ্রপুর মাখনা উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াকরণ এবং দেশে ও বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জায়গায় রয়েছে। গোটা মালদা জেলাতেই প্রতিবছর মাখনাতে কয়েকশো কোটি টাকার টার্নওভার হয়। কিন্তু প্রকৃত চিত্র অন্য। এই শিল্পের যাঁরা প্রাণ অর্থাৎ বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁদের হাত ধরে এই মাখনা দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে তাঁরা থাকেন অন্ধকারে। তাঁদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে বাসস্থানের পরিকাঠামো সবটাই যেন কেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন। দ্বারভাঙ্গা থেকে আসা ওই শ্রমিকের দল নিজেদের পরিবার নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বিভিন্ন ফরিতে বছরের ছয় থেকে আট মাস বসবাস করে। সেখানে অস্থায়ী কাঁচা বাড়িগুলি বাসস্থানের অযোগ্য। কোনওরকমে বেড়া দিয়ে দাঁড় করানো ঘর, মাথার ওপর টালি কিংবা টিন। শীতে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া নিয়ে বসবাস করে শ্রমিক পরিবারগুলি। একেকটি ফড়িতে প্রায় কুড়ি থেকে ২৫টি পরিবার থাকে। যদিও সমস্তটাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তাঁদের ব্যবহারের জন্য শৌচালয় মাত্র একটি। সেটিও অস্বাস্থ্যকর। অর্থাৎ ৫০ থেকে ৬০ জন শিশু সহ বৃদ্ধের জন্য বরাদ্দ একটি থেকে দুটি মাত্র শৌচালয়। দ্বারভাঙ্গার কেউটিয়া গ্রামের বাসিন্দা অযোধ্যাপ্রসাদ সাহানির কথায়, 'প্রতিবছর হরিশ্চন্দ্রপুরে আসি। সঙ্গে পরিবারও থাকে। কিন্তু এখানে আমাদের জন্য যে ধরনের ঘর দেওয়া হয় তাতেই বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। কী করব পেটের তাগিদ? শীত এবং বর্ষাতে কষ্ট হয় তবুও রোজগারের জন্য মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

প্রসূতি কিংবা সন্তান জন্ম দেওয়া মা এবং শিশুদের পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে বিশাল বড় শূন্যতা। শুধুমাত্র পরিযায়ী হওয়ার কারণে স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে ঠিকমতো রেকর্ড থাকছে না এই সমস্ত মা, শিশু এবং প্রসূতিদের। বছরের ছয় মাস থেকে আট মাস পশ্চিমবঙ্গে বাকি কয় মাস বিহারে। এর মাঝেই সন্তান গ্রহণ থেকে সন্তান জন্ম দেওয়া সবটাই চলছে তাদের মধ্যে। সেক্ষেত্রে দুই রাজ্যের টানাটানিতে এবং সর্বোপরি ভ্যাকসিন নেওয়ার কার্ডে দুই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের সঠিকভাবে রেকর্ড না থাকায় উপযুক্ত ভ্যাকসিন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মা এবং শিশু উভয়ে। শুধু তাই নয়, তাঁদের জন্য এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন না মাখনা প্রক্রিয়াকরণে জড়িত ব্যবসায়ী এবং ফড়ি মালিকরা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই বেড়ে উঠছে শ্রমিক পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

এলাকায় কাজ করা স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মধুমিতা রায় বলেন, 'আমরা হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বিভিন্ন ফড়িগুলিতে গিয়ে মাঝে মাঝে প্রচার চালাই যাতে ওদের বাচ্চাদের ওরা স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ভর্তি করায়। প্রসূতিদেরকেও আমরা জানাই তাদের জন্য নিউট্রিশনের ব্যবস্থা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে রয়েছে।'

মাখনা ব্যবসায়ী শেখ খলিল বলেন, 'মাখনা থেকে সরকার পাঁচ শতাংশ জিএসটি নিচ্ছে। এলাকার অর্থনীতির উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন পরিকাঠামো এবং শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করছে না।'

এরপর আটের পাতায়

উনুনের আঁচে ফুটছে মাখনা।

আবার কবে ঢাকার ট্রেন, নিশ্চয়তা নেই

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি স্টেশন দিয়ে চলে না বাংলাদেশগামী ট্রেন।

হলদিবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : গত বছর গণ অভ্যুত্থানের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ওপার বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক নয়। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই থেকে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চলাচলকারী যাত্রীবাহী মিতালি এক্সপ্রেস সহ হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে পণ্যবাহী ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে আন্তর্দেশীয় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খালপাড়ায় আন্তর্জাতিক রেলগেটও বন্ধ। সূত্রের খবর, প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে পুনরায় ট্রেন চলাচলে আগ্রহী বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রেলওয়ের তরফে দুই দফায় ভারত সরকারকে চিঠি দেওয়া হলেও কোনও উত্তর মেলেনি বলে জানা যাচ্ছে। কারণ নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারত কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চায় না। এবার ফের একবার ভারতকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

আগামী বছর মার্চে ঢাকায় ৩৮তম আন্তঃসরকার রেলওয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা। যদিও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। ওই সভায় দুই দেশের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। হলদিবাড়ির স্টেশনমাস্টার সত্যজিৎ তিওয়ারি বলেন, 'বাংলাদেশ ওই রুটে ট্রেন চলাচলে আগ্রহ দেখাচ্ছে বলে শুনেছি। কিন্তু চিলাহাটি স্টেশন থেকে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের দপ্তর তো তুলে নেওয়া হয়েছে।'

১৭ ডিসেম্বর, ২০২০। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে ৫৭ বছর পর পুনরায় ট্রেন যাত্রার সূচনা করেন। বাংলাদেশ খনিজ তেল, পাথর ও সিমেন্ট আমদানির জন্য ওই রেলপথে পণ্যবাহী ট্রেন চালাতে আগ্রহী হয়। এনজেপি ও রাঙ্গাপানি থেকে অপরিশোধিত তেল নিয়ে মাত্র ১০০ কিলোমিটার অতিক্রম করলে পার্বতীপুরে পৌঁছানো যেত। কিন্তু এখন প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পথ ঘুরে মালদা হয়ে তেল আমদানি করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।

হলদিবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, 'আমদানি-রপ্তানিতে সময় ও খরচ দুই-ই সাশ্রয় হত।' ব্যবসায়ী দিগ্বিজয় সরকারের কথায়, 'বাংলাদেশ থেকে নেপাল, ভুটান সহ ভারতের সেভেন সিস্টার রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্যবসা বৃদ্ধির পথ খুলেছিল।'

Department of Posts, India
Office of the Postmaster General
North Bengal Region
Siliguri-734001

No: CPT/Dak Adalat/QTLY শিলিগুড়ি, তারিখ 16.12.2025

সংবাদ লিপি

ডাক আদালত ডিসেম্বর 2025

ডাক আদালত 2025, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র-এর সভাপতিত্বে 29.12.2025 তারিখে, 11টায়, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001-এর অফিসে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই আদালতে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের অভিযোগের সমাধান করা হবে। অভিযোগে অবশ্যই রেফারেন্স নম্বর, বিভিন্ন ডাক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির তারিখ এবং অভিযোগকারীর মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল আইডি সহ সম্পূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে। অভিযোগটি সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.), পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001 এই ঠিকানাতে দিতে হবে যাতে 24.12.2025 তারিখে বা তার আগে স্পিড পোস্ট-এর মাধ্যমে বা ই-মেইল আইডি bdntnb@gmail.com-তে ই-মেইলের মাধ্যমে পৌঁছে যায়। অভিযোগকারীকে উপরে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স)-এর মাধ্যমে ডাক আদালত 2025-এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, গুগল মিট-এর লিংক সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর সাথে শেয়ার করে দেওয়া হবে। অন্য যে কোনও প্রকার ব্যাখ্যার জন্য সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.)-এর সাথে টেলিফোন নম্বর : 0353-2436550 এবং মোবাইল নম্বর 9679248729, 9475816052-তে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ আইনি বিষয় জড়িত মামলা যেমন উত্তরাধিকার ইত্যাদি এবং নীতিগত বিষয়গুলি উপরোক্ত ডাক আদালতে নেওয়া হবে না।

Sd/- সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.)
পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়
উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র
শিলিগুড়ি-734001

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIeT No.-30-DE/SMP/2025-26
On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Date & time Schedule for Bids of work
Start date of submission of bid : 18.12.2025(server clock)
Last date of submission of bid : 24.12.2025 (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely- **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/-
DE, SMP

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৯৯৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২০০০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/ডিসেম্বর/০৫, তারিখঃ ১১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/জেআই/এমআইএস/২০২৫/১৬। কাজের নামঃ জিরিবাম - তুপুল (ইম্ফল) নিউ বিজি রেলওয়ে লাইন নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত নিম্নলিখিত কাজ- ডিওয়াই.সিই/কন/জিরিবাম ইউনিটের অধীনে ভানগাইচুংপাও (ব্যতীত) - খোংসাং (সহ) সেকশনের মধ্যে মাইনর ব্রিজ নং. ৪৪, ৪৬, ৫৪, ৬০, ৬১, ৬২ ও হাই বেংক-এর সুরক্ষা কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কাজ এবং ডিওয়াই. সিই/কন-৩/ইম্ফল ইউনিটের অধীনে খোংসাং (ব্যতীত) - আওয়াংখুল (টানেল-১৯/পি২ পর্যন্ত) সেকশনে হাই বেংক-এর বেঞ্চে মাইক্রোপাইল ব্যবস্থা, সুরক্ষা কাজ এবং টানেলের পোর্টাল ফেস এবং মাইনর ব্রিজে রিটেইনিং ওয়ালে-এর ব্যবস্থা, টানেল পোর্টাল সম্প্রসারণ, বিল্ডিং কাজের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমানিক মূল্যঃ ১৩১,৪৫,৭৩,১৭৫.৬৮ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪-০১-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৪-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/মণিপুর প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T.
No. KMG/BDO-ET/14/2025-26 (2nd Call), 15/2025-26 (2nd Call), 16/2025-26 (2nd Call) & 21/2025-26 (2nd Call) under APAS
Last date and time for bid submission- 24/12/2025 at 15.00 hours.
For more information please visit : https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram : Alipurduar

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী - চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত পূর্ব রেলওয়ের ২০২৫ বর্ষের ডিসেম্বর মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সংশোধনী। শিয়ালদহ-এর ২০২৫ বর্ষের ডিসেম্বর মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচিতে নিম্নরূপ কিছু আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ডিপো ও ডিভিসনগুলির অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে। ডিভিসনঃ শিয়ালদহ। বর্তমান তারিখঃ ১৮.১২.২০২৫। সংশোধিত তারিখঃ ২৬.১২.২০২৫।

(STORES-56/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway eastrnrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিশনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

হাওড়া ডিভিশনের কাটোয়া - আজিমগঞ্জ শাখায় আজিমগঞ্জ ও পোড়াডাঙ্গা স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ২৯/বি/টি(কিমি ১৭৮/২-৪)-তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য, ২০.১২.২০২৫ তারিখে (শনিবার) ০৭ ঘন্টা ১০ মিনিটের (সকাল ০৮টা ৫০ মিনিট থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত) পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

- বাতিল ঃ ১৯.১২.২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) ঃ আজিমগঞ্জ থেকে - ৫৩০২৭, ৫৩০২৯। ২০.১২.২০২৫ তারিখ (শনিবার) ঃ আজিমগঞ্জ থেকে - ৬৩৪৩৩, ৫৩৪৩৩। রামপুরহাট থেকে - ৬৩৪৩৪, ৬৩০০৮। মালদা টাউন থেকে - ৫৩০২৮। ভাগলপুর থেকে - ৫৩০৩০। নিমতিতা থেকে - ৫৩০৫২, কাটোয়া থেকে - ৬৩০১৩ এবং বারহারওয়া থেকে - ৫৩৪৩৪।
- সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু [২০.১২.২০২৫ তারিখ (শনিবার)] ঃ (১) ১৩১৭৭ / ১৩১৭৮ শিয়ালদহ - জঙ্গীপুর রোড - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস জঙ্গীপুর রোড স্টেশনের পরিবর্তে লালবাগ কোর্ট রোড স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ / লালবাগ কোর্ট রোড স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) ৬৩০০৭ কাটোয়া - রামপুরহাট মেমু রামপুরহাট স্টেশনের পরিবর্তে আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (৩) ৫৩০৫৩ কাটোয়া - নিমতিতা প্যাসেঞ্জার নিমতিতা স্টেশনের পরিবর্তে আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।
- পুনঃনির্ধারণ ঃ (১) ১৩০১৭ হাওড়া - আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.১২.২০২৫) ৪ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ হাওড়া থেকে সকাল ০৬টা ০৫ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ১০টা ০৫ মিনিটে ছাড়বে। (২) ১৩০১৮ আজিমগঞ্জ - হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.১২.২০২৫) ১৩০১৭ পৌঁছানোর পরে আজিমগঞ্জ থেকে যথাযথভাবে পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) ১৩১২৬ সায়রঙ্গ- কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯.১২.২০২৫) ৪ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধাতিত হবে অর্থাৎ সায়রঙ্গ থেকে সকাল ০৭টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে।
- নিয়ন্ত্রণ ঃ ৬৩০৩১ কাটোয়া - আজিমগঞ্জ মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.১২.২০২৫) পথিমধ্যে ২০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

ব্রিজ নং. ১৪১ (কিমি ৮৮/১৮-২০), ব্রিজ নং. ১৪৩ (কিমি ৮৯/২৬-২৮) এবং ব্রিজ নং. ১৭১ (কিমি ১০৯/২৬-২৮)-এ একই সাথে রি-গার্ডারিং-এর কাজের জন্য, ২১.১২.২০২৫ তারিখে (রবিবার) হাওড়া ডিভিশনের মল্লারপুর ও তারাপীঠ রোড স্টেশনের মধ্যে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং নলহাটি ও সাঁইনপুর স্টেশনের মধ্যে সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ডাউন এবং রিভার্স লাইনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

- বাতিল [২১.১২.২০২৫ তারিখ (রবিবার)] ঃ রামপুরহাট থেকে - ৬৩৫৮৪, ৬৩০২৬, বর্ধমান থেকে - ৬৩৫৮১, ৬৩০৬৩ এবং তিনপাহাড় থেকে - ৬৩০৬৪।
- সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু [২১.১২.২০২৫ তারিখ (রবিবার)] ঃ (১) ৬৩০০৭ কাটোয়া - রামপুরহাট মেমু আজিমগঞ্জ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (২) ১৩১৮৭/১৩১৮৮ শিয়ালদহ - রামপুরহাট - শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস রামপুরহাট স্টেশনের পরিবর্তে সাঁইথিয়া স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/ সাঁইথিয়া স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।
- বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং নতুন চালু হওয়া ট্রেন/ পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, তবে ব্লক চলাকালীন পথিমধ্যে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

১) ই-টেন্ডার নং. ঃ এনবি২৫৬১২৭, তারিখ ঃ ১৫-১২-২০২৫। আইটেম বিবরণ ঃ আইসিএফ ডিআরজি. নং. আইসিএফ/এসকে-৬-১-২৬৫ অনুযায়ী আইটেম নং ১-এর জন্য সাইড ওয়াল দিকে সম্পূর্ণ চেয়ার অ্যাঙ্গেল। [ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস]; পিএল কোড (গ্রুপ) ঃ ৩০৫৪৮১৪০০০২১; মোট পরিমাণ ঃ ৪৯৫০ টি। বায়না মূল্য ঃ ৭৯,৪৪০/- টাকা;
উপরোক্ত ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৪:৩০ টায়।

২) ই-টেন্ডার নং. ঃ এনবি২৫৬১৪৩, তারিখ ঃ ১৫-১২-২০২৫। আইটেম বিবরণ ঃ ড্রয়িং নং:- এন.এফ. আরএলওয়াই/২০১৮/১০/০৫২৪ (এম) অনুযায়ী বায়ো টয়লেট সংযুক্ত কোচে ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা সরবরাহ ও রেট্রো ফিটমেন্ট। ড্রয়িং অনুযায়ী উপকরণের স্পেসিফিকেশন। [ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস]; পিএল কোড (গ্রুপ) ঃ ৩০৫২০১১৩০০৩৬; মোট পরিমাণ ঃ ২২০০ সেট। বায়না মূল্য ঃ ৭৩,৭৩০/- টাকা;
উপরোক্ত ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ০৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৪:৩০ টায়।

বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in দেখুন।

ডেপুটি সিএমএম/ডি, নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৫৩ অব ২০২৫, তারিখ ঃ ১২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নংঃ ডিসিইএসটি এমএলজি-৪৭-২০২৫। কাজের নাম ও স্থান ঃ (ক) মালিগাঁওয়েঃ গোশালা কলোনির কোয়ার্টার নং. ৯১/(এ+বি+সি+ডি), ৯২/(এ+বি+সি+ডি) এবং ৯৩/(এ+বি) টাইপ-I-এর পরিবর্তে এসএসই/ডব্লিউ/এনএমবি অধিক্ষেত্রের অধীনে গোশালা কলোনিতে ১০ ইউনিটস টাইপ-II ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণ। (খ) মালিগাঁওয়েঃ গোশালা কলোনির কোয়ার্টার নং. ৯৩/(সি+ডি), ৯৪/(এ+বি+সি+ডি) এবং ৯৫/(এ+বি+সি+ডি) টাইপ-I-এর পরিবর্তে এসএসই/ডব্লিউ/এনএমবি অধিক্ষেত্রের অধীনে গোশালা কলোনিতে ১০ ইউনিটস টাইপ-II ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণ। (গ) গোশালা কলোনির কোয়ার্টার নং. ৯৬/(এ+বি+সি+ডি), ৯৭/(এ+বি+সি+ডি) এবং ৯৮/(এ+বি) টাইপ-I এর পরিবর্তে এসএসই/ডব্লিউ/এনএমবি অধিক্ষেত্রের অধীনে মালিগাঁও-এর গোশালা কলোনিতে ১০ ইউনিটস টাইপ-II ডিএস কোয়ার্টার। (ঘ) মালিগাঁওয়েঃ গোশালা কলোনির কোয়ার্টার নং. ৯৮/(সি+ডি), ৯৯/(এ+বি+সি+ডি) এবং ১০০/(এ+বি+সি+ডি) টাইপ-I-এর পরিবর্তে এসএসই/ডব্লিউ/এনএমবি অধিক্ষেত্রের অধীনে গোশালা কলোনিতে টাইপ-II কোয়ার্টার নির্মাণ। (ঙ) মালিগাঁওয়েঃ সেন্ট্রাল গোটানগর কলোনিতে কোয়ার্টার নং. ১১৩/ (এ+বি+ সি+ডি), ১১৫/(এ+বি+সি+ ডি) এবং ১১৬/ (এ+বি+সি+ডি) টাইপ-I এর পরিবর্তে এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ অধিক্ষেত্রের অধীনে সেন্ট্রাল গোটানগর কলোনিতে ১২ ইউনিটস টাইপ-II ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণ। (চ) সেন্ট্রাল গোটানগর কলোনিতে কোয়ার্টার নং. ১১৪/ (এ+বি+ সি+ডি+ই +এফ +জি +এই চ) এবং ১১৯/(এ+বি) টাইপ-I এর পরিবর্তে এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ অধিক্ষেত্রের অধীনে সেন্ট্রাল গোটানগর কলোনিতে II ডিএস কোয়ার্টার্সে। (ছ) মালিগাঁওয়েঃ সেন্ট্রাল গোটানগর কলোনিতে ১০ ইউনিটস টাইপ-II ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ২৫,৪৯,৭২,০২৫.৬১ টাকা, বায়নার ধন ঃ ১৪,২৪,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

সোহাগে আদরে রাত ৮.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ শুধু তোমার জন্য, দুপুর ১.০০ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৪.০০ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.০০ জোর, রাত ১০.০০ শুধু একবার বলো

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ বন্ধু, দুপুর ১২.১৫ বড়বউ, বিকেল ৩.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ গল্প হলেও সত্যি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ বাবা তারকনাথ, ১০.৩০ আশ্রয়, বিকেল ৪.০০ মায়ের অধিকার, রাত ১০.০০ একাই একশো

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নয়ন শ্যামা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অগ্নিপরীক্ষা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজসাহেব

জি সিনেমা : সকাল ১০.৪৮ টু পয়েন্ট জিরো, দুপুর ১.৫০ কৃশ, বিকেল ৫.২৫ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, রাত ৮.৩০ জয় হো, ১১.০৩ মায়োঁ

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.২৮ দবং-থ্রি, বিকেল ৪.২৭ মাসুম

জি বলিউড : বেলা ১১.১৪ কিষেণ কনহাইয়া, দুপুর ২.১১ সংসার, বিকেল ৪.৫৭ নাকাবন্দি, সন্ধে ৭.৫৯ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.৫০ পুলিশগিরি

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.৪৫ ভিমলা নায়ক, দুপুর ২.২৪ মরজাওয়াঁ, বিকেল ৫.০৮ রামা রাও অন ডিউটি, সন্ধে ৭.৫৫ ম্যায় হুঁ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩৩ রুদ্র অবতার

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ হম আপকে দিল মে র‍্যাহেতে হ্যায়, বিকেল ৩.৫০ বিনাশক, সন্ধে ৬.৫০ খুদা গওয়াহ, রাত ১০.০০ চোরি চোরি

চেজিং মনস্টার্স রাত ৮.১৬
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

নয়ন শ্যামা
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

শুধু একবার বলো রাত ১০.০০ জলসা মুভিজ

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১০টি ক্যাটারিং ইউনিট

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১০টি ক্যাটারিং ইউনিট (জিএমইউ এবং এসএমইউ) -এর জন্য ই-নিলামের আহ্বান জানানো হয়েছে। নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-ক্যাটারিং-৩; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন: ১৮২৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়: ৩১-১২-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডি জে-সিবিডি-জিএমইউ-৩৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	চাতরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে চা স্টল - ১ স্থাপনের ব্যবস্থা।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডি জে-এমআরডিজি-জিএমইউ-৬৮-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	মারাডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে চা স্টল -১ স্থাপনের ব্যবস্থা।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডি জে-জিইউপি-জিএমইউ-৫৬-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনে চা স্টল - ১ স্থাপনের ব্যবস্থা।
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডি জে-জিইউপি-জিএমইউ-৫৫-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গৌরীপুর রেলওয়ে স্টেশনে চা স্টল - ২ স্থাপনের ব্যবস্থা।
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডি জে-ডিবিবি-জিএমইউ-১০১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ধুবড়ি স্টেশনে অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চা স্টল স্থাপনের ব্যবস্থা।
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডি জে-এফকেএম-জিএমইউ-১০৩-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ফকিরাগ্রাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং- ১ -এ অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে চা স্টল - ১ স্থাপনের ব্যবস্থা।
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডি জে-ডিবিবি-জিএমইউ-৪৩-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ধুবড়ি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং - ১ -এ চা স্টল - ২ স্থাপনের ব্যবস্থা।
এবি/১	সিএটিজি-এপিডি জে-কেওজে-এসএমইউ-২১-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনে চা স্টল - ১ স্থাপনের ব্যবস্থা।
এবি/২	সিএটিজি-এপিডি জে-এনওকিউ-এসএমইউ-২৪-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনে চা স্টল - ১ স্থাপনের ব্যবস্থা।
এবি/৩	সিএটিজি-এপিডি জে-এনএমজেড-এসএমইউ-১৩-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	নিউ মাল জংশন রেলওয়ে স্টেশনে চা স্টল - ১ স্থাপনের ব্যবস্থা।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ৩১-১২-২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: আগ্রহী দরদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER, BANARHAT PS
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. **e-NIT No : BANARHAT/EO/NIT-007/2025-26.** Last date of online bid submission 12/01/2026 Hrs 05:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
EO, Banarhat PS

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-02/2025-26 (2nd Call) MEMO No. 3786/JM DATE: 20.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Last date of bidding (On line) dated:- December 22, 2025 at 12.00 P.M
2) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-03/2025-26 (2nd Call) MEMO No. 3787/JM DATE: 20.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_957945_1
Tender ID: 2025_MAD_957945_2
Tender ID: 2025_MAD_957945_3
Last date of bidding (On line) dated:- December 22, 2025 at 12.00 P.M
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

e-Tender Notice
OFFICE OF THE BDO, BANARHAT BLOCK
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. **e-NIT No : BANARHAT/BDO/NIT-012/2025-26 2nd Call and eNIT No. BANARHAT/BDO/NIT-013/2025-26 2nd Call**. Last date of online bid submission 31/12/2025 & 02/01/2026 09:00 AM. For further details you may visit **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

কর্মখালি

ফুলবাড়ি সুপার মার্কেট এলাকায় মহিলা রাঁধুনি বিশেষ প্রয়োজন। যোগাযোগের ঠিকানা : 8637345661, 7001957263. (C/113653)

সিকিউরিটি গার্ড (Security Guard) চাই, Loc. বিধাননগর, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ফাটাপুকুর। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন ১১০০০ থেকে ১৪০০০ টাকা। Salary 11000/- to 14000/-. M- 9679251655. (K/D/R)

সারদা শিশুতীর্থ, তুলসীপাড়া, রূপাহার, উঃ দিঃ, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে গণিত, ইংরেজি, জীবন বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা/D.el.ed/B.ed প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। বায়োডাটা জমার তারিখ ১৯/১২/২০২৫ থেকে ২২/১২/২০২৫ পর্যন্ত। (সময় - দুপুর ১২ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত। সংগীত, নৃত্য, তবলা দক্ষরা অগ্রাধিকার। সাক্ষাৎকার - ২৩ ও ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৫ (দুপুর ১২টা)। যোগাযোগ - ৯৩৩২০২১৩৫৬/৯৪৭৪৩২৪৮৩৬ /৯৪৩৪৪৮৪১৮৭.

অ্যাফিডেভিট

আমি Salijar Hossain, পিতা: Md Buduruddin Hossain থেকে 16/12/25 তারিখ APD EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Guljar Hosen এবং পিতা: Badaruddin Miya হইলাম। (C/118773)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৩২/২০২৫-২৬, তারিখ: ১৫-১২-২০২৫। নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৫০/২৫/৫০১৫এ/ওটি/১৯২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-১২-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : (১) আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল সরবরাহ ১২ কোর × ১.৫ বর্গ মিমি কপার কন্ডাক্টরযুক্ত বা পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস এস-৬৩/২০১৪ (রেভ ৪) বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী। (ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস) ইউভিএএম আইটেম রেফারেন্স: আইটেম আইডি:- ৩১০০০৫৪-৩১০০০৫৪ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল। সাব আইটেম আইডি:- ৩১০০০৫৪০০১ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল। পরিমাণ:- এসএসই/এসআইজি/আইসি/গুয়াহাটি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য ৫৫০.০০ কিলোমিটার। পি.এল. নং - ৪০০৫০০৮০০২৮৯। (২) আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল সরবরাহ ১২ কোর × ১.৫ বর্গ মিমি কপার কন্ডাক্টরযুক্ত বা পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল, স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস এস-৬৩/২০১৪ (রেভ ৪) বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] (আইটেম আইডি :- ৩১০০০৫৪ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল; সাব আইটেম আইডি :- ৩১০০০৫৪০০১ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল)। পরিমাণ– এসএসই/শিলিগুড়ি জংশন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৫০ কিলোমিটার। পি.এল. নং-৪০০৫০০৮০০২৯০। (৩) আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল সরবরাহ — ১২ কোর × ১.৫ বর্গ মিমি কপার কন্ডাক্টরযুক্ত বা পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল, স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস এস-৬৩/২০১৪ (রেভ ৪) বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] আইটেম আইডি :- ৩১০০০৫৪ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল, সাব আইটেম আইডি :- ৩১০০০৫৪০০১ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল। পরিমাণ-এসএসই/এসআইজি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য ৬.০০ কিলোমিটার (আসাম)। পি.এল. নং-৫৩৯৮০৯৯৪১১১২৭। (৪) আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল সরবরাহ ১২ কোর × ১.৫ বর্গ মিমি কপার কন্ডাক্টরযুক্ত বা পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল, স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস এস-৬৩/২০১৪ (রেভ ৪) বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস], আইটেম আইডি :- ৩১০০০৫৪ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল, সাব আইটেম আইডি :- ৩১০০০৫৪০০১ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল। পরিমাণ– এসএসই/এসআইজি/গোয়ালপাড়া টাউন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য ৫.০০ কিলোমিটার। পি.এল. নং - ৫৩৯৮০৯৯৪৫০৭৮। (৫) আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল সরবরাহ ১২ কোর × ১.৫ বর্গ মিমি কপার কন্ডাক্টরযুক্ত বা পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল; স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস এস-৬৩/২০১৪ (রেভ ৪) বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] আইটেম আইডি :- ৩১০০০৫৪ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল, সাব আইটেম আইডি :- ৩১০০০৫৪০০১ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল। পরিমাণ-এসএসই/এসআইজি/গোয়ালপাড়া টাউন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ৩.০০ কিলোমিটার। পি.এল. নং-৫৩৯৮০৯৯৪৫০৯১। (৬) আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল সরবরাহ ১২ কোর × ১.৫ বর্গ মিমি কপার, আনস্ক্রিনড আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল; স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস এস-৬৩/২০১৪ (রেভ ৪) বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] (আইটেম আইডি :- ৩১০০০৫৪ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল, সাব আইটেম আইডি :- ৩১০০০৫৪০০১ — পিভিসি ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল)। পরিমাণ - এসএসই/এসআইজি/মালদা টাউন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১২.০০ কিলোমিটার। পি.এল. নং - ৫০৫০৯৯৫৯১।

ক্রম. নং.:২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫৪৫৩এ/ওটি/১৯৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০১-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : স্পেসিফিকেশন নং টিএম/এইচএম/৬/৩২০ (রেভ–৩), জুলাই ২০১৯ অনুযায়ী ডি আইই মেশিনের জন্য টাংস্টেন কার্বাইড ট্যাম্পিং টুল এবং একটি সেটে থাকে - ১. ড্রয়িং নং– আরডিএসও/টিএম/১৫এ/১৬, প্লাসার পিটি নং– সিইউ৩০,৮৮২০,-এফআর I = ৩২টি। ২. ড্রয়িং নং - আরডিএসও/আইএম/১৫ই/১৬, প্লাসার পিটি নং-সিইউ ৩০,৮৮২০,ডব্লিউ-এফআর V=১৬টি। নির্মাতা: প্লাসার বা সমতুল্য। ওয়ারেন্টি — একটি সেটে ব্যবহৃত টিসিটিটি-এর কার্যকাল ন্যূনতম ২,৫০,০০০ বার ট্যাম্পিং ইনসার্শনের জন্য গ্যারান্টিযুক্ত থাকবে। তবে, যেকোনো একটি টিসিটিটি-এর ন্যূনতম কার্যকাল ৫০,০০০ ইনসার্শনের কম হবে না। ওয়ারেন্টির মেয়াদ হবে চূড়ান্ত গন্তব্যে সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস অথবা মেশিনে ফিটমেন্টের তারিখ থেকে ১৮ (আঠারো) মাসের মধ্যে, যেটি আগে ঘটে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য ৪ সেট। পি.এল. নং-৬২২৯০০৫৯০০৪৩।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইটটিতে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন যেসব সম্ভাব্য দরদাতা উপরের টেন্ডারগুলোতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের যদি ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধন করা থাকে, তবে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআর ই পিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না হয়ে থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলো থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারগুলোতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। নতুন সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। বৃষ : চিকিৎসা বিভ্রাট হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মিথুন : সঞ্চয়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অবশ্যই সময় দিন। কর্কট : ভাইবোনের সঙ্গে অকারণ মনোমালিন্য। বাড়ি সংস্কারের আগে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলে নিন। সিংহ : সারাদিন অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে কাটবে। সৎসঙ্গে মানসিক শান্তিলাভ। সর্দি-জ্বরে ভোগান্তি। কন্যা : পরিশ্রমে সাফল্য পাবেন। বাবার সঙ্গে সামান্য মতানৈক্য এবং মানসিক কষ্ট। অর্থাগম হবে। তুলা : দাম্পত্যে সুখ থাকবে। নতুন গাড়ি ক্রয়ের সুযোগ আসবে। বৃশ্চিক : সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। ধনু : সমস্যার সমাধান হওয়ায় স্বস্তি। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। মকর : উগ্র আচরণ আপনারই ক্ষতি করতে পারে। শান্ত মাথায় থাকুন। কুম্ভ : ব্যবসার কারণে ঋণ করতে হলেও অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। অকারণে উৎকণ্ঠা। মীন : শারীরিক সমস্যা থাকবে। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। লটারি বা ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২ পুহ, সংবৎ ১৪ পৌষ বদি, ২৬ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৭, অঃ ৪।৫১। বৃহস্পতিবার, চতুর্দ্দশী শেষরাত্রি ৪।৪৩। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ৮।৪৩। ধৃতিযোগ অপরাহ্ণ ৪।২১। বিষ্টিকরণ দিবা ৩।৩৯ গতে শকুনিকরণ শেষরাত্রি ৪।৪৩ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৮।৪৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, শেষরাত্রি ৪।৪৩ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।১৩ গতে ৪।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৪ গতে ১।১৫ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৪৩ গতে যাত্রা নাই, শেষরাত্রি ৪।৪৩ গতে যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।২১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।১৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিল্প ও বাণিজ্য সম্মেলন

১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহ

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে
অনুষ্ঠিত হবে এই সম্মেলন

১৪ বছর ধরে

বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎনির্মাণ
বাংলায় বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়ন
বিপুল সুযোগ সৃষ্টি
ভাবনাকে কাজে পরিণত করা
গোটা বাংলাজুড়ে সমৃদ্ধি
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
শুধুমাত্র প্রকল্পের নয়, মানুষের ক্ষমতায়ন
প্রতিটি পদক্ষেপে আস্থা অর্জন
সমৃদ্ধি, যা প্রত্যক্ষ করা যায়
প্রতিটি প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়ন

১৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মাণ

wbidc
www.wbidc.com

ICA-D2477(25)/2025

বাড়ির কাছে পুকুরে মিলল শিশুর দেহ

সেনাউল হক

মোথাবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার বিকাল থেকেই নিখোঁজ ছিল দুই বছর আট মাস বয়সের শিশু তোহাসিন মোমিন। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে সামান্য দূরে একটি পুকুর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হল। কালিয়াচক-২ ব্লকের মোথাবাড়ি বিধানসভার গঙ্গাপ্রসাদ পঞ্চায়েতের ওপরপাড়া এলাকার ঘটনা। মৃত শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তোহাসিন মঙ্গলবার বিকেল পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গেই ছিল। তারপর থেকে তাকে আর বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা হলেও কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।

আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন পোস্ট করলেও কোনও সংবাদ মেলেনি। তারপরই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোথাবাড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। পুলিশ গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালায়। বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরে একটি পুকুরেও জাল ফেলা হয়েছিল। কিন্তু শিশুটির সন্ধান মেলেনি। বুধবার সকালে সেখানেই তার দেহ ভাসতে দেখেন বাসিন্দারা। মোথাবাড়ি থানার পুলিশ শিশুটির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মোথাবাড়ি থানার এক আধিকারিক

মৃত শিশুর বাড়ির সামনে স্থানীয়দের ভিড়।

> যে পুকুর থেকে আমার ছেলের দেহ উদ্ধার হয়েছে, রাতে সেখানেই আমরা জাল ফেলে খুঁজেছি। তখন কিছু পাইনি। অথচ ওই পুকুর থেকেই সকালে দেহ পাওয়া গেল। ঘটনার তদন্ত করার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করছি।
>
> **আবদুল জব্বার**
> *মৃত শিশুর বাবা*

জানান, শিশুটির মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে সবকিছু স্পষ্ট হবে। মৃত শিশুর বাবা আবদুল জব্বার বলেন, 'কি করে এরকম হয়ে গেল বুঝে উঠতে পারছি না। যে পুকুর থেকে আমার ছেলের দেহ উদ্ধার হয়েছে, রাতে সেখানেই আমরা জাল ফেলে খুঁজেছি। তখন কিছু পায়নি। অথচ ওই পুকুর থেকেই সকালে দেহ পাওয়া গেল। আমার কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই। তাও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা জানার জন্য পুলিশকে তদন্ত করার অনুরোধ করছি।' অন্যদিকে, গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোলাম কিবরিয়া জানান, অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। মৃতদেহ পুলিশের তরফে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এছাড়া ঘটনাটির পূর্ণ তদন্ত করে পুলিশ যাতে সত্যিটা সামনে আনে এদিন সেই অনুরোধও জানিয়েছেন তিনি।

সভা

গঙ্গারামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিশেষ আলোচনা সভা হল। গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি ভবনে আয়োজিত এই সভায় ছিলেন জেলা বইমেলার কোর কমিটির অন্যতম সদস্য সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন সেন সহ প্রমুখ। এদিন জেলা বইমেলার আটটি উপসমিতির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় উপসমিতির সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

সূর্য ডোবার পালা।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণাভ রাহা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বর্ষাপাড়ায় মারপিটে জখম দুজন

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৭ ডিসেম্বর : পতিরামের শহরতলি বর্ষাপাড়া ও বোল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের পালপাড়া-হরিহর সংলগ্ন আত্রেয়ী নদীর বিস্তীর্ণ চর দখলকে কেন্দ্র করে ফের অশান্তি ছড়াল এলাকায়। নভেম্বরের শেষের দিকে যে চর নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল, সেই পুরোনো বিবাদই নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বুধবার বর্ষাপাড়ার মধ্যপাড়ায় দুই ব্যক্তির মধ্যে বচসা থেকে মারপিটের ঘটনা ঘটে। আহত হন দুজনই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দুই ব্যক্তি একসঙ্গে বসে মদ খাচ্ছিলেন। সেই সময় কথাবার্তার সূত্র ধরে দুজনের মধ্যে ঝামেলা বাধে এবং তা মারপিটে গড়ায়। দুজনই গুরুতর আহত হন। পরে গ্রামের লোকজন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। খবর পেয়ে পতিরাম থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ এই ঘটনাকে সাধারণ মারপিট বলেই দেখছে। তবে গ্রামবাসীর একাংশের দাবি, নেপথ্যে রয়েছে আত্রেয়ীর চর দখল নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ। গ্রামে বর্তমানে দুটি দাবি সামনে এসেছে। একপক্ষের দাবি, চরের বিস্তীর্ণ এলাকায় গাছপালা লাগিয়ে ফরেস্ট গড়ে তোলা হোক। অন্যপক্ষ চাইছে সেখানে চাষাবাদ চলুক। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই মতবিরোধের আড়ালেই সক্রিয় রয়েছে একটি শক্তিশালী বালি মাফিয়াচক্র।

বিষয়টি নিয়ে বালুরঘাট ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল জানান, চরের জমি নিয়ে বচসার খবর তাঁর জানা নেই। তবে পতিরাম, পাগলিগঞ্জ, বর্ষাপাড়া, হরিহরপুর চরে বালি চুরি সম্পূর্ণ আটকানো গিয়েছে বলে তাঁর দাবি।

পতিরাম শহরতলি-বর্ষাপাড়া ও বোল্লার পালপাড়া-হরিহরপুরের মাঝে আত্রেয়ী নদীতে একটি বিশাল উঁচু চর রয়েছে, যা বর্ষাকালেও ডোবে না। বর্ষা শেষে দুই তীরের মানুষ নির্বিঘ্নে এই চরে যাতায়াত করেন। কেউ চাষ করেন, কেউ গোরু-ছাগল চড়ান। সবই বছরের পর বছর ধরে প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়াই চলছে। এমনকি বহু গাছও লাগানো রয়েছে। অভিযোগ, এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে সেই জায়গায় চলছে অবাধ বালি চুরি। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু সিং বলেন, 'নদীর চরে জায়গা ঘেরা ও গোরু-ছাগল চড়া নিয়ে কিছুদিন আগে গণ্ডগোল হয়েছিল। সেই গণ্ডগোলের রেশ থেকেই ফের আজ গণ্ডগোল, মারপিট হয়েছে।' পতিরাম থানার ওসি সংকার স্যাংবো বলেন, 'এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কাউকে আটক করা হয়নি।'

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ২০০ বিঘা চরের জমি দখল করে বড় বড় গাছ কেটে সাফ করে দিয়েছে একটি চক্র। চাষাবাদ আসলে লোক দেখানো, মূল উদ্দেশ্য দেদার বালি লোপাট। পারপতিরাম থেকে পাগলিগঞ্জ পর্যন্ত ভোর থেকে সন্ধ্যা আত্রেয়ী থেকে বালি তোলা হলেও প্রশাসনের ভূমিকা কার্যত নিষ্ক্রিয় বলেই অভিযোগ। মাঝেমধ্যে নামমাত্র অভিযান হলেও পরিস্থিতির স্থায়ী পরিবর্তন হয় না।

নেপথ্যে কারণ

- প্রায় ২০০ বিঘা চরের জমি দখল করে বড় বড় গাছ কেটে সাফ করে দিয়েছে একটি চক্র
- চাষাবাদ আসলে লোকদেখানো, মূল উদ্দেশ্য দেদার বালি লোপাট
- প্রশাসনের ভূমিকা কার্যত নিষ্ক্রিয় বলেই অভিযোগ
- এদিনের মারপিটের ঘটনার নেপথ্যে এই অবৈধ কারবার বলেই বক্তব্য স্থানীয়দের প্রশাসনিক অবহেলায় যে কোনও মুহূর্তে এই সেতুটি ভেঙে পড়তে পারে, আশঙ্কা স্থানীয়দের

শুনানি নিয়ে উদ্বেগ

সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের ধোঁয়াশা কাটেনি

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৭ ডিসেম্বর : প্রথম পর্বের কাজ শেষের পর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় সীমান্তবর্তী এলাকায় সাময়িক স্বস্তি ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু নতুন অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে চলেছে শুনানি। শুনানি পর্ব নিয়েই এখন দুশ্চিন্তায় মালদা জেলার বামনগোলা ও হবিবপুর ব্লকের সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলি। এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ায় প্রায় প্রত্যেকেরই নাম উঠেছে খসড়া তালিকায়। কিন্তু শুনানি কোন মানদণ্ডে হবে, কী কী নথি দেখাতে হবে, তা স্পষ্ট নয় সাধারণ মানুষের কাছে। যে কারণে উৎকণ্ঠায় তাঁরা।

খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই সামনে এসেছে রাজ্যের প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়ার তথ্য। হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বাদ গিয়েছে ১৬ হাজার ৩৭৫ জনের নাম। শুনানির পর আর কতজনের নাম বাদ যেতে পারে, অঙ্ক কষছেন অনেকেই। আশঙ্কাও বাড়ছে সীমান্ত এলাকার পরিবারগুলিতে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কৃষক বলেন, 'খসড়ায় নাম আছে ঠিকই। কিন্তু শুনছি শুনানির সময় কাগজ দেখতে চাইবে। আমাদের কাছে সব নথি সংরক্ষিত নেই। তাহলে কি আমরা বাদ পড়ব?' তাঁর মতো প্রচুর মানুষের মনে বাদ পড়ার আশঙ্কা দানা বেঁধেছে।

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নিজের অথবা বাবা-মায়ের নাম নেই, তাঁদের উদ্বেগ আরও প্রবল। অনেকের দাবি, বাবা-মা ২০০২ সালের আগেই মারা গিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে বিকল্প নথি সংক্রান্ত কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে নথি সংক্রান্ত বিভ্রান্তি রয়েছে। আধার কার্ডের ভূমিকা নিয়েও চলছে জোর চর্চা। সীমান্ত এলাকার বাস্তবতাই এই প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলেছে। বন্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা ও ঘন ঘন বসতি পরিবর্তনের কারণে বহু পরিবার পুরোনো নথি সংরক্ষণ করতে পারেনি। আবার বহু মানুষ দিনমজুরি বা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে ভিনরাজ্যে থাকায় সরকারি প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি সময়মতো জানতে পারেননি।

শশধর রায় (পরিবর্তিত নাম) নামে এক প্রবীণ বাসিন্দার দাবি, 'আমরা এখানেই জন্মেছি, বড় হয়েছি। কিন্তু জীবিকার চাপে অনেকসময় কাগজপত্র আগলে রাখা যায়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু নথি নষ্ট হয়েছে। সেইজন্য কি আমাদের সন্দেহের চোখে দেখা হবে?' স্থানীয় সমাজকর্মী ও আইনি সহায়তাকারীদের মতে, শুনানি প্রক্রিয়ায় সীমান্ত এলাকার ভৌগোলিক বাস্তবতা ও অতীতে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। স্পষ্ট নির্দেশিকা ও সহায়তাকেন্দ্র না থাকলে সীমান্তবাসীরাই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বেন।

অসীমা মণ্ডল (পরিবর্তিত নাম) নামে এক গৃহবধূর কথায়, 'এসআইআর-এর বিরোধী কেউই নই। আমরা সবাই বৈধ ভারতীয়। কিন্তু সকলের কাছে সব নথি সংরক্ষিত নেই।' একজন বৈধ ভোটার বাদ যাবে না, স্পষ্ট করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তাঁরা বৈধ না অবৈধ, সেটাই বুঝতে পারছেন না সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা।

উৎকণ্ঠা

- শুনানি কোন মানদণ্ডে, কী কী নথি দেখাতে হবে, বুঝতে পারছেন না সীমান্তপাড়ের বাসিন্দারা
- সীমান্ত লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের অধিকাংশেরই নেই প্রয়োজনীয় নথি, বাড়ছে উৎকণ্ঠা
- খসড়ায় নাম থাকলেও, চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকবে কি না, বুঝতে পারছেন না কৃষক থেকে গৃহবধূ
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত, মনে করেন সমাজকর্মীরা

ধলতা নেওয়ায় উত্তেজনা

মান্ডির ম্যানেজারকে নিয়ে বিডিও অফিসে কৃষকরা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : সরকারি ধান কেনা শিবিরে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি তোলাবাজি এবং জুলুমবাজির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রায় দুশো কৃষক। কুমারগঞ্জের বরাহার এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ধান কেনার সময় ধলতা বা অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া বেআইনি। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, বরাহার এলাকার শিবিরে কুইন্টাল পিছু ৫ কেজি করে ধলতা নেওয়া চলছিল। এছাড়া প্রতি কৃষকের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে অতিরিক্ত নেওয়া হচ্ছিল বলেও জানা গিয়েছে। এমনকি ১০ কুইন্টাল ধান জমা দিলে খাতায় ১৫ কুইন্টাল লেখা হচ্ছিল বলেও অভিযোগ ওঠে। এর পাশাপাশি ফড়ে ও দালালদের দাপটে সরাসরি ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলেও দাবি করেন আন্দোলনরত কৃষকরা। এরপরই ঘটনার প্রতিবাদে সিপিএমের কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভার নেতৃত্বে ক্ষুব্ধ কৃষকরা শিবিরের পারচেজ অফিসার তথা মান্ডির ম্যানেজারকে প্রায় দুই

মান্ডি থেকে ম্যানেজারকে হাঁটিয়ে নিয়ে বিডিও অফিসে যাচ্ছেন কৃষকরা।

কিলোমিটার হাঁটিয়ে কুমারগঞ্জ বিডিও অফিসে নিয়ে যান। বুধবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এপ্রসঙ্গে কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'কয়েকজন এসে অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' দীর্ঘদিন ধরে এভাবে অনিয়ম চলছিল বলে অভিযোগ। বুধবার সারা ভারত কৃষকসভার পক্ষ থেকে শিবিরে গিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে পারচেজ অফিসারের কাছে স্মারকলিপি দিতে চাইলেও তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন এবং অভিযোগ নিয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। এতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর শতাধিক কৃষক ও কৃষকসভার কর্মীরা একত্রিত হয়ে পারচেজ অফিসারকে শিবির থেকে হাঁটিয়ে বিডিও অফিসে নিয়ে যান। এব্যাপারে স্থানীয় কৃষক রুবেল আলি শাহ ফকির বলেন, 'কুইন্টাল পিছু ৫ কেজি করে ধলতা ও ২০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছিল। আমরা ১০ কুইন্টাল ধান দিলে খাতায় ১৫ কুইন্টাল লেখা হচ্ছিল। অন্যদিকে ফড়েদের দাপটে আমরা সরাসরি ধান বিক্রি করতে পারছি না।'

অন্যদিকে মান্ডিতে ফড়ে ও দালালদের রমরমা চলায় পারচেজ অফিসার স্মারকলিপি নিতে অস্বীকার করে দায় এড়াতে চেয়েছিলেন বলে জানান সারা ভারত কৃষকসভার নেতা মোফাজ্জল হোসেন। ঘটনা প্রসঙ্গে মাত্র দুইদিন আগে একই অভিযোগে সাফানগর ও মোহনা এলাকার সরকারি ধান ক্রয় শিবিরেও অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল। তাই বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিক এই অভিযোগে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বরাহার

> কয়েকজন এসে অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
>
> **শ্রীবাস বিশ্বাস**
> *বিডিও, কুমারগঞ্জ*

চলন্ত বাসে গয়না ও নগদ টাকা উধাও

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার সরকারি বাসে এক মহিলা যাত্রীর ব্যাগ থেকে প্রায় ৫ ভরি সোনার গয়না ও নগদ প্রায় চার হাজার টাকা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিন ফরাক্কাগামী একটি সরকারি বাসে বোতলবাড়ি থেকে গাজোলের কদুবাড়ি আসার পথে রাস্তায় এই ঘটনা ঘটে। হবিবপুর থানার পার্বতীডাঙ্গার পাকুয়ার পিংকি বৈদ্য নামে এক মহিলা শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়ায় বাবার বাড়ি গিয়েছিলেন। বোতলবাড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে নেমেছিলেন। সেখানে কাজ শেষ করে বোতলবাড়ি থেকে সরকারি বাসে গাজোলে ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে বুধবার বোতলবাড়ি থেকে ফরাক্কাগামী একটি সরকারি বাসে উঠেছিলেন। বাসে অতিরিক্ত ভিড় থাকার কারণে বোতলবাড়ি থেকে রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়েই ছিলেন। রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় এসে বাসে একটি সিট পেয়ে বসার পরই দেখেন ব্যাগের চেন খোলা। তাতে সন্দেহ হয় তাঁর। তিনি ব্যাগের ভেতর গচ্ছিত থাকা সোনার গয়না ও নগদ টাকা খুঁজতেই দেখেন কিছুই নেই। পিংকির কথায়, 'প্রায় ৫ ভরি সোনার গয়না ও নগদ প্রায় চার হাজার টাকা উধাও। দুটি চেন, এক জোড়া কানের, আংটি ও শাঁখা ছিল। বাসে প্রচণ্ড ভিড় ছিল বলেই দাঁড়িয়ে আসছিলাম। তাই কাউকে সন্দেহ করতে পারছি না। এগুলো না পেলে বাড়িতে অশান্তি হবে।'

রায়গঞ্জ ডিপোতে বাস আসতেই পিংকি রায়গঞ্জ থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। বাসে থাকা যাত্রীদের ও রুট সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগপত্র হাতে পিংকি বৈদ্য। ছবি : দিবাকর সাহা

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

হবিবপুর, ১৭ ডিসেম্বর : বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বুধবার পথ অবরোধ করলেন বাসিন্দারা। মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কের মাঝে নয় মাইল এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় হবিবপুর থানার পুলিশ। অবরোধকারীদের সমস্যার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন তাঁরা।

শিবানী রায় নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কের মাঝে নয় মাইল বাসস্টপ থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তা চলে গিয়েছে কেন্দুডাঙ্গা পর্যন্ত। এই রাস্তাটি আগে পাকা থাকলেও বহু বছর ধরে পিচের চাদর উঠে গিয়ে রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে এসেছে। ফলে এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ছাত্রছাত্রী সহ রোগীদের নিয়ে এই রাস্তা পেরিয়ে মূল সড়কে উঠতে সমস্যায় পড়তে হয়।' অবরোধকারী সীমা রায়ের কথায়, 'এই বেহাল রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে অনেকবার বিভিন্ন মহলে আবেদন জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে এদিন রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ করা হয়। আমাদের দাবি মেনে শীঘ্রই রাস্তা সংস্কার করা না হলে ফের আন্দোলনে নামা হবে।'

আক্রান্ত গর্ভবতী সহ ৩

পতিরাম ও কুমারগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : পতিরাম শহরতলি এলাকায় বালি চুরির প্রতিবাদ করায় মঙ্গলবার রাতে এক গর্ভবতী সহ মোট ৩ জনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার ৬ জনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চুনকা কিসকু নামে এক ব্যক্তির অভিযোগ, তিনি বালির চুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় সুশীল বেসরা, রবেন টুডু সহ মোট ৬ জন তাঁর মেয়েকে মারধর ও শ্লীলতাহানি করে। প্রতিবেশী এক গর্ভবতী মহিলা ও কিশোরী বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়। কুমারগঞ্জ ব্লকে আত্রেয়ী নদীর সমস্ত ঘাট থেকে অবাধে বালি ও মাটি চুরি হচ্ছে বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। কুমারগঞ্জ ভূমি দপ্তরের দাবি, লাগাতার অভিযান চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার একাধিক মাটি কাটার মেশিন আটক করা হয়েছে।

টুকরো খবর

দুইটি মৃত্যু

কুমারগঞ্জ ও মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন বছর ছাব্বিশের তরুণী। মঙ্গলবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের নাম মমতা দাস। বাড়ি কুমারগঞ্জের বটুনের আঝইরে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতিমাসের নয় তারিখে রান্না করার সময় হঠাৎ মমতার শাড়িতে আগুন লেগে যায়। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করান। বুধবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, রবিবার কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে 'আত্মহত্যা'র চেষ্টা করেন এক বধূ। মঙ্গলবার বিকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত ওই বধূর নাম মালা মণ্ডল (২০)। বাড়ি পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জ এলাকায়।

উত্তেজনা

গঙ্গারামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : এক ব্যক্তির জমি অন্য আরেকজনের নামে অবৈধভাবে রেকর্ড করার অভিযোগ উঠেছে এক মুহুরির বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে বুধবার গঙ্গারামপুর ব্লকের ভূমি রাজস্ব দপ্তর সংলগ্ন মুহুরির দপ্তরে সমাধানের জন্য গেলে কয়েকজন মুহুরি পালটা মারধর করেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। মুহুরি সংগঠনের সদস্য ওয়াজেদ আলি বলেন, 'মিথ্যে অভিযোগ। তাঁরাই বরং এখানে এসে ভাঙচুর করেছেন। কোনও অসুবিধা থাকলে লিখিতভাবে জানাতে পারতেন। তা না করে বিশৃঙ্খলা করেছেন। আমরা আইনের দ্বারস্থ হব।'

অভিযান

কুমারগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : কুমারগঞ্জের বারাইল মহিপুর এলাকায় মাঠের মধ্যে একটি পুকুরে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে মেশিন চালানো হচ্ছিল। এমন অভিযোগ পেয়ে বুধবার বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বিদ্যুৎ চুরির বিষয়টি হাতেনাতে ধরা পড়ে। বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে জানা গিয়েছে, যিনি এমন অবৈধ কাজ করছিলেন তাঁর নাম নরুল ইসলাম মণ্ডল। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ওই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেন। পাশাপাশি নরুলকে আটক করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।

পরিদর্শন

গাজোল, ১৭ ডিসেম্বর : গাজোল স্টেট জেনারেল হসপিটালের নতুন ভবন থেকে ওপিডি সেকশন সহ একাধিক বিভাগ সরিয়ে নিয়ে আসা হবে পুরোনো ভবনে। প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ টাকা ব্যয় করে পুরোনো ভবন সংস্কারের কাজ চলছে। বুধবার হাসপাতাল পরিদর্শন করেন পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা। আউটডোর কোথায় হবে, লেবার রুম কোথায় হবে, অপারেশন থিয়েটার কীভাবে সাজিয়ে তোলা হবে, পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য কোন ল্যাব কোথায় হবে, সবকিছু খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

শোভাযাত্রা

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : শ্যাম ভক্ত পরিবারের পরিচালনায় বুধবার সকালে খাটু শ্যাম বা বর্বরীককে শ্রদ্ধা জানিয়ে রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হল ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। সকালে রায়গঞ্জের রাধাকৃষ্ণ মন্দির থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে গোশালা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

কর্ণজোড়ার প্রশাসনিক চত্বরে জমা জলে দুর্ভোগ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : বৃষ্টি নেই অথচ রাস্তার একাংশজুড়ে জমে রয়েছে জল। ছবিটি কর্ণজোড়ার প্রশাসনিক চত্বরের। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনের রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে জল জমে থাকে। বর্ষাকাল নয়, সারাবছর এই দৃশ্য দেখা যায়। এই এলাকায় রয়েছে মহকুমা শাসকের দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, বিএড কলেজ। এই জলের ওপর দিয়ে এই সকল দপ্তরের কর্মচারী, আধিকারিক, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। এই এলাকায় একটি মার্কেটও রয়েছে। সেখানে একাধিক খাবারের দোকানও রয়েছে। রাস্তা দিয়ে বাইক ও অফিসের গাড়ি যাতায়াত করলে ওই নোংরা জল পথচলতি মানুষের গায়ে এমনকি খাবারের দোকানগুলিতেও ছেটে। মার্কেট চত্বরে বসে যাঁরা টিফিন খান তাঁদেরও এই নোংরা জলের জন্য সমস্যায় পড়তে হয়। অভিযোগ, ওই এলাকায় হাইড্রেন না থাকায় এভাবে রাস্তায় জল জমে থাকে। এছাড়া একটানা বৃষ্টি হলে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ার সরকারি আবাসন চত্বরের বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আবাসনের অনেকের ঘরে জল ঢুকে যায়।

যদিও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজিমুদ্দিন আলি বলেন, 'শিক্ষা দপ্তরের তরফে হাইড্রেন তৈরির জন্য ফান্ড দেওয়া হয়েছে। হাইড্রেনটি এসটি হস্টেল থেকে শুরু করে আমাদের দপ্তরের ভেতর দিয়ে শিক্ষা দপ্তর হয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সামনের ড্রেনে গিয়ে মিশবে।' তিনি জানান, মার্কেটের খাবারের দোকানগুলি রাস্তার উপর জল ফেলে তাই এই সমস্যা হচ্ছে।

আইনজীবী তমাল কয়াল চৌধুরীর অভিযোগ, 'কেস নিয়ে প্রায়দিনই জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে আসতে হয়। অনেক সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়। কিন্তু এভাবে জল জমে থাকার ফলে কারোর সঙ্গে এক মিনিট শান্তিতে কথা বলা যায় না। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি গেলে জলকাদা ছিটে জামাকাপড় নষ্ট হয়ে যায়।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী প্রসেনজিৎ রায় প্রায়দিনই মার্কেট এলাকায় বসে চা খান। তিনি জানান, একটি গাড়ি জলের উপর দিয়ে গেলে নোংরা জল ছিটে চায়ের টেবিলের দিকে আসে। তিনি একপ্রকার ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে এভাবে পড়ে রয়েছে। অথচ কারোর কোনও হুঁশ নেই। আমার মতো অনেকে প্রতিদিন সমস্যায় পড়েন। এই এলাকায় হাইড্রেন তৈরি করা দরকার।'

কিছু কাজের জন্য কালিয়াগঞ্জের এক শিক্ষক ধীমান দাস জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'গ্রামের রাস্তার মতো অবস্থা হয়েছে জেলা প্রশাসনিক চত্বরের। এই রাস্তা দিয়ে আসার সময় জলকাদা ছেটে।'

জেলা প্রশাসনিক চত্বরে জল জমে রয়েছে।

> শিক্ষা দপ্তরের তরফে হাইড্রেন তৈরির জন্য ফান্ড দেওয়া হয়েছে। হাইড্রেনটি এসটি হস্টেল থেকে শুরু করে আমাদের দপ্তরের ভেতর দিয়ে শিক্ষা দপ্তর হয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সামনের ড্রেনে গিয়ে মিশবে।
>
> **মহম্মদ নাজিমুদ্দিন আলি**
> *চেয়ারম্যান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ*

নীতিনের দ্বারস্থ সুকান্ত

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : হিলি-গাজোল প্রকল্পের কাজে গতি আনা এবং ছয় লেনের রাস্তা তৈরির প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে দেখা করলেন বালুরঘাটের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। প্রকল্পের জন্য এখনও রাজ্য সরকারের তরফে জমি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদাবাসীর স্বার্থে রাস্তার কাজে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হোক, এমন দাবি তুলেছেন সুকান্ত। পাশাপাশি তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, ডালখোলা-শিলিগুড়ি করিডরের হাল ফেরানোর দাবি এবং দুই দিনাজপুরকে ভারতমালা প্রকল্পের অধীনে আনা হোক। বুধবার এই মর্মে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি তুলে দিয়েছেন সুকান্ত।

মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু

বৈষ্ণবনগর, ১৭ ডিসেম্বর : ফের ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির। বুধবার দুপুরে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার চামাগ্রাম রেলস্টেশন সংলগ্ন রেললাইন এলাকায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল (৪৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে বিশ্বজিৎ রেললাইন পার হচ্ছিলেন। মানসিক অসুস্থতার কারণে তিনি লাইনে আসা মালগাড়ির বিষয়টি বুঝতে পারেননি। ঠিক সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা মালগাড়িটি তাঁকে ধাক্কা মারে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ ও বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। স্থানীয়দের দাবি, ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। এরপর পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তরুণের সাজা

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : সপ্তম শ্রেণির এক স্কুল ছাত্রীকে রাস্তায় উত্ত্যক্ত করার মামলায় দোষী সাব্যস্ত জনৈক তরুণের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে বালুরঘাট শহরের ওই ঘটনায় বালুরঘাট থানায় মামলা দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। বুধবার দোষী তরুণকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০ টাকা জরিমানা করেন বালুরঘাটের বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক শরণ্যা সেন প্রসাদ। জরিমানা অনাদায়ে আরও ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বালুরঘাট আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী।

আহত চালক

সামসী, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার চাঁচল আশাপুর রাজ্য সড়কের দোসরকি এলাকায় ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক বাইকচালক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল থেকে বাইক নিয়ে যদুপুরে বাড়িতে ফিরছিলেন মহম্মদ তসলিমুদ্দিন। হঠাৎ দোসরকিতে আশাপুরের দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে। বাইক নিয়ে ছিটকে পড়েন তসলিমুদ্দিন। তাঁর বাঁ পায়ে আঘাত লাগে। বর্তমানে তিনি চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চাঁচল থানার পুলিশ ডাম্পারটি আটক করেছে।

ও মাঝি রে... বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীতে বুধবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

জেলা শাসককে অভিযোগ

বাংলাদেশি স্বামী খসড়া তালিকায়

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১৭ ডিসেম্বর : খসড়া ভোটার তালিকায় নাম থাকা স্বামী বাংলাদেশি, এমনই অভিযোগ করলেন খোদ স্ত্রী। উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনার দপ্তরে বুধবার এমন অভিযোগ দায়ের করে স্বামী বিশ্বজিৎ ধরকে গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন স্ত্রী সীমা ধর বর্মন। স্বামী বাংলাদেশি প্রমাণ করতে কিছু নথিও জমা করেছেন তিনি। ঘটনা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা শাসক। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জে। বাংলাদেশি ভোটার কার্ড, বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকার পরেও, কীভাবে তাঁর স্বামী বিশ্বজিতের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় ওঠে, তা নিয়ে বুধবার প্রশ্ন তোলেন সীমা। সীমা যে নথি এদিন জেলা শাসকের দপ্তরে জমা করেছেন, তাতে তাঁর স্বামী বিশ্বজিতের বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুরে। কিন্তু নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করে কর্ণজোড়া পুলিশ ফাঁড়ির মেরুয়ালের কসবামাহাশো গ্রামের বাসিন্দা হিসাবে বিশ্বজিৎ ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড তৈরি করেছেন। সীমার অভিযোগ, রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন এফসিআই এলাকার এক মহিলাকে বিয়ে করে বিশ্বজিৎ এখন কালিয়াগঞ্জে বসবাস করছেন। তাঁকে বিক্রি করার চেষ্টা বিশ্বজিৎ করেছিলেন বলে সীমার অভিযোগ। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে পুলিশে বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সীমার মা শুক্লা বর্মন। এদিন মেরুয়ালের বাড়িতে গেলে বিশ্বজিতের খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্থানীয়রা জানান, বিশ্বজিৎ কিছুদিন ধরে কালিয়াগঞ্জে থাকেন। এদিন সীমা বলেন, 'আমাকে ছেড়ে অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করে তার সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছর ধরে কালিয়াগঞ্জ শহরে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকছে বিশ্বজিৎ। বিয়ের পর বিশ্বজিতের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারি। বাংলাদেশের বাসিন্দা হয়েও কী করে ভারতের ভোটার হয়, বুঝতে পারছি না। নাম বাদ দেওয়ার পাশাপাশি গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি।'

কী অভিযোগ

- সীমার জমা করা নথিতে স্বামী বিশ্বজিতের বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুরে
- প্রকৃত পরিচয় গোপন করে মেরুয়ালের কসবামাহাশো গ্রামের বাসিন্দা হিসাবে বিশ্বজিতের ভোটার এবং আধার কার্ড তৈরি
- মেরুয়ালের বাড়িতে গেলে বিশ্বজিতের খোঁজ পাওয়া যায়নি

ভুল বানানের ছড়াছড়ি, বৈঠকে সরব দলগুলি

মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : খসড়া ভোটার তালিকায় নিজের নাম উঠবে তো, এই চিন্তা ছিল অনেকদিন। এখন নিজের নাম দেখতে পেয়ে নতুন দুশ্চিন্তায় আমজনতা। কেন-না, তালিকায় ভুল বানানের ছড়াছড়ি। ফলে নামের বানান ঠিক করতে আবার পা রাখতে হবে প্রশাসনিক চৌকাঠে। কেন এত ভুল, প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। বুধবার মালদায় সর্বদলীয় বৈঠকে এমন প্রশ্ন তুলেছেন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরাও। তাঁরা অভিযোগ তুলেছেন, মৃত ভোটারের নাম থাকা নিয়েও। তবে জেলা নির্বাচনি দপ্তরের তরফে কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।

ভুল বানানের ছড়াছড়িতে সরব হল রাজনৈতিক দলগুলিও। মালদার প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার এদিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেন। তিনি বলছেন, 'আমার পদবি হালদার। কিন্তু লেখা রয়েছে হালাদার। শুধু আমার নয়, আমার মা-বাবার নামের ক্ষেত্রেও সেই একই ভুল রয়েছে। এই নিয়ে ওসি ইলেকশনকে প্রশ্ন করলে উনি সফটওয়্যারের কথা বলেছেন। কিন্তু সফটওয়্যারকে দোষ দিলে তো চলবে না। সংশোধনের জন্য আবার ৮ নম্বর ফর্ম পূরণ করতে হবে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র'র অভিযোগ, 'খসড়া ভোটার তালিকায় বহু মৃত ভোটারের নাম থেকে গিয়েছে।' বিজেপির প্রতিনিধি নীলাঞ্জন দাসের বক্তব্য, 'বানান ভুলের দায়িত্ব নিতে হবে জেলা প্রশাসনকেই। কারণ প্রশিক্ষিত নয় এমন কর্মীদের বিএলও হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।' তৃণমূলের প্রতিনিধি আশিস কুণ্ডুর মন্তব্য, 'এসআইআর করে বাংলার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে বিজেপি।'

পুকুরে দেহ

মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ২ বছরের শিশু। প্রায় ১২ ঘণ্টা পর মোথাবাড়ি থানার গঙ্গাপ্রসাদ এলাকায় বাড়ি সংলগ্ন পুকুর থেকে উদ্ধার হল তার দেহ। মৃতের নাম মহম্মদ তাসিন আক্তার। পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বাড়ির পাশে খেলাধুলো করছিল তাসিন। তারপর থেকেই নিখোঁজ সে। বুধবার ভোরে বাড়ির পাশের পুকুরে তাসিনের দেহ ভাসতে দেখা যায়। তাসিনকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করে পুলিশ।

কুশমণ্ডির তিনশো মহিলার উদ্যোগ

মাংস সরবরাহে আয়ের আশা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৭ ডিসেম্বর : এবার কুশমণ্ডি ব্লকের সুস্বাদু খাসির মাংস পৌঁছাবে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এখানকার খাসির মাংস সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিল টাঙন বেঙ্গল গোট ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি। বুধবার কুশমণ্ডির নবনির্মিত কমিউনিটি হলে ৩০০ ছাগল প্রতিপালনকারী গ্রামের মহিলার উপস্থিতিতে সংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এমন উদ্যোগে পাশে থাকছে কুশমণ্ডি ব্লক তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। কুশমণ্ডি ব্লকের প্রাণীসম্পদ বিকাশ আধিকারিক ডঃ বিপ্লব পালের বক্তব্য, 'বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন জেলায় যে কালো খাসির মাংস পাওয়া যায়, তার থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিশেষ করে কুশমণ্ডি ব্লকের কালো খাসির মাংস অনেক সুস্বাদু এবং উন্নত। কুশমণ্ডি থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাতটি ব্লকে স্বনির্ভর দলের সদস্য ছয় হাজার মহিলার কাছে বাচ্চা সরবরাহ করা হবে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে।' সংস্থার চেয়ারম্যান তথা কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে বলেন, 'ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটস প্রতিপালনের জন্য কুশমণ্ডি ব্লকের তিনশো মহিলাকে প্রথম পর্বে যুক্ত করা হয়েছে। ব্লকের সমস্ত স্বনির্ভর দলের মহিলাকে এই উন্নতমানের ছাগল প্রতিপালনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। দেওয়া হবে সমস্ত রকম সরকারি সুবিধা। যাতে আগামীতে উন্নত সুস্বাদু খাসির মাংস সরবরাহে পথ প্রশস্ত হয়।'

> ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটস প্রতিপালনের জন্য কুশমণ্ডি ব্লকের তিনশো মহিলাকে প্রথম পর্বে যুক্ত করা হয়েছে। ব্লকের সমস্ত স্বনির্ভর দলের মহিলাকে এই উন্নতমানের ছাগল প্রতিপালনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। দেওয়া হবে সমস্ত রকম সরকারি সুবিধা। যাতে আগামীতে উন্নত সুস্বাদু খাসির মাংস সরবরাহে পথ প্রশস্ত হয়।
>
> **নয়না দে, বিডিও**

কুশমণ্ডি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলেই এমন খাসি প্রতিপালনের জন্য পর্যাপ্ত ঘাস পাওয়া যায়। আবার এই খাসিগুলি বাড়ির খাবার খেয়েও অভ্যস্ত। সাধারণত একটি খাসির ওজন ৩০ থেকে ৪০ কেজি পর্যন্ত হয়। তাই আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য অনেক মহিলাই এখন কালো খাসি প্রতিপালনে জোর দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, প্রায় দুই বছর আগে এই উন্নত খাসির মাংস রাজ্য তথা গোটা দেশে সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যা তুলে ধরে বর্তমানে খাসি প্রতিপালনের সঙ্গে যুক্ত সংস্থার চেয়ারপার্সন সেলিনা পারভিন বলেন, 'কুশমণ্ডি ব্লকের প্রতিটি গ্রামের প্রায় প্রত্যেকেই ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসি প্রতিপালনের সঙ্গে যুক্ত।

স্থানীয় বাজারে ৭০০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হওয়ায় তাঁরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে পারছেন। খাসির মাংস আমরা যদি গোটা দেশে সরবরাহ করতে পারি, তাহলে ব্যবসায়িক দিক থেকে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছাতে পারব।' সংস্থার সদস্যা ঝর্ণা সরকার বলেন, 'আমরা যে খাসি বাড়িতে পালন করি, তার মাংস বাজারে বিক্রি হয়। সেই খাসির মাংস যদি দেশে বিক্রির ব্যবস্থা করে প্রশাসন, তাহলে আমরা ভালো দাম পাব।'

বাসে চুরি, ধৃত

গঙ্গারামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : বালুরঘাট থেকে গঙ্গারামপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে চুরি করার সন্দেহে দুজন মহিলাকে আটক করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম প্রিয়াংকা দেবী ও রেশমা দেবী। ধৃতরা বিহারের বাসিন্দা। বুধবার দুপুরে বালুরঘাট থেকে গঙ্গারামপুরের উদ্দেশে রওনা দেওয়া যাত্রীবাহী বাসে এক মহিলা যাত্রীর ব্যাগ থেকে নগদ টাকা ও সোনার গয়না খোয়া যায়। সন্দেহের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দুই মহিলার ব্যাগ তল্লাশি করলে হারিয়ে যাওয়া নগদ টাকা ও সোনার গয়না উদ্ধার হয়। এরপর ক্ষুব্ধ যাত্রীদের একাংশ অভিযুক্তদের মারধর করেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে অভিযুক্ত দুই মহিলাকে নিজেদের হেপাজতে নেয়।

বিষপানে মৃত্যু

কুমারগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : কীটনাশক খেয়ে ফেলায় মঙ্গলবার কুমারগঞ্জের সৈয়দপুর এলাকায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃতের নাম বীরেন্দ্রনাথ মালী। পরিবারের সদস্যরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। বুধবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বৈঠক

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : ২০২৬ সালে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করবে খাদিমপুর উচ্চবিদ্যালয়।

সেই উপলক্ষ্যে পাঁচদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথা জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ৩ জানুয়ারি প্রভাতফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হবে। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের কথা জানানো হয়।

স্বপ্নাদেশের পুজো এখন সর্বজনীন

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : বালুরঘাটের রাজুয়া গ্রামে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী রক্ষাকালীপুজো ও মেলা। প্রায় ৫১ বছরের ইতিহাসে এই পুজো শুধু ধর্মীয় আচারেই সীমাবদ্ধ নয়, গ্রামবাসীর সামাজিক স্মৃতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে। বোল্লা মায়ের মূর্তির আদলে গড়া এই মূর্তি। পুজো শুরুর নেপথ্যে রয়েছে এক নাটকীয় অতীত।

একটা সময়ে রাজুয়া ও আশপাশের গ্রামগুলিতে ডাকাতদের উপদ্রব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। চুরি-ছিনতাইয়ে অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামবাসীরা নজরদারি বাড়ান। একদিন ভোরে চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ ধরা পড়ে যায় ডাকাত দলের এক সদস্য। তার সূত্র ধরেই আরও ১৪ জনের সন্ধান মেলে। এরপর একদিন ১২ জন ডাকাতকে ধরে ফেলেন উত্তেজিত জনতা। দুজন পালিয়ে যায়। জনরোষে মৃত্যু হয় ওই

১২ জনের। এই ঘটনায় বহু গ্রামবাসী আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়েন।

সেই সময় একাধিক মানুষের স্বপ্নে রাজুয়া কালী দর্শন দেন বলে জনশ্রুতি। মায়ের পুজো শুরু করার নির্দেশ আসে স্বপ্নাদেশে। মান্যতা অনুযায়ী পুজো শুরু হতেই ডাকাত মৃত্যুর মামলায় অভিযুক্ত সকলেই নির্দোষ খালাস পান। সেই থেকেই রক্ষাকালীপুজোর সূচনা। প্রথমদিকে ছোট পরিসরে হলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পুজো আজ সর্বজনীন রূপ নিয়েছে।

পুজো কমিটির প্রবীণ সদস্য মাখন মহন্ত বলেন, 'প্রথমে স্থানীয় কারিগর দিয়ে প্রতিমা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে আবার স্বপ্নাদেশ আসে—বোল্লা মায়ের আদলেই প্রতিমা গড়তে হবে। এরপর বোল্লার কারিগরদের হাতেই প্রতিমা তৈরির চল শুরু হয়। আজও বংশপরম্পরায় তাঁরাই সাড়ে সাত হাত উচ্চতার প্রতিমা গড়ে চলেছেন।' অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে এই পুজোর রীতি। মঙ্গলবার রাতে কালীপুজো সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার পার্শ্ববর্তী পুকুরে নিয়ম মেনে বিসর্জন হবে। পুজো কমিটির সম্পাদক শংকর মহন্ত জানান, চারদিন ধরে চলবে মূল মেলা। তার পরেও কয়েকদিন ধরে বসে ভাঙা মেলা। এই মেলায় কাঠের আসবাব, কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র, ঘর সাজানোর নানা সামগ্রীর বিশেষ সমাহার দেখা যায়। পুরাতন মালদা, কালিয়াগঞ্জ সহ গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন। আগে স্কুল মাঠে পুজো হলেও, মেলার আকার বাড়ায় এখন রাজুয়া হাটখোলাতেই পুজো ও মেলা হয়। রাজুয়া, ধর্মপুর ও রহতুল—এই তিন গ্রামের উদ্যোগে শুরু হওয়া পুজো আজ গ্রামের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহু মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

অ্যাম্বুল্যান্স না পেয়ে হয়রানি

কোনওটা নষ্ট তো কোনওটা শিবিরে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : এমনিতেই প্রয়োজনের তুলনায় অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা কম। তার ওপর কোনওটা নষ্ট, কোথাও আবার সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার হচ্ছে শুধু স্বাস্থ্য শিবিরের জন্য। ফলে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিতে গিয়ে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলার সাধারণ মানুষকে।

শুধু তাই নয়, গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চাদের অন্যত্র রেফার করলে '১০২ অ্যাম্বুল্যান্স' পরিষেবা পাওয়ার পদ্ধতিতেও অনেক জটিলতা রয়েছে বলে অভিযোগ। অনেকেরই আবার সেই পদ্ধতি জানা নেই। এই যেমন রায়গঞ্জ থানার বিশাহার গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার আলি বলেন, 'আমার ভাইপোর এক মাসের শিশু জ্বর, শ্বাসকষ্ট সহ একাধিক উপসর্গ নিয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। নিশ্চয়যান না পেয়ে জমি বন্ধক রেখে ৩২ হাজার টাকা দিয়ে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হয়।'

যদিও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং প্রশাসন জানিয়েছে, বিষয়টি নজরে এসেছে। অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পাওয়ার বিষয়টি কীভাবে আরও সরলীকরণ করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং রায়গঞ্জ পুরসভার অধীনে মোট নয়টি সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। যা জেলার নয়টি ব্লক এবং চারটি পুরসভার মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই কম। যার ফলে প্রতিনিয়ত সমস্যা পড়তে হচ্ছে রোগীদের।

২০১৮ সালে রায়গঞ্জ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল মেডিকেল কলেজে উন্নীত হয়। তবে সেখানে অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ সূত্রে খবর, সেখানে মাত্র একটি সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স আছে। যা রোগী আনা নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়

> আমার বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হলে বারবার ফোন করেও সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স পাইনি। পরে বাধ্য হয়ে ১৭০০০ টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।
>
> **আশরাফুল হক**
> হেমতাবাদের বাসিন্দা

না। মূলত ব্যবহার হয় বিভিন্ন ধরনের রক্তদান শিবির সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য শিবিরের কাজে। এছাড়া, গর্ভবতী ও শিশুদের জন্য মেডিকেল কলেজে আটটি '১০২ অ্যাম্বুল্যান্স' এবং নয়টি মাতৃযান (নিশ্চয়যান) রয়েছে। তবে তা অন্য রোগীরা ব্যবহার করতে না পারায় তাঁদের গাঁটের কড়ি খরচ করে গাড়ি ভাড়া করে মেডিকেলে আসতে হয়। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায়ের কথায়, 'মা এবং নির্দিষ্ট বয়সের (সরকারি নিয়ম অনুসারে) শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাম্বুল্যান্স আছে। কখনও আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্সকে আমরা আলাদা করে লিখিত নির্দেশ দিই। সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই রোগী পরিষেবা দেওয়া হয়।'

মেডিকেল কলেজের বাইরেও পুরসভা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে বেশকিছু অ্যাম্বুল্যান্স আছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পাঁচটি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেয় বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে।

প্রসূতি এবং গর্ভবতী ও বাচ্চাদের জন্য জেলাজুড়ে আরও ৮৫টি নিশ্চয়যান, ২৭টি '১০২ অ্যাম্বুল্যান্স' আছে। এদিকে, রায়গঞ্জ পুরসভার হাতে তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। যার মধ্যে একটি দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। আর বাকিগুলো পুর এলাকার বাইরেও পরিষেবা দিয়ে থাকে। কিন্তু দুটো অ্যাম্বুল্যান্সের পক্ষে সব রোগীকে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে জেলার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ সকলে। বাসিন্দারা অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'আরও অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।' এখন কবে অ্যাম্বুল্যান্স সংখ্যা বাড়ানো হয়, সেটাই দেখার।

হেমতাবাদ থানার বাহারাইলের আশরাফুল হক বলেন, 'আমার বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হলে বারবার ফোন করেও সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স পাইনি। পরে বাধ্য হয়ে ১৭০০০ টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।'

বস্ত্র মন্ত্রালয়
MINISTRY OF TEXTILES
রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা এজেন্সী
National Testing Agency
রাষ্ট্রীয় ফ্যাশন প্রৌদ্যোগিকী সংস্থান
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি
নিফট আইন ২০০৬ দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান
নিফট (NIFT) ভর্তি ২০২৬
স্নাতক প্রোগ্রাম
স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম
ডক্টরাল প্রোগ্রাম
রেজিস্ট্রেশন চলছে
রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৬ই জানুয়ারি ২০২৬
UG/PG-এর প্রবেশিকা পরীক্ষা ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬
অনলাইনে আবেদন করুন
https://nift.ac.in
https://exams.nta.nic.in/niftee/
পরীক্ষাকেন্দ্র সারা ভারতের ১০০টি শহরে
cbc21354/12/0006/2526

DESUN HOSPITAL
B.Sc & GNM NURSING
(Kolkata & Siliguri)
DIRECT ADMISSION
- GNM Nursing Eligibility: Passed 10+2 with English (40% in aggregate)
- B.Sc Nursing Eligibility: Passed 10+2 Appeared in JENPAS-UG 2025 or NEET-UG, 2025.
Last Date 31.12.2025
Call : 90 5171 5171
www.desunnursing.in
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)
Approved by: INC • WBNC • WBUHS

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা পিন্টু মান্না - কে 17.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 67G 82066 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে ডিয়ার লটারি আশার আলো নিয়ে এসেছে, যখন আমার এটির খুবই প্রয়োজন ছিল। এটি আমায় স্বপ্নে বিশ্বাস করতে সাহায্য করেছে এবং আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে আমার পরিবারের জন্য এক সুখি জীবন উপহার দিতে। আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে সত্যি খুবই ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ পৌষ ১৪৩২

গোপন কথাটি...

বিখ্যাত কবি বহুকাল আগে বলে গিয়েছেন, নামে কী আসে যায়। কিন্তু আজকাল বারবার প্রমাণ হচ্ছে, নামে অবশ্যই অনেক কিছু যায় আসে। বিশেষ করে যদি সেই নাম কোনও মতাদর্শগত পরিচয়কে তুলে ধরার প্রয়োজনে হয়। এমনটাই হয়েছে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে। মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন প্রথম ইউপিএ সরকার ২০০৫ সালে গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের কাজের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করেছিল মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট।

লোকমুখে গত ২০ বছর ধরে সেই প্রকল্প মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজ নামে বহুল প্রচলিত। এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নাম বদলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রস্তাবিত নতুন নামটি হল- বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)। সংক্ষেপে ভিবি জি রাম জি। আরও একটু মাজাঘষা করলে জি রাম জি হয়ে উঠবে নতুন বিলের নাম।

মহাত্মা গান্ধির বদলে রামের ছোঁয়ায় সরকারি প্রকল্পের এই নামকরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব সহ একাধিক বিরোধী পক্ষের অভিযোগ, মনরেগা থেকে তাঁর নাম বাদ দিয়ে গান্ধিজি ও তাঁর আদর্শকে অপমান করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

রাহুলের অভিযোগ, মনরেগা গোড়া থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চক্ষুশূল। তিনি দুটি জিনিসকে ঘৃণা করেন। একটি মহাত্মা গান্ধির আদর্শ, অপরটি গরিবদের অধিকার। মনরেগায় রাজ্যের কোটি কোটি টাকা বকেয়া মেটানোর পরিবর্তে গান্ধিজির নাম বদলানোর চেষ্টাকে বাংলা ও বাঙালি বিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছে তৃণমূল। মনরেগাকে পদ্ধতিগতভাবে দুর্বল করার চক্রান্ত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছে জোড়াফুল শিবির।

তবে যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে নতুন বিলটি সংসদে পেশ করে কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দাবি করেছেন, গান্ধিজির রামরাজ্য স্থাপনের ভাবনাই বলা আছে জি রাম জি বিলে। প্রকল্পে ১০০-র বদলে বছরে ১২৫ দিন গরিবরা কাজ পাবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু গান্ধিজির নাম সরিয়ে রামের নামে বিলটিকে বৈতরণি পার করতে গিয়ে মোদি সরকার আসলে রাজ্যগুলির ওপর বছরে ৫৫ হাজার কোটি টাকার বেশি আর্থিক দায় চাপিয়ে দিচ্ছে।

এতদিন মনরেগায় মজুরির পুরো দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রের। নতুন বিলে সেটা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ৬০ ও ৪০ শতাংশে ভাগাভাগি করে দেওয়ার প্রস্তাব আছে। এই পদক্ষেপে কেন্দ্রের কিছু সাশ্রয় হবে ঠিকই। কিন্তু রাজ্যগুলির কাঁধে যে ৪০ শতাংশ আর্থিক দায় চাপানো হচ্ছে, সামাল দেওয়ার দিশা দেখাতে পারেননি শিবরাজ। দেশপ্রেমের মোড়ক নয়তো হিন্দুত্বের প্রলেপ দিয়ে মানুষের নজর ঘোরাতে গেরুয়া শিবিরের পুরোনো কৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে এতে।

কিছুদিন আগে সংসদে বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ নিয়ে বিতর্কে সাধারণ মানুষের কী লাভ হল, সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যা মেলেনি। মনরেগায় মহাত্মা গান্ধির বদলে জি রাম জি এনে নামকরণে একদিকে হিন্দুত্বের বীজ বপন করা হয়েছে, অন্যদিকে গান্ধিজিকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা স্পষ্ট হয়েছে। ভারতীয় জনমানসে স্থান পেতে গান্ধিজি, সর্দার প্যাটেল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আঁকড়ে ধরলেও জওহরলাল নেহরুকে নতুন প্রজন্মের সামনে খলনায়কে পরিণত করতে প্যাটেল-নেতাজির সঙ্গে তাঁর বিরোধ খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে।

বাস্তবে কিন্তু দেশপ্রেম, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে ওই তিনজনের অবস্থানগত মিলগুলিকে ব্রাত্য করে রেখে দেওয়া হচ্ছে। আশঙ্কা হয়, রামনামের শরণ নিয়ে গান্ধিজিকে মুছে ফেলার ঔদ্ধত্য দেখানোর পর আগামীদিনে প্রয়োজন ফুরোলে প্যাটেল, নেতাজিকেও কি মুছে ফেলা হবে? আরএসএসের হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তানের আদর্শকে বাস্তবের রূপ দিতে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির সরকার।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

নামবদল, ছবিতে রাজনীতির আত্মপ্রচার

যেদিকে দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে উন্নয়নের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে নেতার আত্মপ্রচার আর প্রতীকের আড়ম্বর।

নীহারিকা সরকার

এআই।

রাজনীতিতে প্রতীক বা ইশারার গুরুত্ব অপরিসীম, একথা নতুন নয়। কিন্তু যখন সেই প্রতীক বা লোকদেখানো আড়ম্বরই আসল কাজের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। সম্প্রতি ভারতীয় রাজনীতিতে যে বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠেছে, তা হল 'একচ্ছত্র আধিপত্য' ও প্রবল আত্মপ্রচার। এর সর্বশেষ উদাহরণ হল মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব। শোনা যাচ্ছে, এর নতুন নাম হতে চলেছে— 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)'। সংক্ষেপে ভিবি-জি রাম জি। নামটি খেয়াল করলে দেখা যাবে, এর মধ্যে 'মহাত্মা গান্ধি'র নাম তো নেই-ই, বরং এমন একটি আদ্যক্ষর বা অ্যাক্রোনিম তৈরি করা হয়েছে যা উচ্চারণে 'জি রাম জি'-র মতো শোনায়। বিরোধীরা বলছেন, এটি কৌশলে ধর্মীয় ভাবাবেগ উসকে দেওয়ার এবং একইসঙ্গে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলার একটি প্রয়াস। কিন্তু শুধু নামবদল নয়, এর গভীরে রয়েছে এক গভীর রাজনৈতিক অসুখ— যার নাম নিজেকে জাহির করা, সবকিছুতেই ধর্মীয় রং দেওয়া এবং ইতিহাসকে নিজের মতো করে নতুন মোড়কে পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষা।

নামবদল নাকি প্রচারের কৌশল?

যে কোনও সরকারি প্রকল্প বা শহরের নামবদল আদতে প্রশাসনিক কাজের অংশ হতে পারে, কিন্তু ভারতে এটি এখন রাজনৈতিক পেশিশক্তি প্রদর্শনের হাতিয়ার। মহাত্মা গান্ধির নামাঙ্কিত একটি প্রকল্প, যা গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত, তার নাম বদলে ফেলা কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। এর আগেও আমরা দেখেছি মুঘলসরাই জংশনের নাম বদলে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন করা হয়েছে। এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ। ফৈজাবাদ হয়েছে অযোধ্যা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে 'সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ'-এর কথা। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই নামবদলের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হল পুরোনো স্মৃতি মুছে ফেলে বর্তমান শাসকদের আদর্শগত আইকনদের প্রতিষ্ঠা করা। প্রধানমন্ত্রীর নিজের নামে স্টেডিয়ামের নামকরণ নিজেকে জাহির করার এক চরম নিদর্শন। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে কোনও জীবিত রাষ্ট্রনেতার নামে স্টেডিয়াম বা বড় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ সচরাচর দেখা যায় না, যা একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই গণ্য হত একসময়। কিন্তু এখন সেটাই 'নিউ নর্মাল' বা নতুন দস্তুর।

মনীষী ছোট, নেতা বড় : হোর্ডিংয়ের নতুন ব্যাকরণ

বর্তমান রাজনীতির প্রচারসর্বস্বতার সবচেয়ে দৃষ্টিকটু দিকটি ফুটে ওঠে রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাগানো বিশাল সব হোর্ডিং আর ব্যানারে। রবীন্দ্র জয়ন্তী হোক বা নেতাজির জন্মদিন, কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবস— শহরের বুকে টাঙানো ব্যানারগুলোর দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। দেখা যায়, যে মনীষীকে শ্রদ্ধা জানাতে এই হোর্ডিং, তাঁর ছবিটাই এক কোণে কোনওমতে জায়গা পেয়েছে, অনেকটা স্ট্যাম্প সাইজের ছবির মতো। আর ব্যানারের বাকি ৭০ শতাংশজুড়ে জ্বলজ্বল করছে বর্তমান নেতার বা নেত্রীর বিশাল হাসিমুখের ছবি। শ্রদ্ধা জানানোর ভঙ্গিটি এমন, যেন নেতা ওই মনীষীকে ধন্য করছেন! রবীন্দ্রনাথ বা নেতাজির চেয়েও আজকের নেতাদের মুখ বড় করে দেখানোর এই যে প্রবণতা, তা কেবল অসৌজন্য নয়, বরং এক ধরনের মানসিকতার প্রতিফলন—যেখানে বোঝানো হচ্ছে, 'আমিই এখন সব, ইতিহাস আমার পেছনে'। এই সংস্কৃতি এখন সব দলের মধ্যেই সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

নিজেকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরার সম্ভবত সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিল কোভিড টিকাকরণের শংসাপত্র বা সার্টিফিকেটে প্রধানমন্ত্রীর ছবি। বিশ্বের আর কোনও দেশে— তা সে আমেরিকা হোক বা ব্রিটেন, চিন হোক বা রাশিয়া—রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি টিকার সার্টিফিকেটে ব্যবহার করা হয়নি। অতিমারি চলাকালীন যখন মানুষ অক্সিজেনের অভাবে ধুঁকছে, তখন টিকার সার্টিফিকেটে নেতার হাস্যোজ্জ্বল ছবি এক অদ্ভুত বৈপরীত্য তৈরি করেছিল।

একই দোষে দুষ্ট মমতা ও তৃণমূলও

পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসও এই একই 'ব্র্যান্ডিং'-এর রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সরকারি স্কুল থেকে শুরু করে হাসপাতাল, এমনকি নীল-সাদা রঙে রাঙানো শহরের প্রতিটি কোণ—সবই যেন এক ব্যক্তির বা এক দলের অস্তিত্বের জানান দেয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর না করে 'স্বাস্থ্যসাথী' চালু করার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যুক্তি যেমন আছে, তেমনই আছে রাজনৈতিক 'ক্রেডিট' নেওয়ার লড়াই। প্রকল্পের সুবিধা মানুষ পাচ্ছে কি না, তার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়ায়—প্রকল্পের কার্ডে ছবি কার থাকছে? মমতার সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের হোর্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিশাল ছবি এবং 'দিদির দূত'-এর মতো কর্মসূচি প্রমাণ করে যে, এখানেও দলের চেয়ে ব্যক্তি বা 'সুপ্রিমো'র ভাবমূর্তিই শেষকথা। কোভিডের সময় বা র‍্যাশন বণ্টনের সময় প্যাকেটের ওপর কার ছবি থাকবে, তা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত আমরা দেখেছি। এই সংঘাত আদতে উন্নয়নের নয়, এই সংঘাত 'ইমেজ' তৈরির। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নীল-সাদা ব্যানারে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি অনেক সময় এতটাই বড় থাকে যে, বিজ্ঞাপনের মূল বিষয়বস্তুই ঢাকা পড়ে যায়। প্রশাসনিক বৈঠকগুলোও এখন লাইভ টেলিকাস্ট হয়, যেখানে আমলাদের ভর্ৎসনার দৃশ্য জনসমক্ষে আসে—এটিও একধরনের 'পারফরমেন্স পলিটিক্স' বা জনমোহিনী রাজনীতি।

অন্যান্য রাজ্যের চিত্র

উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর শাসনকালে আমরা দেখেছি তিনি কীভাবে নিজের এবং দলীয় প্রতীক হাতির বিশাল সব মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। তখন জনগণের করের টাকায় নিজের মূর্তি গড়া নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়েছিল। মায়াবতী যুক্তি দিয়েছিলেন, দলিত আইকনদের সম্মান জানাতেই এই পদক্ষেপ। অথচ সেই সম্মান জানানোর প্রক্রিয়ায় নিজের মূর্তি স্থাপন কি বাড়াবাড়ি ছিল না? অন্ধ্রপ্রদেশ বা তেলেঙ্গানার দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেখানেও ওয়াইএসআর রেড্ডি বা এনটি রামা রাও-এর নাম ও মূর্তি নিয়ে রাজনীতি তুঙ্গে। জগনমোহন রেড্ডি ক্ষমতায় আসার পর অন্ধ্রপ্রদেশের অধিকাংশ প্রকল্পের নাম পালটে নিজের বাবা ওয়াইএসআর-এর নামে করে দিয়েছিলেন। আবার চন্দ্রবাবু নাইডু ক্ষমতায় এলে সেই নামগুলো মুছে ফেলার তোড়জোড় শুরু হয়। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার 'আম্মা' ব্র্যান্ডিং ছিল কিংবদন্তিতুল্য। আম্মা ক্যান্টিন, আম্মা ওয়াটার, আম্মা সিমেন্ট—সবকিছুতেই ছিল তাঁর মুখ।

পি-আর মেশিনারি এবং সত্যের আড়াল

আজকের রাজনীতিতে 'পারসেপশন' বা ধারণা তৈরিই আসল খেলা। এজন্য নিয়োগ করা হয় কোটি কোটি টাকার পি-আর এজেন্সি। একেকটি প্রকল্পের নাম এমনভাবে ঠিক করা হয়, যাতে তা চটুল হয় এবং সোজা ভোটারের মনে দাগ কাটে। 'স্বচ্ছ ভারত', 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও', 'কন্যাশ্রী', 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'— প্রতিটি নামের পেছনে রয়েছে সুচিন্তিত ব্র্যান্ডিং। সমস্যা হল, এই ব্র্যান্ডিংয়ের চক্করে আসল কাজ অনেক সময় ঢাকা পড়ে যায়। গঙ্গা সাফাই অভিযানের নাম বদলে 'নমামি গঙ্গে' হয়েছে, হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কিন্তু গঙ্গার জল কি সত্যিই নির্মল হয়েছে? ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম বদলে 'ভিবি-জি রাম জি' করলেই কি গ্রামের মানুষের বকেয়া মজুরি মিলবে? নাকি এটি কেবল আরেকটি রাজনৈতিক চাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে?

জনসেবা বনাম জনমোহিনী

আগে সরকারি প্রকল্পগুলো হত মহাপুরুষদের নামে বা নিরপেক্ষ কোনও নামে, যাতে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে সবাই তাকে আপন ভাবতে পারে। কিন্তু এখন প্রকল্পগুলো হয়ে উঠেছে নির্দিষ্ট দলের বা নেতার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' বা 'বাংলার বাড়ি'—নাম যাই হোক, টাকাটা কিন্তু সাধারণ মানুষের করের। অথচ রাজনৈতিক দলগুলো এমন ভাব করে যেন তারা নিজেদের পকেট থেকে এই সুবিধা দিচ্ছে। এই 'ক্রেডিট' নেওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় বলি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সুস্থ সম্পর্ক। কেন্দ্র টাকা আটকে রাখছে কারণ রাজ্য তাদের নাম ব্যবহার করছে না, আবার রাজ্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করছে না কারণ তাতে প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগাতে হবে—এই দড়ি টানাটানিতে সাধারণ মানুষ পিষ্ট হচ্ছে।

'ভিবি-জি রাম জি' হয়তো একটি নামমাত্র, কিন্তু এটি সেই গভীর অসুখের লক্ষণ যেখানে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সৌজন্যবোধকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক লাভের জন্য। আত্মপ্রচার যখন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হয়ে দাঁড়ায়, তখন নাগরিকরা আর 'প্রজা' থাকে না, তারা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক পণ্যের 'ভোক্তা'। আগামীদিনে এই প্রবণতা যদি না কমে, তবে ভারতীয় গণতন্ত্রের বহুত্ববাদী চরিত্রটিই সংকটের মুখে পড়বে।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৯৫২

পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৮৩

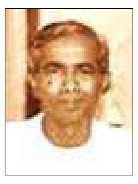

আজকের দিনে প্রয়াত হন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

আলোচিত

আমাকে তো আমার যা আয়ু, তার থেকে বেশিবার মারা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। আবার বেঁচেও এলাম। হয়তো ভুল হয়ে গিয়েছে। ক্ষমা করবেন। এবার আপনারা আমার মৃত্যু ঘোষণা করলেই আমি কথা দিচ্ছি, মরে যাওয়ার চেষ্টা করব। অন্তত আপনাদের মান রাখতে।

- নচিকেতা

ভাইরাল/১

বিয়েতে লাখ টাকার বাজি প্রদর্শন এখন টক অফ দ্য টাউন। ইন্দোরের এক বিধায়ক ছেলের বিয়েতে আতশবাজি পোড়ানোয় ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। এতে রাতের আকাশে আলোর রোশনাই মায়াবি রূপ ধারণ করে।

ভাইরাল/২

সবকিছু আমরা সমাজমাধ্যমে শেয়ার করি। সেটাই কাল হল দম্পতির। মুম্বইয়ের বান্দ্রা-ওরলি সি লিংকে নিজেদের ল্যাম্বারগিনি ২০০ কিলোমিটার স্পিডে চালাচ্ছিলেন তাঁরা। অন্য গাড়িগুলিকে ওভারটেক করছিলেন। সেই ভিডিও শেয়ার করতেই পুলিশ গাড়িটি হেপাজতে নিয়েছে।

জনমন
জনমত

রিল ভিডিও'র অবাঞ্ছিত শব্দে বিরক্তি

ট্রেনের কামরায় আজকাল আর শুধু চাকার শব্দই শোনা যায় না, শোনা যায় হঠাৎ হঠাৎ রিল ভিডিও'র বাজনা, ডায়ালগ আর আওয়াজ। যাত্রাপথ যত দীর্ঘ, মানুষের অস্থিরতা যেন তত বাড়ছে আর সেই অস্থিরতার সহজতম বহিঃপ্রকাশ মোবাইল খুলে যত্রতত্র রিল দেখা।

কিন্তু সমস্যা হল, যারা দেখছে তাদের মতো বাকিরা একই মুডে নেই। কেউ বই পড়ছে, কেউ ঘুমোতে চাইছে, কেউ দিনের ক্লান্তি নামিয়ে আনছে, কেউ বা শুধু জানলার বাইরে তাকিয়ে নিজের মতো সময় কাটাতে চাইছে। সেই শান্ত পরিবেশে আচমকা জোরে রিল চালালে অন্যদের ব্যক্তিগত পরিসর ভেঙে যায়।

সামাজিক জায়গায় শব্দের নিয়ন্ত্রণ একটা দায়িত্ব, এটা বোঝানোই হয়তো জরুরি। ট্রেন ব্যক্তিগত ঘর নয়, যেখানে ইচ্ছেমতো আওয়াজ তোলা যায়। এক কামরায় অনেক মানুষ, অনেক প্রয়োজন, অনেক মন। সেখানে রিল ভিডিও'র অবাঞ্ছিত শব্দ বিরক্তি তো তৈরি করেই, কখনো-কখনো ঝগড়া বা তর্কেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সমাধানও কঠিন নয়, অন্তত ইয়ারফোন ব্যবহার করা অথবা শব্দ কমিয়ে দেখা। এতে নিজেরও সুবিধা, অন্যরাও শান্তিতে থাকতে পারে। যাত্রা তখন আর যন্ত্রণা হয়ে ওঠে না, বরং সবাই মিলে ভাগ করে নেওয়া এক ছোট্ট, নীরব, ভদ্র জায়গা হয়।

পরিবর্তন ছোট হলেও প্রভাব বড়-শব্দ কমলে বিরক্তি কমে, যাত্রা সুন্দর হয়। তাই বলব, রিল দেখো ইচ্ছেমতো, শুধু শব্দটা নিজের মধ্যে রাখো।

দীপাঞ্জন হালদার
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি—৭৩৪০০১

ই—মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

শান্তিপ্রিয় এক গায়কের ভাবনা ও আজকাল

জন লেননের গান একসময় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। নতুনভাবে ফের জড়ানো প্রয়োজন।

উৎপল সরকার

বিশ্ব ইতিহাসের এক অস্থির সময়ে জন্ম নিয়েছিলেন জন লেনন। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে তুলেছে, তখনই তিনি পৃথিবীর আলো দেখেন। যুদ্ধ, ব্যবসায়ীদের লোভ, সামরিক আগ্রাসন ও মানবসভ্যতার গভীর বিভাজনের মধ্য থেকে উঠে এলেন এমন এক শিল্পী, যিনি বিশ্বের কাছে শান্তির সবচেয়ে শক্তিশালী কণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। লেনন কেবল বিখ্যাত গায়ক নন; তিনি ছিলেন মানবতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া স্বপ্নদ্রষ্টা, যিনি গানকে ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে।

চশমা পরা, গিটার হাতে দাঁড়ানো জন লেননকে মনে পড়লে আজও প্রথমেই ভেসে ওঠে তাঁর অমর সৃষ্টি 'ইমাজিন'-এর একটি গান যা শুধু সুর বা কবিতা নয়, বরং একটি পৃথিবীর স্বপ্ন যেখানে যুদ্ধ নেই, সীমান্ত নেই, ধর্ম নেই, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের বিভাজন নেই। তাঁর গান 'গিভ পিস আ চান্স', 'ওয়ার ইস ওভার' বা 'লাভ মি ডু'- সবই এক অর্থে সময়ের উন্মাদনার বিরুদ্ধে উচ্চারিত মানবতার ঘোষণা।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের উত্তাল সময়ে লেনন পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন যুদ্ধবিরোধী শক্তির প্রতিনিধি হয়ে। আমেরিকার ৩৬তম রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন যখন যুদ্ধকে আরও প্রসারিত করে তুলছিলেন, সেই ভয়াবহতার বিপরীতে লেননের অবস্থান ছিল স্পষ্ট- যুদ্ধ নয়- মানুষ; আগ্রাসন নয়- শান্তি। তাঁর 'বেড-ইন ফর পিস' ছিল তৎকালীন বৈশ্বিক রাজনীতির বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদ। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থেকেও তিনি শিল্পের মাধ্যমেই তুলে ধরে ছিলেন একটি যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য- মানুষের জীবন যুদ্ধের চেয়ে মূল্যবান।

জন লেনন।।

লেননের গান ও জীবন এমন একসময়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল, যখন পৃথিবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি। শীতল যুদ্ধ, উপনিবেশবাদের পতন, নয়া উদারনীতির উত্থান, অস্ত্র প্রতিযোগিতা- সব মিলিয়ে বিশ্বব্যবস্থা তখন উত্তাল। এমন সময়ে লেননের গান মানুষের মনে তৈরি করেছিল আশার আলো; বলেছিল- শান্তি মানে দুর্বলতা নয়, বরং মানুষের শক্তি। আজকের পৃথিবীতেও লেনন সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নিউইয়র্ক টাইমসের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মার্কিন প্রশাসন ভেনেজুয়েলায় সিআইএ'কে গোপন সামরিক অভিযান চালানোর অনুমতি দিয়েছে এবং ক্যারিবিয়ানে ১৫ হাজার সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। সরকারি দাবি এটি মাদকবিরোধী অভিযান হলেও বাস্তবে আমেরিকার ৭০ শতাংশ নাগরিকই এর বিরোধিতা করছেন। ১৯৮০ সালের ৮ ডিসেম্বর জন লেননের মৃত্যু ঘটে আততায়ীর গুলিতে। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া চিন্তা ও স্বপ্ন আজও জীবন্ত। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করে গিয়েছেন, পৃথিবীতে এখনও অসংখ্য মানুষ আছেন যাঁরা শান্তির পক্ষে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে প্রস্তুত। শিল্পীকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তার ভাবনা ও সৃষ্টিকে দমন করা যায় না।

চল্লিশ বছরের স্বল্প জীবনে জন লেনন যা রেখে গিয়েছেন, তা কেবল সংগীতের ঐতিহ্য নয়; বরং একটি দৃষ্টিভঙ্গি- মানবিক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তব করার সাহস। আজ যখন নতুন করে যুদ্ধের আগুন পৃথিবীর নানা প্রান্তে জ্বলছে, তখন লেননের কণ্ঠ যেন আবার মনে করিয়ে দেয়- 'শান্তিকে একটি সুযোগ দাও।'

(লেখক স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২১

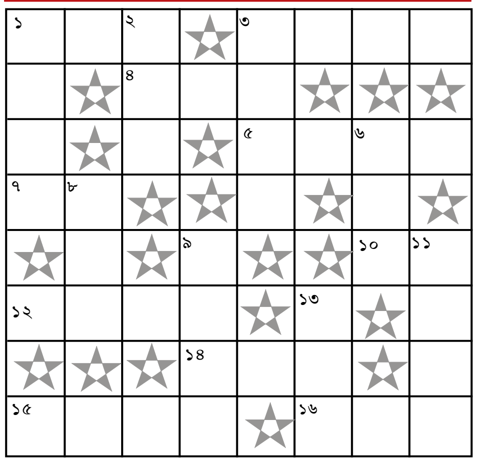

পাশাপাশি : ১। গোলাকার, ছোট চাকা বা ডিস্কের মতো দেখতে ৩। সেবা করা ভালোবেসে ও আদর করে ৪। এলাকা বা অঞ্চল ৫। ছিনতাই বা রাহাজানি, প্রতারণামূলক অপরাধ ৭। কোটির একশোর এক ভাগ ১০। ফলের নাম ১২। শোনার জন্য উদগ্রীব ১৪। উল ১৫। দেবতার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার প্রদীপ ১৬। একশোর কম।

উপর-নীচ : ১। বাড়ির চতুর্থ তল ২। প্রজাপতি ৩। কেলেঙ্কারি, ঝামেলা বা ফ্যাসাদও হতে পারে ৬। সত্যজিৎ রায়ের ডাক নাম ৮। মাটির নীচ থেকে কিছু তোলার জন্য গর্ত করা ৯। রামায়ণের রাম ১১। মাপ অনুযায়ী ১৩। হেমন্তকালের ধান।

সমাধান ■ ৪৩২০

পাশাপাশি : ২। পর্ণমোচি ৫। পদাঙ্ক ৬। আগদুয়ার ৮। বাপু ৯। ঘানি ১১। মঙ্গলঘট ১৩। আহূত ১৪। নাদাপেটা।

উপর-নীচ : ১। রূপতৃষ্ণা ২। পঙ্ক ৩। মোরগ ৪। অমর ৬। আপু ৭। দুলুনি ৮। বান্ডিল ৯। ঘাট ১০। পাটাতন ১১। মইসা ১২। ঘনাদা ১৩। আটা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

সংসদের বিজ্ঞপ্তি

উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারে প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। আনসার কি চ্যালেঞ্জ করা যাবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, জানিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

কাঁথিকে শোকজ

কাঁথি পুরসভাকে শোকজ করল পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। পুরসভার বিরুদ্ধে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছোনো সহ একাধিক ক্ষেত্রে অবহেলার অভিযোগ ওঠার কারণেই এই পদক্ষেপ।

সোনালির সাক্ষাৎ

১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ থেকে ফেরত আসা সোনালি বিবির সঙ্গে দেখা করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনালিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছিল পুলিশ।

ঝুপড়িতে আগুন

নিউটাউনে ইকোপার্কের কাছে এক ঝুপড়িতে বুধবার সন্ধ্যায় আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। বাঁশ, ত্রিপলের মতো জিনিস থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে বলেই অনুমান।

কুয়াশা যখন... বুধবার নদিয়ায়। -পিটিআই।

মতুয়া এলাকায় বাদ বহু হিন্দুর নাম

চাপে বিজেপি, শিবির করবে তৃণমূল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : এই রাজ্যে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে ২০১৯ সাল থেকে প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। তার ফলও তারা হাতেনাতে পেয়েছে। কিন্তু মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ ও রানাঘাট লোকসভা এলাকার ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের ফলে বহু সংখ্যক হিন্দুর নাম বাদ গিয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই মতুয়া সম্প্রদায়ের বলে দাবি তৃণমূলের। এর মধ্যে বনগাঁ লোকসভার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা ও স্বরূপনগরে ৯৭ হাজার ৬৬১ জনের নাম বাদ গিয়েছে। ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫৫ জনের ম্যাপিং অসম্পূর্ণ। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে সবকটি আসনেই এগিয়েছিল বিজেপি।

এই পরিস্থিতিতে মতুয়াদের মধ্যে চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপির পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে এবার মতুয়া এলাকার প্রতিটি বুথে 'মে আই হেল্প ইউ' ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল।

বাগদা বিধানসভা এলাকায় ২০২১ সালেও বিজেপি জয়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালে উপনির্বাচনে এখানে তৃণমূলের প্রার্থী জয়ী হন। কিন্তু এখানেই ২৪ হাজার ২১৫ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রেই সবচেয়ে বেশি ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। এখানে ২৬ হাজার ০৮ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে এবং ৩১ হাজার ২৫৫ জনের ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়নি। বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রে ১৮ হাজার ১৪৩ জনের নাম বাদ গিয়েছে ও ২৯ হাজার ৫১২ জনের ম্যাপিং অসম্পূর্ণ। গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ১৬ হাজার ২২৬ জনের নাম বাদ গিয়েছে ও ৩৮ হাজার ৪৯০ জনের ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়নি। স্বরূপনগর বিধানসভায় সবচেয়ে বেশি ১৩ হাজার ৯ জনের নাম বাদ গিয়েছে। সেখানে ১৭ হাজার ৪৪৩ জনের ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়নি।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এই পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বরূপনগরেই ১৯ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে। অথচ এখানে হিন্দু ভোটারদের নামই বেশি বাদ গিয়েছে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, হিন্দু ভোটারদের নাম এভাবে বাদ যাওয়ার ফলে প্রভাব পড়বে বিধানসভা নির্বাচনে। এই এসআইআর-এর কারণে এই মুহূর্তে তাঁদের চরম আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে তাঁদের পাশে থেকে তৃণমূল ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। তাই প্রতিটি বুথে ক্যাম্প করে বাদ যাওয়া ভোটারদের চিহ্নিত করে ইআরও অফিসে আপত্তি জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'অপরিকল্পিত এসআইআর-এর জন্য মতুয়ারা বিপদে পড়েছেন। তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে বিজেপি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু তাঁদের নামই বাদ গিয়েছে। আমরা এই মতুয়াদের পাশে আছি।'

চর্চায় অরূপের ভাগ্য

অন্তরালে থাকার 'নির্দেশ' মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : যুবভারতীর ঘটনায় পদত্যাগ করার পরও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে নিয়ে বিতর্ক থামছে না। জনমানসে তো বটেই, সরকার ও দলের 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এ নেমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও তৃণমূলের অন্দরমহল অরূপকে নিয়ে সরগরম। প্রকাশ্যে সেইসব না এলেও অরূপ ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু দু'জনেই দলের ভিতরে চাপা সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছেন। বিষয়টি মোটেই পছন্দসই হচ্ছে না দলনেত্রীর। অরূপের বিরুদ্ধে লাগাতার এই সমালোচনায় আবার দলের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নতুন করে ঘি ঢেলেছে। সদ্য বিদেশ ফেরত অভিষেক এই ঘটনায় বলেছেন, 'কয়েকজন বেশি আদিখ্যেতা দেখাতে যা করেছেন তাতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। এই আদিখ্যেতার জন্য তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে।' দলের অন্দরে অরূপকে নিয়ে চাপা এই সমালোচনা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী। তাঁর নির্দেশেই আপাতত এ ব্যাপারে দলকে বার্তা দিতে প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের।

সেইসঙ্গে শত প্ররোচনা সত্ত্বেও অরূপকে এই নিয়ে মুখ না খুলতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে আপাতত সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি না হয়ে তাঁকে স্বাভাবিক ছন্দে বিদ্যুৎ ও আবাসন দপ্তরের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মুহূর্তে সাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে সরকারি তৎপরতা তুঙ্গে। মেলায় বিদ্যুৎ দপ্তরের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেইদিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপকে নির্দেশ দিতে চেয়েছেন।

মন্ত্রিত্ব থেকে সরলেও দায়িত্ব অনেক

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে অরূপ বিশ্বাসকে সরানো হলেও দলের স্বার্থেই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ছেঁটে ফেলা বা অবজ্ঞা করা সম্ভব নয় তৃণমূলের পক্ষে। দীর্ঘ প্রায় এক দশক ধরে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদে থাকা বা অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রিত্ব ছাড়াও দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন অরূপ। একদিকে তিনি যেমন দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সদস্য, তেমনই দলের কোষাধ্যক্ষ। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত আস্থাভাজন হিসেবে যে কয়েকজন মন্ত্রী আছেন, অরূপ তাঁদের অন্যতম। দলের বিধায়কদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ তিনিই করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজস্ব সাংগঠনিক ক্ষমতা যেমন আছে, তেমনই তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাস এই মুহূর্তে টলিউডের কার্যত শেষ কথা। তিনি সিনে টেকনিসিয়ানস ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি ও ভ্রাতৃবধূ জুঁই বিশ্বাস কলকাতা পুরসভার বোরো চেয়ারম্যান। টলিউডের অন্তত ১৪ হাজার টেকনিসিয়ানকে স্বরূপই নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই এই ভোটব্যাংক ধরে রাখতে অরূপের ওপরই ভরসা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবারই অরূপ বিশ্বাসের অনুগামীরা একটি পোস্টার সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাতে লেখা রয়েছে 'দাদা তুমি এগিয়ে চলো, টালিগঞ্জ তোমার সাথেই আছে।' অরূপের ছবি দিয়ে এই পোস্টারে লেখা হয়েছে, '১৩ ডিসেম্বরের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে, ক্ষমতার চেয়েও বড় ন্যায়, পদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মানুষের আস্থা। দাদা, আপনাকে জানাই প্রণাম- আপনার কাছ থেকেই শিখেছি, সত্যের পথে চলাই প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয়।'

জীবন বৃত্তান্ত

- কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু
- ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রীসভা থেকেই তিনি মন্ত্রী
- ক্রীড়া দপ্তর থেকে সরানো হলেও বিদ্যুৎ ও আবাসনের দায়িত্ব এখনও তাঁর হাতেই
- সাংগঠনিক সব দায়িত্বেই রয়েছেন

মদন মিত্র সারদা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ও তাঁর মন্ত্রিত্ব পদ যাওয়ার পর থেকেই ক্রীড়া দপ্তর সামলাচ্ছেন অরূপ। কিন্তু যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অশান্তির পর ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে পড়েই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই পদ থেকে অরূপকে সরিয়ে দেওয়া হলেও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা খর্ব করার কোনও ভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর নেই। এখনও দলের তরফে উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে তিনিই আছেন।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অরূপকে কিছুটা অন্তরালে রাখা হলেও মুখ্যমন্ত্রীর আস্থা তাঁর থেকে সরে যায়নি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে একটি শব্দও এখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খরচ করেননি। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, টালিগঞ্জ এলাকা ছাড়াও যাদবপুর লোকসভার একটি বিস্তীর্ণ এলাকার সাংগঠনিক দেখভাল তিনিই করেন। তাই তাঁকে আপাতত একটি দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও তাঁর অন্যান্য ক্ষমতা একই থাকছে।

শিলিগুড়িতে বাণিজ্য হাব

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে শিলিগুড়িতে শীঘ্রই তৈরি করা হবে ট্রেড অ্যান্ড এক্সপ্লোর সেন্টার। এরকম একটি কেন্দ্র হবে কলকাতাতেও। বুধবার বিকালে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ব্যবসায়ী সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য আরও দুটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মমতা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিদের বিনিয়োগে অথবা উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করার সুবিধার্থে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড এবং একটি পৃথক পোর্টালও চালু করার কথা এদিন তিনি বলেছেন। যেগুলি সমস্যার সমাধান এবং সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা দ্রুত পেতে সাহায্য করবে।

কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনস-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে রাজ্যের ২৩টি জেলার প্রায় ১২ হাজার ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। এখানেই মমতা বলেন, 'এআই আসছে, প্রযুক্তিও বাড়ছে। তবে তার জন্য যাতে রুজি-রোজগার বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। এআই অপারেশন করছে ঠিকই, কিন্তু একটা হিউম্যান টাচ দরকার। এমন কিছু করবেন না, যাতে মানুষের রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে পেটের ক্ষুধা, বড় ক্ষুধা।' এরপরই মমতা বলেন, 'ট্রেড অ্যান্ড এক্সপ্লোর সেন্টারের জন্য আলাদা বিজনেস হাব তৈরি হবে। প্যাকেজিং ও ব্র্যান্ডিংয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। নতুন ওয়েলফেয়ার বোর্ডে প্রতিটি জেলার ব্যবসায়িক সংগঠনগুলি যুক্ত থাকবে।'

ব্যবসায়ীদের স্বার্থে নতুন পোর্টাল তৈরির কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে সরকার বা বিভিন্ন সংস্থার কাজ শেষ করেও ব্যবসায়ীরা সময়মতো টাকা পান না। ফলে তাঁদের আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। এবার ব্যবসায়ীরা কাজ শেষের পর সেই তথ্য ওই পোর্টালে আপলোড করলেই দ্রুত তাঁদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। কারও কোনও অভিযোগ থাকলে তা ওই পোর্টালের মাধ্যমে জানাও যাবে। মনে রাখতে হবে, বেঙ্গল হচ্ছে ইন্ডিয়ার কমার্শিয়াল গেটওয়ে।' আমাদের নামে শুধু বদনাম করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আয়োগ বলছে, এই রাজ্যে ৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমেছে। বাম আমলে কথায় কথায় বনধ হত। আমরা সেই বনধ বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা আসার আগে ৭৫ লক্ষ কর্ম দিবস নষ্ট হয়েছে। এখন একটাও কর্মদিবস নষ্ট হয় না। এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'নোটবন্দি করে দেশের টাকা বাড়েনি। মানুষের হাতে টাকা থাকলেই অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। ২৩ জেলায় ১০টি শপিং মলের উদ্বোধন বৃহস্পতিবারই করা হবে।'

কোন কোন প্রকল্প

- রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে ৯৩ লক্ষ ইউনিট রয়েছে
- সেখানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ সরাসরি যুক্ত রয়েছেন
- আরও ১৫ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী যুক্ত হয়েছেন
- এই রাজ্যে রপ্তানি ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে

শীত অধিবেশন চান না উত্তরের বিধায়করা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : বিধানসভার এবারের শীতকালীন অধিবেশন ডাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এতদিন সব দলের বিধায়ক এসআইআর নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শীতকালীন অধিবেশন ডাকা যাচ্ছে না বলেই খবর ছিল। এমনকি রাজ্য সরকারের তরফে অধিবেশন ডাকা নিয়ে কোনও বার্তাও বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়নি। এরমধ্যে উত্তরবঙ্গের বিধায়করা সরাসরি অধ্যক্ষ বিমানবাবুর কাছে শীতকালীন অধিবেশন এখন না ডাকার জন্য আবেদনও করেছেন।

অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, সরকার এই নিয়ে এখনও কোনও বার্তা পাঠায়নি। উত্তরবঙ্গের বিধায়কদের আবেদন এখনই যেন অধিবেশন

এসআইআর-এর কারণে অধ্যক্ষকে আর্জি

না ডাকা হয়। এখন সবাই এসআইআরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অধিবেশন ডাকা হলে তাঁদের উত্তরবঙ্গ থেকে যাতায়াতেই তিনদিন নষ্ট হবে।

এই অবস্থায় অধ্যক্ষ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ডাকা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। বুধবার বিধানসভার সচিবালয়ের খবর, জানুয়ারিতে অল্প কয়েকদিনের জন্য অধিবেশন ডাকা হলেও হতে পারে। কিন্তু ডিসেম্বরে কিছুতেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আগামী বছর ভোটের বছর। সেক্ষেত্রে মার্চে রাজ্যের বাজেট অধিবেশন ডাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ফেব্রুয়ারিতে অর্ন্তবর্তী বাজেট সরকার বিধানসভায় পেশ করলে তার আগে জানুয়ারিতে অল্প কয়েকদিনের জন্য শীতকালীন অধিবেশন ডাকা সম্ভব নয়। কাজেই এবার বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনই ডাকা সম্ভব হবে না। তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শাসকদল তৃণমূলের সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই শেষ কথা। আপাতত বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের ভবিষ্যৎ তাঁর হাতেই।

পুত্র সহ সেলিম তালিকায় 'ব্রাহ্মণ'

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : খসড়া ভোটার তালিকায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সহ তাঁর ছেলের নতুন পদবি সংযোজিত হতেই কমিশনকে নিশানা করলেন সেলিম। সমাজমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে কমিশনকে কটাক্ষ করেছেন সেলিমের ছেলে অতীশ আজিজ। এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে বুধবার প্রশ্ন তুলতে ছাড়েননি সেলিমও। যদিও কমিশনের যুক্তি, বিষয়টি প্রযুক্তিগত ত্রুটি। এসআইআর বিতর্কের মাঝে এদিনই কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আবেদনকারীর যুক্তি, এসআইআরের ১১তম নথির সংশোধনী হোক রাজ্যে। ২০১০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যের কোনও ওবিসি সার্টিফিকেটকে এসআইআর নথি হিসেবে গণ্য করা যাবে না হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী। ওই ১৪ বছরের ওবিসি শংসাপত্রকে এসআইআর পর্বে যাতে মান্যতা না দেওয়া হয়, তার আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কমিশন পদক্ষেপ করেনি। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি।

সমাজমাধ্যমে একটি স্ক্রিন শট শেয়ার করেছেন অতীশ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, দুজনেরই পদবী অবস্থি। এই বিষয়ে কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার অতীশ বিষয়টি নিয়ে কমিশনকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'মিডিয়া, বিজেপি সবাই মিলে কীসব গল্প দিল যে, এসআইআরের মাধ্যমে মোল্লাদের টাইট দেওয়া হবে। এদিকে দেখছি ইসিআই আমাকে ব্রাহ্মণ বানিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের যুক্তি, কমিশনের মূল ভোটার তালিকায় কোনও ভুল নেই। ইংরেজি থেকে বাংলা তর্জমায় থাকতে পারে। নিয়মানুযায়ী এক্ষেত্রে ৮ নম্বর ফর্ম পূরণ করলে বিপত্তি তৈরির সম্ভাবনা থাকছে না।

মুখ্যমন্ত্রীর বুথে ভোটার মাত্র ৪৯৬

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বুথের ভোটার ৫০০-রও কম। নিখোঁজ অন্তত ১০০। স্বাভাবিকভাবেই বুথের মোট ভোটার আর নিখোঁজ সংখ্যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুথের ভোটাররা এলাকা ছেড়ে গেলেন কোথায়? আর কেনই বা গেলেন?

১৫৯ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের অধীন ২০৭ নম্বর মিত্র ইনস্টিটিউশন (ভবানীপুর শাখা) বুথের ভোটার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসিন্দা মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের কেউ কেউ স্থানান্তরিত হলেও অধিকাংশই এখনও মিত্র ইনস্টিটিউশন বুথের ভোটার।

এসআইআর শুরুর আগে এই বুথের মোট ভোটার ছিল ৬২৩। এবারের তালিকায় মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের বাদ পড়ার পর বুথের ভোটার সংখ্যা কমে হয়েছে ৪৯৬। বাদ পড়েছেন মোট ১২৭ জন। এর মধ্যে মৃত ভোটার ১৩, স্থানান্তরিত হয়েছেন ১৪ জন। বাকি ১০০ জনই কার্যত নিখোঁজ। এখানেই উঠছে প্রশ্ন।

সাধারণভাবে বুথ পিছু ১২০০ ভোটার রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। তার নিরিখে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের মতো এলাকায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বুথে মোট ভোটার ৫০০-র কম। বিরোধীদের মতে, এর পিছনে রাজনৈতিক প্রভাবই দায়ী।

যদিও সংশ্লিষ্ট বুথের তৃণমূলের বিএলএ-র মতে, ওই বুথে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের মতো হাইপ্রোফাইল ভোটাররা থাকায় নিরাপত্তার কারণেই বুথের ভোটার বৃদ্ধি করা হয়নি। তবে কমিশন এর

নিখোঁজ ১০০

ভিতরে বিশেষ কোনও তাৎপর্য দেখছে না।

কমিশনের দাবি, গোটা দক্ষিণ কলকাতা থেকেই ভোটারের সংখ্যা কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। মুখ্যমন্ত্রীর ভবানীপুর কেন্দ্রেই বাদ পড়েছে প্রায় ৪৫ হাজার। বালিগঞ্জের বিধানসভায় ৬৫ হাজারের বেশি, কলকাতা বন্দরে ৬৩ হাজারের বেশি এবং রাসবিহারীতে প্রায় ৪২ হাজার ভোটার বাদ পড়েছে। এবং সব ক্ষেত্রেই স্থানান্তরিত ভোটারের সংখ্যা যথেষ্ট।

এসআইআর আবহে রাজ্যজুড়ে বিতর্কের শেষ নেই। তার মধ্যে এই নতুন তথ্য সামনে আসায় কী প্রভাব পড়ে সেটা সময় বলবে।

এসএসকেএমের সামনে মা ক্যান্টিনে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-পিটিআই।

মা ক্যান্টিনে খোঁজখবর মমতার

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের পর খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন থেকেই নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে কার্যত মাঠে নেমে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। তাঁর কেন্দ্রে প্রায় ৪৫ হাজার ভোটারের নাম বাদ যাওয়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি তাঁর এলাকার কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। বুধবার সরাসরি জনসংযোগে নেমে পড়লেন। এদিন কালীঘাটের বাড়ি থেকে নবান্ন যাওয়ার পথে এসএসকেএম হাসপাতালের সামনে 'মা ক্যান্টিন'-এর সামনে দাঁড়িয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। তখন ওই ক্যান্টিন থেকে ৫ টাকার বিনিময়ে সাধারণ মানুষকে খাবার বিলি করা হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে এগিয়ে যান এবং খাবারের গুণগত মান পরীক্ষা করেন। কারোর কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে তিনি সেখানে থাকা লোকজনের সঙ্গে কথাও বলেন। এসএসকেএম হাসপাতালে আসা বহু রোগীর পরিবারও সেখানে খাবার নিতে এসেছিলেন। তাই ক্যান্টিনে যাতে খাবারের অভাব না হয়, সেদিকে নজর রাখতে তিনি স্থানীয় কাউন্সিলারকে নির্দেশ দেন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ১৯৫৬ ভোটে হেরে গিয়েছিলেন মমতা। এরপর ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে তিনি উপনির্বাচনে জয়ী হন। যদিও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের তিনটি ওয়ার্ডে এগিয়ে গিয়েছিল বিজেপি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ভবানীপুর থেকে প্রার্থী হলে তাঁকে হারানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এরই মধ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর খসড়া তালিকায় দেখা গিয়েছে মমতার নিজের বুথে ১২৭ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ১৩ জন মৃত ভোটার। সব মিলিয়ে তাঁর কেন্দ্রে ৪৫ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভবানীপুরের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন মমতা। এদিনই তিনি কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে নবান্ন যাওয়ার সময় গাড়ির গতি অত্যন্ত কম রেখেছিলেন। গাড়ির কাচ নামিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে হাতও নাড়েন তিনি। এরপরই এসএসকেএম হাসপাতালের সামনে মা ক্যান্টিনে পৌঁছে যান।

আরও ৩ জীবিতকে মৃত ঘোষণায় অস্বস্তিতে কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : হুগলির পর শিলিগুড়ি ও কোচবিহার দক্ষিণের বিএলও এবং বিডিওদের শোকজ করে রিপোর্ট চাইল কমিশন। হুগলির চণ্ডীতলায় তৃণমূলের কাউন্সিলারকে মৃত বলে উল্লেখ করার জন্যে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিএলও এবং এইআরওকে শোকজ করে রিপোট চেয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। তারপরেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে অস্বস্তিতে পড়ল কমিশন।

সম্প্রতি হুগলির চণ্ডীতলার তৃণমূল কাউন্সিলারকে মৃত বলে ঘোষণা করায় তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। খসড়া তালিকার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল সহ সব রাজনৈতিক দল। চাপে পড়ে সংশ্লিষ্ট বিএলওকে শোকজ করেছিল কমিশন। এদিন কার্যত ভুল স্বীকার করে তারই জবাব দিয়েছেন চণ্ডীতলার বিএলও। তবে এরই মধ্যে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির শিবানী পাল ও কোচবিহার দক্ষিণের অশ্বিনী অধিকারী ও শিবানী অধিকারীকে একইভাবে মৃত বলে দেখানোয় অস্বস্তি বেড়েছে কমিশনে। ভুলের দায়ে বিএলও এবং এইআরওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দায় সারতে চেয়েছেন সিইও। এই প্রসঙ্গে এদিন সিইও বলেন, 'এর জন্যে কমিশন বা সিইও দায়ী হতে পারে না। কোথায় কোন বুথে কী হচ্ছে সবটা আমরা দেখতে পাই না। আমরা তো মানুষ। ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটারের মধ্যে দু-তিনটি ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।' তবে একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা শুধু বিএলওর ত্রুটি হতে পারে না। সেজন্যই আমরা সংশ্লিষ্ট এইআরও বা বিডিওর জবাবদিহি চেয়েছি। বিডিওর উচিত ছিল বিএলও'র রিপোর্ট খতিয়ে দেখা। এর ফলে কমিশনের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে কমিশনকে।'

বৃহস্পতিবার থেকেই শুনানির নোটিশ ইস্যু হবে। মূলত ২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে যাঁরা কোনও মিল দেখাতে পারেননি, সেই ৩১ লক্ষ ভোটারদের শুনানির জন্যে ডাকা হবে প্রথম দফায়। এরপর ভোটার তথ্যে গরমিলের কারণে যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করেছে কমিশন, তথ্য যাচাই করে তাঁদের একাংশকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে। তবে সেই সংখ্যা কতটা, তা এদিনও নিশ্চিত করতে পারেনি কমিশন। বরং তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন সিইও বলেছেন, 'ডিজিটাইজেশনের সময় বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলা করতে গিয়ে কোথাও 'বর্মন' 'ভার্মন' হয়ে গিয়েছে। নাম পদবির এই পরিবর্তন কম্পিউটারে অসংগতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এদের নথি দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এদের শুনানির কোনও প্রশ্নই নেই।

৮৫ বছরের বেশি বয়স্ক ও গুরুতর অসুস্থদের যাতে বাড়িতে গিয়ে শুনানি করা যায়, তার জন্যে কমিশনের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন সিইও। একইসঙ্গে শুনানির সময় ইআরওদের সঙ্গেই বিএলওদের রাখতে কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

৭০-৯০ আসনে জিতব : হুমায়ুন

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : নতুন দল নিয়ে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বুধবার বিধানসভার বাইরে বিধায়ক দাবি করলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৭০-৯০টি আসনে জয়লাভ করে তাঁর তৈরি দল সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি জানান, মুসলিমদের অধিকার বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর লক্ষ্য থাকবে মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলি। বিজেপি ও তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে এই জেলাগুলি থেকে বহু মানুষ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন।

সম্প্রতি হুমায়ুন প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। ২২ ডিসেম্বর তাঁর নতুন দল ঘোষণারও কথা রয়েছে। কিন্তু দল ঘোষণার জন্য জনসভা কোথায়

বুধবার হাইকোর্টের সামনে হুমায়ুন কবীর। সংবাদচিত্র।

করা হবে, সেই নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বহরমপুর শহরের টেক্সটাইল কলেজ মোড় ও বিকল্প হিসাবে স্টেডিয়াম মাঠের অনুমতি চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হুমায়ুন। তবে ওই দু'টি জায়গায় একই দিনে জনসভার আবেদন জানিয়ে তা আগে থেকে বুকিং করে রেখেছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, 'আমি ইচ্ছে করলে ২২ ডিসেম্বর বহরমপুর শহর অবরুদ্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু তা করব না। ওইদিন জনসভা করে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকারকে দেখিয়ে দেব। সেই দিন ৪ লক্ষ মানুষের জমায়েত করব।' হুমায়ুন ঘনিষ্ঠদের কথায়, রেজিনগরে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ সংলগ্ন মাঠে জনসভা করতে পারেন বিধায়ক। এদিন তিনি জানান, ওইদিনের জনসভা থেকে ৭৫ জনের জেলা কমিটি ঘোষণা করা হবে। শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের জেলা সভাপতির নামও ওইদিন প্রকাশ্যে আনা হবে।

নির্বাচনে 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি'র ব্যক্তিদের প্রার্থী হিসেবে লড়াই করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও নতুন দল গঠনের রূপরেখাও এদিন স্পষ্ট করেন তিনি। হুমায়ুন বলেন, 'নিয়োগ দুনীতি, বিদ্যুৎ দুর্নীতি, গ্যাসের মুল্যবৃদ্ধির মতো দুর্নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রচার চালাব। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাংলার বাড়ির মতো প্রকল্পগুলির নামে যা যা দুর্নীতি হচ্ছে, সব সাধারণ মানুষের কাছে ফাঁস করে দেব। ওরাই ভোটে সব উত্তর দেবে।'

উত্তরবঙ্গে বেশি খারাপ আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি

সংগঠন দুর্বল, কবুল অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : প্রতিপক্ষের হাল খারাপ, এমন কথা নেতারা বলেই থাকেন। কিন্তু যদি একই কথা দলের নেতার মুখ থেকে বের হয়, তাহলে তার গুরুত্ব আলাদা। তাও যদি আবার সেই নেতাটি হন দলের সাধারণ সম্পাদক। উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে কার্যত বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাপচারিতার ছত্রে ছত্রে বুঝিয়ে দিয়েছেন, উত্তরের জেলাগুলিতে তৃণমূলের সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে তাঁর হতাশা।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ভাষায়, 'উত্তরবঙ্গে যে মাত্রায় সাংগঠনিক তৎপরতা ও আক্রমণাত্মক কাজ করা দরকার ছিল, দল তা করেনি।' এই ব্যর্থতার দায় যে দলেরই, তাও মেনে নেন তিনি। অভিষেক বলেন, 'শুধু নিজেদের সাংগঠনিক কাজে ঘাটতি নয়, বিজেপি যে উত্তরবঙ্গে কার্যত কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেনি, সেই বাস্তবতার প্রচারটাও মানুষের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে তৃণমূল ব্যর্থ হয়েছে।'

সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় সাংগঠনিক এই ঘাটতি আরও বেশি বলে মনে করেন দলের কার্যত সেকেন্ড-ইন কমান্ড। তিনি মেনে নেন নীচুতলায়, ব্লক স্তরে সংগঠনকে সক্রিয় করার কাজ ঠিকভাবে হয়নি। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বুধবার প্রথম উপস্থিত ছিলেন অভিষেক। অধিবেশনের ফাঁকে সংসদে তৃণমূলের কার্যালয়ে নানাবিধ বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার সময় উঠে আসে উত্তরবঙ্গ নিয়ে তাঁর আত্মসমালোচনা।

২০১৯-এর পর থেকে উত্তরবঙ্গে ভালো অবস্থায় নেই তৃণমূল। বাংলায় বিজেপির যেটুকু সাফল্য, তার ভিত তৈরি করে দিয়েছে উত্তরের ৮ জেলাই। এই বাস্তবতার জন্য উত্তরবঙ্গের নেতৃত্বকেই কার্যত কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। স্পষ্ট ভাষায় তিনি স্বীকার করেন, উত্তরবঙ্গে দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে এবং সেই কারণে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্য আসবে, এমন কথাও অভিষেক জোর দিয়ে বলেননি।

তাঁর কথায়, 'প্রতিটা নির্বাচনই চ্যালেঞ্জ। তৃণমূলের ভোটের শতাংশ বাড়াতে হবে, আসন বাড়াতে হবে।' লোকসভায় দলের নেতা অভিষেক বুঝিয়েছেন, পরিস্থিতি বদল ঘটাতে সম্প্রতি ব্লক স্তরে সাংগঠনিক রদবদল ঘটানো হয়েছে। কিন্তু তাতেই নির্বাচনে সাফল্য আসবে- এমন আশা সম্ভবত তিনি করছেন না। যদিও তিনি বলেন, ব্লক স্তরে সাংগঠনিক পরিবর্তনের প্রভাব আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে বলে দল আশাবাদী। তবে একথাও তিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করেন যে, 'উত্তরবঙ্গে ভোটে জিততে হলে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা ছাড়া কোনও বিকল্প নেই।'

সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর ওই আলাপচারিতায় উঠে আসে মেসির কর্মসূচিকে ঘিরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলা। ওই ঘটনায় উদ্যোক্তাদের বড় অংশের গাফিলতি হয়েছে মেনে নিয়ে অভিষেক বলেন, 'রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করেছে, কয়েকদিনের মধ্যে আরও বড় পদক্ষেপ করবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। অরূপ বিশ্বাসের আদিখ্যেতামি কেউ লক্ষ করে থাকতে পারেন, তবে তিনি কিন্তু পদত্যাগ করেছেন।'

কংগ্রেসের সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে জোট প্রসঙ্গেও কার্যত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই শোনা গিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মুখে। তিনি বলেন, 'রাহুল-প্রিয়াংকার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রয়েছে। তবে জোট প্রসঙ্গে দল যখন সিদ্ধান্ত নেবে, তখন তা সবাই জানতে পারবেন।' অভিষেকের কথায়, 'এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের এমন কোনও শক্তি নেই, যা তৃণমূলের প্রয়োজন।'

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, কংগ্রেসের তখন দুটি আসন ছিল। তৃণমূল প্রস্তাব দিলেও কংগ্রেস তখন প্রত্যাখ্যান করে। তার ফল, ওদের দুটি আসন থেকে নেমে এসেছে একটিতে। আগামীদিনে কী হবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের ওপর। তবে অভিষেকের বক্তব্য, 'কংগ্রেস বিনা শর্তে আমাদের সমর্থন দিলে আমরা রাজি। কারণ, ওদেরকে দেওয়ার মতো কিছু নেই। লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট সম্পূর্ণ আলাদা।'

দুদিনের সফরে সংঘ প্রধান

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বিজেপিকে দিশা ঠিক করে দেবে। এই লক্ষ্যে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে কথা বলবেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। সংঘের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বুধবার বিকেলেই তিনি শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছেন। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দু'দিন শহরে সংঘের অনুষ্ঠান রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানেই যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। প্রথম দিন সংঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের যুবদের নিয়ে সম্মেলন রয়েছে। শুক্রবার রয়েছে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এবং সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে সংঘ প্রধানের রাজ্যে পদার্পণ এবং প্রথমে দক্ষিণবঙ্গকে এড়িয়ে উত্তরবঙ্গে তাঁর পা রাখাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই দুই কর্মসূচি থেকে নির্বাচনের আগে সংঘ প্রধানের বার্তা আসবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। যদিও এটা ঘটনা যে আরএসএস প্রকাশ্যে কখনোই সরাসরি রাজনীতির কথা বলে না। তবে কর্মসূচিগুলি নিয়ে যেভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে তাতেই জল্পনা বাড়ছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

মৃত্যুঞ্জয়ী জেলিফিশের রহস্য

মানুষ কি অমর হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিজ্ঞানীরা বছরের পর বছর ল্যাবে কাটিয়ে দিচ্ছেন। অথচ প্রকৃতির কোলে এমন এক প্রাণী রয়েছে, যে জন্মগতভাবেই অমর। নাম তার 'ইমমর্টাল জেলিফিশ'। মাত্র ৪.৫ মিলিমিটারের এই স্বচ্ছ জেলিফিশের ক্ষমতা অকল্পনীয়। সাধারণত জেলিফিশ প্রজননের পর মারা যায়। কিন্তু এই বিশেষ প্রজাতিটি মৃত্যুর বদলে উলটোপথে হাঁটতে শুরু করে। শরীর খারাপ হলে বা বয়স বেড়ে গেলে এরা নিজেদের কোষগুলোকে রূপান্তর করে আবার শৈশব বা 'পলিপ' দশায় ফিরে যায়। অনেকটা প্রজাপতি থেকে আবার শুঁয়োপোকায় ফিরে যাওয়ার মতো ব্যাপার। এই প্রক্রিয়া তারা বারবার করতে পারে, অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে এদের স্বাভাবিক মৃত্যু নেই। যদি না কোনও বড় মাছ এদের খেয়ে ফেলে, তবে এরা অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে। বার্ধক্যকে বুড়ো আঙুল দেখানো এই জেলিফিশ এখন ক্যানসার গবেষণায় বিজ্ঞানীদের নতুন আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছে।

যমজদের গ্রাম কোডিনহি

কেরলের মালাপ্পুরম জেলার ছোট্ট গ্রাম কোডিনহি। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ গ্রাম মনে হলেও, এখানে ঢুকলে আপনার মনে হবে আপনি চোখে ডাবল দেখছেন! কারণ, এই গ্রামটি 'টুইন টাউন' বা যমজদের গ্রাম নামেই বিশ্বে পরিচিত। পরিসংখ্যান চমকে দেওয়ার মতো। গ্রামে মাত্র ২০০০ পরিবারের বাস, অথচ সেখানে ৪০০ জোড়ারও বেশি যমজ ভাইবোন রয়েছে! বিশ্বজুড়ে যেখানে প্রতি ১০০০ জন্মে ৪টি যমজ সন্তান হয়, সেখানে কোডিনহিতে এই হার ৪৫-এর বেশি। স্কুলের ক্লাসরুম থেকে খেলার মাঠ- সর্বত্রই জোড়ায় জোড়ায় মুখ। চিকিৎসকরা বহু বছর ধরে গবেষণা করেও এর নির্দিষ্ট কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে পাননি। কেউ বলেন এখানকার জলবায়ু, আবার কারোর মতে বিশেষ কোনও খাদ্যাভ্যাস এর জন্য দায়ী। জিনগত কোনও কারণ থাকলেও, তা কেবল এই গ্রামেই কেন সীমাবদ্ধ, তা এক অমীমাংসিত রহস্য। স্থানীয়রা অবশ্য একে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ বলেই মনে করেন এবং গর্ববোধ করেন।

আকাশ থেকে রক্তের বৃষ্টি

বর্ষাকালে আকাশ থেকে জল ঝরবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি দেখেন বৃষ্টির রং রক্তের মতো লাল? ২০০১ সালে কেরলের কিছু অংশে এবং পরবর্তীকালে শ্রীলঙ্কায় এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল, যা মানুষের মনে হুলুস্থুল ফেলে দেয়। জামাকাপড় থেকে শুরু করে গাছপালা- সব রক্ত লাল জলে ভিজে একাকার। প্রথমে রটে যায় যে, কোনও উল্কাপাতের ফলে বা ভিনগ্রহী কোনও কারণে এমনটা হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মাইক্রোস্কোপের

নীচে সেই বৃষ্টির জল পরীক্ষা করে আসল রহস্য ভেদ করেন। এটি কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়, বরং এক প্রকার আণুবীক্ষণিক শ্যাওলা বা অ্যালগির কারসাজি। এই শ্যাওলার রেণু বাতাসে প্রচুর পরিমাণে মিশে মেঘের জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লাল রং ধারণ করে। যদিও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা মিলেছে, তবু আকাশ থেকে রক্ত ঝরতে দেখার সেই দৃশ্য আজও স্থানীয়দের কাছে এক ভয়ংকর স্মৃতি। প্রকৃতির এমন আজব খেয়াল সত্যিই ব্যাখ্যাতীত।

পুতুল যখন গ্রামের বাসিন্দা

জাপানের শিকোকু দ্বীপের এক প্রত্যন্ত গ্রাম নাগোরো। এই গ্রামে পা রাখলে আপনার গা ছমছম করতে পারে। বাসস্টপে, নদীর ধারে, এমনকি স্কুলের ক্লাসরুমেও বসে আছে মানুষ। কিন্তু কাছে গিয়ে ডাকলে কেউ সাড়া দেবে না। কারণ, এরা সবাই মানুষের মাপের বড় বড় পুতুল! গ্রামের বাসিন্দা সুকিমি আয়ানো নামের এক বৃদ্ধা এই অদ্ভুত জগৎ তৈরি করেছেন। কাজের সন্ধানে গ্রামের তরুণ প্রজন্ম শহরে চলে গিয়েছে, বয়স্করা মারা গিয়েছেন। গ্রামটি ক্রমশ জনশূন্য হয়ে ভূতুড়ে হয়ে পড়ছিল। একাকিত্ব কাটাতে সুকিমি সিদ্ধান্ত নেন, যারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে বা মারা গিয়েছে, তাদের আদলে পুতুল বানাবেন। আজ গ্রামে জ্যান্ত মানুষের সংখ্যা ৩০-এর নীচে, কিন্তু পুতুলের সংখ্যা ৩৫০-এর বেশি! গ্রামের বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুলেও তিনি ছাত্র-শিক্ষক পুতুল সাজিয়ে রেখেছেন। দূর থেকে দেখলে মনে হয় জমজমাট এক গ্রাম, কিন্তু আদতে এটি একাকিত্ব আর স্মৃতির এক নীরব মিউজিয়াম।

চিকিৎসা শুরু

হিলি, ১৭ ডিসেম্বর : হিলি ব্লকের ৪ নম্বর বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়েতে উদ্বোধন হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবার গাড়ি। বুধবার দুপুরে হিলি ব্লকে এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবার সূচনা করেন জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক মাহাতো।

সীমান্তের স্কুল

প্রথম পাতার পর

এছাড়া রয়েছে সীমান্তঘেঁষা এলাকা নিয়ে একাংশ পরিবারের মনে থাকা নিরাপত্তহীনতা। স্থানীয় সুন্দরী মুর্মু বলছিলেন, 'নদীতে সেতু নেই। তাই অনেকেই গ্রাম ছেড়ে পাকাপাকিভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এখন যাঁরা আছেন, তাঁদের বেশিরভাগের সন্তান শহরে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। আমার মেয়ে পাশের গ্রামে এসএসকে-তে পড়তে যায়।' গ্রামে বিদ্যালয় থাকতে অন্যত্র কেন? সুন্দরীর দাবি, 'এই স্কুলের অবস্থা ভালো না। মাত্র দুজন শিক্ষক। তাই ওখানে পাঠিয়েছি। এক ক্লাসে অনেকের সঙ্গে থাকলে লেখাপড়ায় আগ্রহ বাড়ে।' স্কুলে পড়ুয়া টানতে আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। চাই ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, আদর্শ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পর্যাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ। মুন্সিপাড়ায় এসবের অভাব ভীষণরকম। শিক্ষার অধিকারের থেকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের লড়াই বড় হয়ে উঠেছে।

'প্রাণ'

প্রথম পাতার পর

এই ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্রপুর (১) বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'শ্রমিকদের জন্য কমিউনিটি টয়লেট গড়ে দেওয়ার প্রস্তাব এলে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে অবশ্যই তা করা হবে।' শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বিগ্ন ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ বিএমওএইচ ডাঃ ছোটন মণ্ডলের কথায়, 'ওরা বছরের একটা সময় হরিশ্চন্দ্রপুরে অন্য সময় বিহারে থাকে। দেখা যায় প্রাক-গর্ভকালীন অবস্থায় বিহারে রয়েছে প্রসবটা হয়তো হরিশ্চন্দ্রপুরে হয়েছে। সেক্ষেত্রে মা ও শিশুর জন্য যেগুলো টিকার প্রয়োজন সেগুলো দুই রাজ্যের আসা-যাওয়াতে গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে। আমরা যদিও এ বিষয়ে ওদের সচেতন করছি।'

খেলার ছলে।। *শীতের দুপুরে। বালুরঘাটের গোপালবাটি গ্রামে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।*

জুড়বে এলএইচবি কোচ

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগে দক্ষিণ দিনাজপুরবাসীকে উপহার দিল রেলমন্ত্রক। জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে অবশেষে তেভাগা এক্সপ্রেসে জুড়তে চলেছে এলএইচবি কোচ। ২৩ ডিসেম্বরে একটি অনষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেভাগা এক্সপ্রেস ট্রেনের এলএইচবি কোচের উদ্বোধন করা হবে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন, বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও রেলের অন্য আধিকারিকরা।

২০০৪ সালে রেল মানচিত্রে প্রথম জায়গা পায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। বালুরঘাট থেকে প্রথম গৌড় লিংক এক্সপ্রেস চলাচল শুরু করেছিল। এরপর তেভাগা এক্সপ্রেসের সূচনা হয়েছিল। দীর্ঘদিনের পুরোনো এই ট্রেনের কোচ নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল যাত্রীদের মধ্যে। ২৪টি বগি নিয়ে চলা ট্রেনটির পুরোনো কোচগুলি বাতিল করে নতুন অত্যাধুনিক মানের এলএইচবি কোচ আনা হচ্ছে। এই কোচগুলি উন্নত সুরক্ষা, কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং যাত্রীদের জন্যও বেশ আরামদায়ক।

বালুরঘাটের বাসিন্দা সৌম্যদীপ গোস্বামী বলেন, 'মাঝেমধ্যেই নানা কাজে কলকাতা যেতে হয়। শুনছি তেভাগা এক্সপ্রেসে নতুন এলএইচবি কোচ দেওয়া হবে। যাত্রীসুরক্ষার জন্য এটি খুব দরকার ছিল।'

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানান, 'তেভাগা এক্সপ্রেসে পুরোনো কোচ বদলে অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এলএইচবি কোচ দেওয়া হচ্ছে। আগামীতে প্রতিদিনই যাতে ট্রেনটি চালানো যায় সেই চেষ্টা করছি।'

অপহরণে তরুণ ধৃত রায়গঞ্জে

মানিকচকে নিখোঁজ নাবালিকা

রায়গঞ্জ ও মানিকচক, ১৭ ডিসেম্বর : নাবালিকাকে অপহরণ করে অন্যত্র লুকিয়ে রাখার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। রায়গঞ্জ থানার রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তারক মণ্ডল ১৩ বছরের মেয়েটিকে অপহরণ করে দিদির বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মেয়েটিকেও উদ্ধার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, মানিকচকের মথুরাপুরের ব্যস্ততম রাস্তা থেকে ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে মোটরবাইকে তুলে নিয়ে চম্পট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তিন তরুণের বিরুদ্ধে। মেয়েটির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মানিকচক থানার পুলিশ অভিযুক্ত তিন তরুণের পাশাপাশি একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর খোঁজ শুরু করেছে। মোবাইল ফোন ট্র্যাক করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

নাবালিকা অপহরণের অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত তারককে দুইদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করল কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাঁড়ি সংলগ্ন একটি গ্রামের ১৩ বছরের মেয়েটি সোমবার টিউশনি পড়তে গিয়ে বাড়ি ফেরেনি। মেয়ের খোঁজ না পেয়ে পরিবারটি পুলিশের দ্বারস্থ হয়। এরই মধ্যে পরিবারটি জানতে পারে রামপুর লহন্ডার একটি ছেলে অপহরণের সঙ্গে যুক্ত। মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে বুধবার ভোররাতে তারককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আদালতে তারককে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার বিকেলে টিউশন পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় মানিকচকের ১৭ বছরের মেয়েটি। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক নাবালিকার বাবার অভিযোগ, রাস্তা থেকে তাঁর মেয়েকে জোর করে মোটরবাইকে তুলে পালিয়েছে তিন তরুণ। ঘটনাটি কয়েকজনের কাছ থেকে শুনেছেন তিনি। একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর নিখোঁজে উদ্বিগ্ন পরিবারটি মানিকচক থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লকের খিদিরপুর গ্রামের তিন তরুণ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশকে জানিয়েছেন মেয়েটির মা এবং বাবা। ইতিমধ্যেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ। নাবালিকার খোঁজে তল্লাশিও চালাচ্ছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খুঁজতে খিদিরপুরে অভিযান চালায় পুলিশ। তবে ঘটনার পর থেকে মূল অভিযুক্ত সহ তার দুই সহযোগী পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

কলকাতাকে 'বাদ' মেসির

প্রথম পাতার পর

আয়োজক সংস্থার প্রধান উদ্যোক্তা শতদ্রুকে নিয়েও লেখা রয়েছে। ফলে কার্যতই ক্রীড়া প্রেমী ও রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কলকাতার তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই সম্ভবত যুবভারতী বাদ পড়ল মেসির ভিডিও থেকে।

এদিকে বুধবার কলকাতা বিমানবন্দরে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন। পুলিশকে নিশানা করার পাশাপাশি তিনি বলেন, 'যুবভারতীতে যে ঘটনা ঘটেছে। আমরা কেউ তা আশা করিনি। একাংশের গাফিলতি বলুন বা আয়োজকদের গাফিলতি হোক, পুলিশ প্রশাসনের তরফে শিথিলতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার মানহানি হয়েছে। বাংলাকে ছোট করে কয়েকজনের আদিখ্যেতার জন্য বাংলার মাথা হেঁট হয়েছে। এটা কখনই কাম্য ছিল না।'

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় সক্রিয় পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রেক্ষিতে তদন্ত জোরদার করতে সিটের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বিশৃঙ্খলার ঘটনায় কারা দায়ী, কেনই বা ওই পরিস্থিতি তৈরি হল, তা নিয়ে ৪ সদস্যের সিট গঠন করা হয়েছিল। বুধবার ডেপুটি কমিশনার থেকে ইনস্পেকটর পদমর্যাদার আধিকারিকদের আরও ৪ জনকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় দায়ের হওয়া দুটি এফআইআরের তদন্ত করবেন সিটের সদস্যরা। অন্যদিকে, এদিন যুবভারতীতে গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তদন্তকারী দলের উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। কিছুক্ষণ সেখানে থেকে তারপর বিধাননগর কমিশনারেটের অফিসে যান তাঁরা। বেলায় স্টেডিয়ামে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু স্টেডিয়াম বন্ধ থাকায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এদিন এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরও এক ব্যক্তিকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শনাক্ত করে ইএম বাইপাস সংলগ্ন চিংড়িঘাটা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফলে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬।

এদিন যুবভারতীতে যায় ফরেন্সিক দলও। ক্রীড়াঙ্গন ঘুরে পড়ে থাকা জলের বোতল , ভাঙা চেয়ার, সহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে তাঁরা। স্টেডিয়ামের ভাঙা জায়গা ও একাধিক অংশের ছবি তোলেন তাঁরা। এই নমুনাগুলি খতিয়ে দেখা হবে।

এই ঘটনা নিয়ে কিছুতেই থামছে না রাজনৈতিক তর্জা। এই ইস্যুকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রাখতে চাইছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। এদিন শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের তদন্ত কমিটিকে নিশানা করে বলেন, 'রাজ্য সরকারের তদন্ত কমিটি মানি না।' তাঁর আশ্বাস, 'দর্শকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আমরা এফআইআরে স্থগিতাদেশ চাইব। ধৃত দর্শকদের আইনি সহযোগিতা করব। মেসির অনুষ্ঠানে ৩০০ কোটির আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত চাই।' এদিকে ক্রীড়ামন্ত্রীর ইস্তফা সত্ত্বেও বিরোধীদের সমালোচনা পিছু ছাড়ছে রাজ্যের শাসকদলের। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, 'একটি পদ থেকে ইস্তফা নিয়েছে তো কী হয়েছে। আরেকটি পদ তো রয়েছে।' ঘটনার পর থেকে বিজেপির নিশানার মুখে তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী ও কুণাল ঘোষ দাবি করেছিলেন, ওই সময় লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়নার বিধায়ক অশোক দিন্দা। যদিও এদিন ঘটনার কথা অস্বীকার করে অশোকের প্রশ্ন, 'আমরা কি সেলফি তুলেছিলাম নাকি? এটা কি তৃণমূলের প্রোগ্রাম? মেসির সঙ্গে আমার কোনও ছবি দেখাতে পারবেন?'

ক্ষোভের মুখে বিএলও

জঙ্গিপুর, ১৭ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর বুধবার মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার জয়কৃষ্ণপুরে এক বিএলও'র বিরুদ্ধে কারসাজি করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগে সরব হন গ্রামবাসীর একাংশ। এমনকি তাঁরা বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করলে ওই বিএলও তাঁদের মারধর করেন বলে অভিযোগ। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত বিএলও।

জয়কৃষ্ণপুর এলাকায় মৃত ও স্থানান্তরিত মিলিয়ে মোট ৮০ জনের বেশি ব্যক্তির নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৯ জন প্রকৃত ভোটারকে স্থানান্তরিত ভোটার হিসেবে দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত বিএলও সুব্রত দাসের বিরুদ্ধে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দা মাসুমা খাতুন বলেন, 'বিয়ের পর থেকে এই এলাকায় ভোট দিই। অথচ আমার নাম স্থানান্তরিত দেখিয়ে বিএলও বাদ দিয়েছেন।' আরেক বাসিন্দা সনকা দাস বলেন, 'আমাদের পরিবারের নাম বাদ গিয়েছে। আমার স্বামী ও জামাই কারণ জানতে চাইলে তাদের মারধর করা হয়েছে।'

যদিও সুব্রতর সাফাই, 'কাউকে মারধর করা হয়নি। যাঁরা দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে বসবাস করেন না, সেটা তুলে ধরা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি। ভুল হলে সমাধানের চেষ্টা হবে। নির্বাচন কমিশনকে সবটা জানাচ্ছি।'

বিএসএফের অভিযান

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : চোলাই মদের ঠেকে যৌথ অভিযান চালাল বালুরঘাট থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। বুধবার ভুলকিপুর সীমান্ত সংলগ্ন চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় চলে যৌথ অভিযান। পাঁচটি গ্রামে চোলাই মদের ঠেকে হানা দিয়ে কয়েকশো লিটার মদ নষ্ট করা হয়। ভেঙে দেওয়া হয় ঠেকগুলি। অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে ১০২ বোতল বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

কমে মাত্র ১০ লক্ষ

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'ভাওয়াইয়া সংগীত হল আমাদের কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের মাটির মানুষের আসল পরিচিতি। এই সংগীতের সঙ্গে আমাদের আবেগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বের দরবারে উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে পরিচিতি দিয়েছে এই সংগীত। সেই জায়গায় এই সংগীতকে বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিতে রাজ্য সরকার কোথায় রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের বাজেট বাড়াবে। কিন্তু তা না করে এত টাকা কমিয়ে রাজ্য সরকার আসলে উত্তরবঙ্গের মানুষকে অপমান করেছে। তাদের ভাবাবেগ নিয়ে খেলতে চেয়েছে। এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।' তাঁর কথায়, 'এর থেকে তো পাড়ার অনুষ্ঠানেও বাজেট বেশি হয়। তার থেকে বরং এই অনুষ্ঠান রাজ্য সরকার বন্ধ করে দিক। আমি ব্যক্তিগতভাবেও শিল্পীদের কাছে আবেদন করব, এই অপমানের জবাব দিতে তাঁরা যেন অনুষ্ঠান বয়কট করেন।' একইসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন কোচবিহারে তো উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রয়েছেন। তিনি কী করছেন?

বিশিষ্ট ভাওয়াইয়াশিল্পী নজরুল ইসলাম এবং নির্মল দাস দুজনেই রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের বাজেট কমে যাওয়ায় ব্যথিত। নির্মল বলেন, 'এটা করে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও ভাওয়াইয়া মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন জনজাতির সাধারণ মানুষ যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ভাবাবেগে চরম আঘাত করা হল।'

প্রতিবার এই উৎসব মূলত গ্রাম-গঞ্জের মাটির মানুষদের আঙিনায় অর্থাৎ তুফানগঞ্জের বলরামপুর, গোসানিমারি সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বড় করে মঞ্চ বেঁধে মাইক বাজিয়ে দুই-তিনদিন ধরে করা হত। উত্তরবঙ্গের প্রাণের উৎসবের সঙ্গে গ্রামগঞ্জের মানুষ একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। এবার আগামী ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি সেই উৎসব হবে কোচবিহার শহরের রবীন্দ্র ভবনে। একইভাবে জলপাইগুড়ি জেলাতেও কোনও অডিটোরিয়ামে আগামী ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার কোচবিহারের জেলা শাসকের দপ্তরে ৩৭তম রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। বৈঠকে কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, জেলা শাসক রাজু মিশ্র, কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, জলপাইগুড়ির প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন, আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কোচবিহারের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা কেউ অবশ্য ছিলেন না। বৈঠক শেষে কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব এবার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি দুটি ভেনুতে হবে। কোচবিহারে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা এবং জলপাইগুড়িতে জলপাইগুড়ি ছাড়া উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিং এই তিন জেলা থাকবে। দুটি ভেনু থেকে উঠে আসা ছয়জন করে মোট ১২ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা কোচবিহারে হবে। উৎসবে দুই ভেনুর জন্য মোট বাজেট ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।' গতবার এই বাজেট ৫০ লক্ষ টাকা ছিল বলে তিনি জানান।

বংশীবদন বলেন, 'ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে এই কমিটিতে থাকা আর না থাকা সমান। এই সামান্য অর্থে এই অনুষ্ঠান কীভাবে হবে তা জেলা শাসক ও কমিটির চেয়ারম্যান বুঝবেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।' বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের প্রতি রাজ্য সরকার যে বরাবর বঞ্চনা করে আসছে এবং এখনও করছে তা এর থেকেই পরিষ্কার। এর জবাব মানুষ নির্বাচনে দেবেন।'

পাহাড়ে চাকরি গেল ৩১৩ শিক্ষকের

প্রথম পাতার পর

তবে তৃণমূলের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্যের অনৈতিক কাজ ও জিটিএ'র নয়নের মণিদের নিয়োগের দুর্নীতি প্রমাণিত হয়েছে। আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানাই।' জিটিএ'র এলাকায় শিক্ষক দুর্নীতির অভিযোগ আগেই উঠেছিল। রাজ্য সরকার এজন্য সিআইডি তদন্তের নির্দেশও দিয়েছিল। সেই তদন্ত চলবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি বসু।

এই মামলায় বুধবার বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, আদালতে পেশ করা নথি অনুযায়ী, ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষাসচিবের সঙ্গে জিটিএ কর্তৃপক্ষের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, রাজ্য ও জিটিএ'র প্রতিনিধিরা ছিলেন। রোশন গিরি সব শিক্ষকের নিয়মিতকরণের প্রস্তাব দিলেও রাজ্য সরকার তখন তাতে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়নি।

কিন্তু চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা না করে জিটিএ'র নির্দেশে জেলা স্কুল পরিদর্শক বেআইনিভাবে ওই নিয়োগ করেন বলে বিচারপতি মন্তব্য করেন। কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই নিয়োগ করেছিল জিটিএ। স্থায়ীকরণের নামে নতুন নিয়োগ হয়েছিল। এর ফলে অনেক চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত করা হয়েছে। নিযুক্ত শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়েও সংশয় রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করে বিচারপতি বসু ২০১৯ সালের ৮ মার্চ যে নোটিশে অস্থায়ী শিক্ষকদের নিয়মিত করা হয়েছিল, তা বাতিল করে দেন।

বিচারপতি উল্লেখ করেন, এই নিয়োগ সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ নম্বর ধারায় উল্লেখিত সমান সুযোগের অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে। ১৯৯৭ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী সুপারিশের একমাত্র অধিকার রয়েছে কমিশনের। এই শিক্ষকদের অনেকের এনসিইআরটি'র বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল না।

রাজ্য সরকার অবশ্য আদালতে জানিয়েছে, ৩১৩ জন শিক্ষককে স্থায়ীকরণে তারা শুধু নীতিগত অনুমোদন দিয়েছিল। অর্থ দপ্তর বা মন্ত্রীসভা চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়নি। রাজ্য সরকার বরং নিয়মে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। ২০২৩ সালের ৯ অক্টোবর ওই কমিটি রিপোর্টে জানায়, এই নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ। জিটিএ'র যুক্তি, ১৯৯৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পঠনপাঠন সচল রাখতে অনিয়মিত শিক্ষকদের নিয়োগ করা জরুরি ছিল।

ফিনিশার এক থাকলেও বদল ধরনে

ফিনিশার বললে প্রথমেই আপনার কার নাম মাথায় আসবে? ক্রিকেটপ্রেমী হন বা না হন মনে পড়বে মহেন্দ্র সিং ধোনির কথাই। কিন্তু ভোজনরসিক বাঙালির মাথায় বিশেষ করে এই বিয়ের মরশুমে নিঃসন্দেহে আসবে মিষ্টি এবং তারপর পানের কথা। বিয়েবাড়ির মেনুতে চিরকালের ধোনি তো তারাই। তবে সময়ের সঙ্গে বৈচিত্র্য এসেছে তাদের ধরনে এবং পরিবেশনে।

খোঁজ নিলেন **রাহুল দেব।**

ঠিক যেন ব্যাটিং অর্ডার

বিয়েবাড়ির মেনুকে যদি কোনও ক্রিকেট দলের ব্যাটিং অর্ডারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে সেটা কেমন হতে পারে? ওপেনিংয়ে নান, পনির বাটার মশালা এবং ফিশ ফ্রাই, তিনে সাদা ভাত-মাছের মাথা দিয়ে সোনামুগের ডাল, চারে কাতল কালিয়া কিংবা চিংড়ি মাছের মালাইকারি, ছয়ে বাসন্তী পোলাও-মটন কষা এবং ফিনিশিংয়ে দই, মিষ্টি এবং পান। এবার পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী এতে হয়তো খানিক বদল আসতে পারে। কিন্তু মোটামুটি ধাঁচটা এরকমই। তবে সময়ের সঙ্গে এসবেরই ধরনে এবং পরিবেশনে এসেছে বেশ কিছু পরিবর্তন।

কোথায় বদল

শহরের অনুষ্ঠান বাড়িগুলোতে স্টার্টারের স্টলের চল দীর্ঘদিন ধরেই। তবে শেষ পাতের মিষ্টি এখন শুধু আর রসগোল্লাতেই সীমাবদ্ধ নেই। তার পরিবর্তে এসেছে দুধ চমচম, গুলাবজামুন, ছানার রোল। সেইসঙ্গে দইয়ের জায়গা অনেকাংশে দখল করেছে ছানার পায়েস এবং আইসক্রিম। পাশাপাশি সব শেষে পানের চল উঠে গিয়ে এসেছে পানমশলা, জোয়ান কিংবা হজমি। কথা হচ্ছিল শহরের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় বসাকের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে বাড়িতে দিদির বিয়ে ছিল। স্টার্টার ও মেইন কোর্সের পর ভাবলাম ডেজার্টে নতুনত্ব কিছু রাখব। মালদার বিখ্যাত কানসাট এবং রায়গঞ্জের বিখ্যাত ছানার পায়েস ও গুলাবজামুনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকলেই খেয়ে অভিভূত।'

পরিবর্তন পরিবেশনেও

শহরের অনুষ্ঠান বাড়িগুলোর প্রায় কোনওটিতেই আর পান খাওয়ানো হয় না। তবে নামমাত্র দু'-একটি বাড়িতে পানের জন্য আলাদা স্টলের ব্যবস্থা রাখা হয় কখনও। সেখানে মুখের মধ্যে মেকআপ মেখে এক ব্যক্তি পান সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। নিমন্ত্রিতরা খেয়েদেয়ে বেরোনোর সময় সেখান থেকে পান তুলে মুখে পুরে বেরিয়ে যান। তবে এরকম অনুষ্ঠান বাড়ির সংখ্যা পাঁচ শতাংশ বা তারও কম। শহরের বাসিন্দা শ্যামল রায় বলেন, 'কেটারিংকে দায়িত্ব দিলে শেষ পাতের পানমশলা পর্যন্ত তারাই ব্যবস্থা করে দেয়। তাই আলাদা পানের স্টল বসিয়ে বেশি খরচ করা অযৌক্তিক। কিছুদিন আগে বোনের বিয়েতে শেষ পাতে মালাই চমচম ও আইসক্রিমের ব্যবস্থা করেছিলাম। নতুন আইটেম খেয়ে সকলেই ভীষণ তৃপ্ত হয়েছিল।'

কেটারিং সংস্থাদের কথা

ডেজার্ট আইটেমে পরিবর্তন যে হয়েছে তা মানছে কেটারিং সংস্থাগুলোও। কেটারিং সংস্থার কর্ণধার কুষাণ ভৌমিক বলেন, 'আমাদের যেভাবে অর্ডার দেওয়া হয় সেভাবে সরবরাহ করা হয়। তবে শেষ পাতের মিষ্টি, দইয়ের ক্ষেত্রে এখন পরিবর্তন এসেছে।' আরেক কেটারিং সংস্থার কর্ণধার বিজয় দাসের কথায়, 'আগে শেষ পাতে কাগজে বা ছোট প্লাস্টিকে পান মুড়ে দেওয়া হলেও এখন তা অতীত। তবে যদি কোনও গৃহকর্তা পান রাখার কথা বলেন সেক্ষেত্রে আমরা স্টলের ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকি। আর গরমে আইসক্রিম ও শীতে ছানার পায়েস মূলত এই দুইয়ের প্রতিই ঝুঁকছেন গৃহকর্তারা।'

দুই পুরসভায় অবশেষে চেয়ারম্যান

কার্তিকের পর আস্থা বিভূতিভূষণে

চতুর্থবারের জন্য শপথ নিচ্ছেন বিভূতিভূষণ ঘোষ।

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : দীর্ঘ জল্পনা এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনের শেষে পুরাতন মালদা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিলেন পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ কাউন্সিলার বিভূতিভূষণ ঘোষ। বুধবার প্রত্যাশিতভাবেই কার্তিক ঘোষের উত্তরসূরি হিসেবে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এই বর্ষীয়ান কাউন্সিলারের নাম ঘোষিত হয়। এই নিয়ে চতুর্থবারের জন্য তিনি শহরের প্রশাসনিক প্রধানের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিলেন।

এদিন বেলা ১২টায় পুরসভার বোর্ড মিটিং শুরুর আগে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলামের হাতে একটি খাম তুলে দিয়ে বেরিয়ে যান। নিয়মানুযায়ী, কাউন্সিলার শ্যাম মণ্ডল সেই খামে থাকা বিভূতিভূষণ ঘোষের নাম প্রস্তাব করেন। শাসক ও বিরোধী মিলিয়ে ২০ জন কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে অন্য কোনও কাউন্সিলার এই নামের বিরোধিতা না করায় সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর নাম গৃহীত হয়। এরপরই সদর মহকুমা শাসক তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

বিভূতিভূষণের মতো একজন দক্ষ এবং ১১ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশাসককে পুনরায় দায়িত্বে ফেরানোয় শহরবাসী ও কর্মীদের মধ্যে এক নতুন আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছে। প্রশাসনের অন্দরমহলে তিনি একজন 'মাস্টার প্ল্যানার' হিসেবে পরিচিত। দায়িত্ব গ্রহণের পর নিজের লক্ষ্যের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'দল আমার উপর ভরসা রেখেছে, সকল কাউন্সিলারের ঐকমত্যেই আমি শপথ নিয়েছি। আমার প্রধান লক্ষ্য হবে শহরের সামগ্রিক উন্নয়ন। বিশেষ করে পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা এবং সাফাই পরিষেবাকে ঢেলে সাজানো।'

তবে রাজনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে শপথগ্রহণের পরের চিত্র। বিভূতিভূষণের অনুগামীরা স্বাভাবিকভাবেই অফিসের বাইরে সবুজ আবির মেখে আতশবাজি পুড়িয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েন। কিন্তু এই উদযাপনকে সহজভাবে নিতে পারেননি বিদায়ি চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। তাঁকে অনুষ্ঠান শেষে দ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। কার্তিক বলেন, 'আমি বিরোধিতা করিনি, কিন্তু যেভাবে বিজয় উল্লাস ও আবির খেলা হল, মনে হচ্ছে কোনও বিরোধীকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে। এই উল্লাস আসলে বিভাজনের উল্লাস।' যদিও বিভূতিভূষণ অত্যন্ত বিনম্রভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বলেন, 'দলে কোনও মতবিরোধ নেই।'

এদিকে, বিজেপির নগর মণ্ডল সভাপতি তথা ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাসন্তী রায় নতুন চেয়ারম্যানকে অভিনন্দন জানালেও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমরা এক নতুন নাটকের সাক্ষী হলাম। আবির খেলায় তৃণমূলের ভেতরের বিভাজন আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অনুমোদন ছাড়াই তনয় নির্বাচিত

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ১৭ ডিসেম্বর : দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর দলের অনুমোদন ছাড়াই ডালখোলা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান হলেন তনয় দে ওরফে পিঙ্কু। বুধবার তৃণমূলের ১৬ জন কাউন্সিলার অফিসে পৌঁছে হাজিরা খাতায় সই করেন। এরপর নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদ। ১৬ জনের মধ্যে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রেজা আলি খান চেয়ারম্যান পদের জন্য ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তনয় দে'র নাম প্রস্তাব করেন। এতে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কৈলাস সাহা সহ অন্যরা সমর্থন জানান। এদিন দলের ঘোষিত সুজনা দাসের নাম কেউই প্রস্তাব না করায় ধ্বনি ভোটেই চেয়ারম্যান মনোনীত হয়ে যান তনয়।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির কাছে রাজনীতিতে হাতেখড়ি তনয়ের। পরবর্তীতে দীপা দাশমুন্সিরও প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। সিপিএমের সমর্থনে ২০০৯ সালে প্রথমবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেও পূর্ণ সময় সেই পদ টিকিয়ে রাখতে পারেননি। রাজ্যে পালাবদলের পরে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। ২০২১ সালের অগাস্টে দল তাঁকে পুর প্রশাসক নিয়োগ করলে ২২ সালের ২১ মার্চ অবধি সেই দায়িত্ব সামলান। ২৩ সালের পুরভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জিতলেও দল তাঁকে চেয়ারম্যান করেনি। সেইসময় কলকাতার এক নামী হোটেলে তৃণমূল দলের কাউন্সিলারদের নিয়ে মিটিং করলেও সেখানে ছিলেন না তনয়। এরপর চেয়ারম্যান পদে বসানো হয় বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ স্বদেশচন্দ্র সরকারকে। সূত্রের খবর, এদিন তনয় চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ার পরে বিদায়ি চেয়ারম্যান স্বদেশ তাঁকে হাতজোড় করে অভিবাদন করলেও করমর্দন করেনি।

এদিন ডালখোলা পুরসভায় দেখা যায়নি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিকি দত্ত, বিধায়ক গৌতম পাল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পালকে। এই বিষয়ে বিধায়ককে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় উত্তর পাওয়া যায়নি। জেলা সভাপতি বলেন, 'ডালখোলা পুরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিন ঘোষণার নোটিশ ও আজকের কর্মসূচিতে দলের কোনও অনুমোদন ছিল না। তাই উপস্থিত থাকার কোনও মানেই হয় না।'

যদিও নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান তনয় দে'র কথায়, 'দলের ১৫ জন কাউন্সিলার সমর্থন করেছেন। আমরা-ওরা বলে কোনও কথার অবকাশ নেই। উন্নয়ন ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই আমার লক্ষ্য। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক মাত্র। বিগত চেয়ারম্যানের অসম্পন্ন কাজকে বাস্তবায়ন ও অগ্রাধিকার দেব।'

ডালখোলা পুরসভায় চেয়ারম্যান তনয় দে (বাঁদিকে)।

নির্মাণসামগ্রী দিয়ে পথ দখলে ভোগান্তি

হেলদোল নেই মালদা পুরসভার

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : কাজের গতি অত্যন্ত শ্লথ। শহরের রবীন্দ্র অ্যাভিনিউজুড়ে চলছে ম্যাস্টিক রাস্তা তৈরির কাজ। এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে লাগছে প্রায় একমাস। অসম্পূর্ণ রাস্তার কাজে রাজমহল রোড চৌরঙ্গিজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে নির্মাণসামগ্রী। সংকুচিত রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করায় সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে শীতকালেও কালঘাম ছুটছে ট্রাফিক পুলিশের। প্রত্যেকদিন চরম ভোগান্তি হওয়ায়, ঠিকাদার সংস্থার কাজের ঢিলেমি নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে শহরবাসীর মধ্যে।

রাস্তার ওপর ছড়িয়ে রাখা নির্মাণসামগ্রী। মালদায়।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বরাদ্দ অর্থে মালদা শহরের ফোয়ারা মোড় থেকে আইটিআই মোড় পর্যন্ত রাজ্য সড়ককে ম্যাস্টিকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। আইটিআই মোড় এবং ফোয়ারা মোড় দুই প্রান্ত থেকেই কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজ করছে পূর্ত দপ্তর। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কাজ শুরু হলেও এখনও তা শেষ হয়নি। এই কাজের ক্ষেত্রে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাজমহল রোড চৌরঙ্গি ও কেজে সান্যাল রোডজুড়ে ফেলা হয়েছে নির্মাণসামগ্রী। নির্মাণসামগ্রী রাস্তার বড় অংশে থাকায় যান চলাচলে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। মাঝেমধ্যেই সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। যানজট সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে সাধারণ মানুষের। পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষুব্ধ গণেশ হালদার বললেন, 'মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিলাম। রাজমহল রোড পার করে কেজে সান্যাল রোডে যাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। পিচের ড্রাম, বালি-পাথর আর নানা ধরনের যন্ত্র গোটা রাস্তা দখল করে রেখেছে। দু'দিক থেকে চার চাকা গাড়ি আর টোটোর সারি। কীভাবে সময়ে স্কুলে পৌঁছানো যাবে? তাড়াহুড়ো করলে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হবে।' অনসূয়া দত্ত নামে এক গৃহবধূ বলেন, 'একমাস ধরে কাজ হচ্ছে। এই সামান্য দূরত্বের রাস্তা তৈরি করতে এতদিন কীভাবে লাগে? পুরসভা কী করছে? প্রতিদিন গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে আমাদের।'

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য, 'রাস্তা তৈরির কাজ পুরসভা নয়, পূর্ত দপ্তর করছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ থেকে আইটিআই মোড় পর্যন্ত ম্যাস্টিক করছে। এনিয়ে আমাদের চিঠি দিয়েছিল। রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী অনেকদিন ধরেই ফেলে রাখা হয়েছে। যার ফলে ভোগান্তি হচ্ছে শহরবাসীর। আমরা এনিয়ে ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে কথা বলব, দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ করার কথা বলব।'

ক্ষোভ যেখানে

- এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে লাগছে প্রায় একমাস
- নির্মাণসামগ্রী রাস্তার বড় অংশে থাকায় যান চলাচলে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে
- সংকুচিত রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করায় সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট
- শীতকালেও কালঘাম ছুটছে ট্রাফিক পুলিশের
- কাজের ঢিলেমি নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে শহরবাসীর মধ্যে

পেনশন না পেয়ে প্রতিবাদে মিছিল

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে পেনশন না পেয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ মিছিল ও পথসভা করলেন রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। বুধবার বিকেলে সংগঠনের সদস্যরা রায়গঞ্জের পুরসভা থেকে একটি মিছিল শুরু করে শহরের বকুলতলা পর্যন্ত আসেন। সেখানে পথসভায় শামিল হন তাঁরা।

সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সমরেশপ্রসাদ ঘোষ বলেন, 'গত ৬ মাস ধরে আমরা পেনশন পাচ্ছি না। বৃহস্পতিবার এক মাসের পেনশন দেওয়ার কথা ছিল পুর কর্তৃপক্ষের। সেটাও দেওয়া হয়নি। এর আগে একাধিকবার আন্দোলন করেছি। জেলা শাসক, পুর প্রশাসক ও বিধায়ককে চিঠিও দিয়েছি। কোনও লাভ হয়নি। মাসের পর মাস পেনশন না পাওয়ায় এখন দেখছি পাঁচ টাকার কুপন নিয়ে খাবারের জন্য দৌড়াতে হবে। পরিবার নিয়ে কীভাবে বাঁচব বুঝতে পারছি না।'

৩ রাস্তার কাজ শুরু

বুনিয়াদপুর, ১৭ ডিসেম্বর : বুনিয়াদ পুরসভায় তিনটি রাস্তার কাজের সূচনা হল বুধবার। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মিরজাতপুরে মেহেরাপ আলির বাড়ি থেকে মোস্তাফিজুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত ৫০ মিটার রাস্তাটি তৈরি হবে। কাজে ৫৮ হাজার টাকা ব্যয় হবে। অপরদিকে ফাইজুদ্দিন মিয়াঁর বাড়ি থেকে ফয়জুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত ২০ মিটার রাস্তা তৈরি করতে ২২ হাজার টাকা ব্যয় হবে। পাশাপাশি হুমায়ুন কবীরের বাড়ি থেকে ফারমান আলির বাড়ি পর্যন্ত ৫২ মিটার রাস্তাটি তৈরি করতে ৮৩ হাজার টাকা ব্যয় হবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন পুর প্রশাসক সমীর সরকার সহ অন্য আধিকারিকরা।

গণপিটুনি

পুরাতন মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : চুরি করতে এসে গণপিটুনি খেতে হল। পুরাতন মালদা পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁতিপাড়া মাঠ সংলগ্ন এলাকায় চুরির চেষ্টায় হাতেনাতে ধরা পড়ল একজন।

বুধবার সকাল আটটা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ বারুইয়ের বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে ঢোকে ওই দুষ্কৃতী। পালানোর সময় চোরটি গৃহকর্তাকে লোহার সামগ্রী দিয়ে আঘাত করে প্রাণে মারার চেষ্টা করে। সেসময় প্রতিবেশীরা তাকে ধরে ফেলেন। উত্তেজিত জনতা চোরটিকে একটি গাছে বেঁধে মারধর শুরু করেন। খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নেয়। মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ দায়ের হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

উন্নয়ন থমকে

বুনিয়াদপুর, ১৭ ডিসেম্বর : দেড় বছরেও সরকারি জমিজট না মেটায় বুনিয়াদপুর শহরে জিম ও সুইমিং পুল তৈরি বিশবাঁও জলে। পুর প্রশাসন সূত্রে খবর, দেড় বছর আগে সরকারি জায়গায় জিম ও সুইমিং পুল তৈরি করার পরিকল্পনা নেন বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কমল সরকার। এর জন্য বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠের পশ্চিমে পরিত্যক্ত সরকারি বারো শতক জায়গায় অত্যাধুনিক জিম ও ফুটবল মাঠের পূর্ব প্রান্তে সুইমিং পুল তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হয়। শুরু হয় জমি অধিগ্রহণের তৎপরতা। জমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে পুর প্রশাসনের তরফে আবেদন করা হয়। এতদিনে জমি হস্তান্তর বিষয়ে তেমন অগ্রগতি হয়নি বলে পুর প্রশাসন সূত্রে খবর। বর্তমান পুর প্রশাসক সমীর সরকার বলেন, 'জমি হস্তান্তর হলেই পরবর্তী পর্যায়ের কাজ ও ডিপিআর তৈরি করে জিম ও সুইমিং পুলের নির্মাণ শুরু করা যাবে।'

ওয়ার্ক অর্ডার

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে বালুরঘাট শহরের উন্নয়ন কাজের জন্য ১৫টি ওয়ার্ক অর্ডার ঠিকাদারদের মধ্যে বিলি করা হল। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৫ হাজার ৬১৮ টাকা।

আগামী দুই মাসের মধ্যে ওই কাজগুলি শেষ করার নির্দেশ জারি করেছেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

সৃষ্টিশ্রীতে নজর কাড়ছে শীতলপাটির সামগ্রী

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : কোচবিহারের শীতলপাটি ও বেতের হস্তশিল্প এসেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের আঙিনায়। বালুরঘাটের সৃষ্টিশ্রীমেলায় এবার বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে কোচবিহারের এই হস্তশিল্প। মেলার আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি থাকলেও ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের নজর কেড়েছে শীতলপাটির বেড ম্যাট, ব্যাগ, ঝাপসি, কোস্টার থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর নানান সামগ্রী। এমন শিল্পকর্মের ব্যাপক সাড়া দেখে নতুন করে উৎসাহিত হচ্ছেন জেলার স্থানীয় হস্তশিল্পীরাও।

মেলায় আসা মানুষের মধ্যে নিজেদের মতো জায়গা করে নিয়েছেন কোচবিহারের শিল্পীরা। শীতলপাটি ও বেতের পাশাপাশি বাঁশ এবং পাটের তৈরি নানা সামগ্রীর বেচাকেনাও চোখে পড়ার মতো। বাঁশ ও বেতের টেবিল ল্যাম্প, ফোল্ডার, টেবিল ম্যাট যেমন ক্রেতাদের আকর্ষণ করছে, তেমনই পাট ও শীতলপাটির তৈরি ছোট-বড় পার্স মহিলাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কোচবিহারের হস্তশিল্পী শীলা দাস বসাকের কথায়, 'প্রায় ২০ বছর ধরে আমরা শীতলপাটি ও বেতের সামগ্রী তৈরি করছি। আমাদের দলের অনেক মহিলাই বাঁশ আর পাটের কাজও করেন। এখন শীতলপাটি আর পাটের ব্যাগের চাহিদা খুব ভালো। সবচেয়ে ভালো লাগছে, নতুন প্রজন্মের মেয়েরাও স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।'

মেলায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মহিলা শিল্পীরাও নিজেদের তৈরি সামগ্রী সাজিয়ে বসেছেন। বালুরঘাটের হস্তশিল্পী কণিকা দাসের বক্তব্য, 'আমরা মূলত পাটের জিনিস বানাই। কিন্তু এই মেলায় শীতলপাটি আর বেতের সামগ্রীর যে চাহিদা দেখছি তাতে ভাবছি, কাঁচামাল কিনে নিজেরাই জেলায় এই কাজ শুরু করব।'

সৃষ্টিশ্রীমেলায় কদর শীতলপাটির সামগ্রীর। ছবি : মাজিদুর সরদার

এই সমস্ত সামগ্রী নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যেও উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। বালুরঘাটের বাসিন্দা সুপ্রিয়া সরকার বলেন, 'শীতলপাটির ব্যাগ আর কোস্টার খুবই আলাদা। দামও তুলনামূলকভাবে সাধ্যের মধ্যে। বাড়ির ব্যবহার আর উপহার-দুটোর জন্যই ভালো।' আরেক ক্রেতা, কলেজ পড়ুয়া তন্বী দত্ত জানান, এই পার্সগুলো দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনই পরিবেশবান্ধব। ব্যবহার করলে স্টাইলেও আলাদা একটা মাত্রা আসে।

সবমিলিয়ে চলতি সৃষ্টিশ্রীমেলা শুধু বেচাকেনার জায়গা নয়। বরং জেলার হস্তশিল্পীদের জন্য নতুন দিশা ও ভাবনার ক্ষেত্র হয়ে উঠছে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

‘অনুপ্রবেশ নিয়ে ক্ষমা চাক বিজেপি’

সাংসদদের শৃঙ্খলার পাঠ অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে দলীয় সাংসদদের আচরণ, শিষ্টাচার ও সংসদীয় শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে বুধবার সংসদ ভবনের দলীয় কার্যালয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধরে তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় সাংসদদের ‘সহবত’ ও শৃঙ্খলার পাঠ দেন অভিষেক।

এদিকে রাজ্যে এসআইআরের পর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা বা অনুপ্রবেশের বিষয়টি কার্যত ধুয়েমুছে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাংলাকে অপমান করা বিজেপি নেতাদের প্রকাশ্যে কান ধরে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে নিশানা করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাংলাদেশ থেকে সোনালি বিবিকে দেশে ফেরানোর ঘটনাতেও কেন্দ্রকে বিঁধেছেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছেন, ‘১৯ তারিখ সোনালি বিবির পরিবারের সঙ্গে দেখা করব। এই সমস্ত পরিবারের পাশে আছি। তৃণমূল পাশে আছে।’

সংসদের বাইরে দোলা সেন, জুন মালিয়ার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা ভোটের লগ্নে কয়েকদিন ধরেই একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলের বর্ষীয়ান মহিলা সাংসদদের সঙ্গে নতুন মহিলা সাংসদদের মতবিরোধ চলছিল। শীতকালীন অধিবেশনে লোকসভার দৈনন্দিন কাজকর্মের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন দলের মুখ্য সচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও উপদলনেত্রী শতাব্দী রায়। সূত্রের দাবি, এই দুই নেত্রীর সঙ্গেই দলের নতুন সাংসদ সায়নী ঘোষ ও হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরত্ব ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। বৈঠকে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘সংসদ সদস্যরা এখানে ‘পার্টি আর ড্যানস’ করতে আসেননি। অধিবেশন চলাকালীন সকলকে সকালে সংসদে উপস্থিত থাকতে হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা বৈঠকে যাওয়া যাবে না। যদি যেতেই হয়, তা হলে লোকসভা বা রাজ্যসভার দলনেতাদের সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে।’ জানা গিয়েছে, অভিষেক বলেন, ‘অনেকেই মনে করছেন দিল্লির জল খেলেই নিজেদের গুরুত্ব বদলে যায়। কিন্তু সকলকে মনে রাখতে হবে, তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জিতে এসেই তাঁরা সংসদে পৌঁছেছেন। সারাদিন সংসদের কাজই তাঁদের প্রধান দায়িত্ব।’

সূত্রের দাবি, অভিষেক আরও স্পষ্ট করে দেন, দলের কোনও সাংসদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ থাকলে সেখানে যাওয়া যাবে, কিন্তু অন্য কোনও দল বা ‘ইন্ডিয়া’ জোটের কোনও দলের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমতি প্রয়োজন।

> এক কোটি রোহিঙ্গার নাম নাকি বাদ যাবে। কোথায়? কতজন বাংলাদেশি ধরা পড়ল। দেড়, দুই শতাংশ নাম তো সব রিভিশনেই বাদ যায়। এটা তো স্পেশাল রিভিশন। সেই অনুপাতেই নাম বাদ পড়েছে। এক কোটি নাম বাদ যেতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছিল। কিছু বলার থাকলে সরকারিভাবে বলুক।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এসআইআর নিয়ে তিনি বলেন, ‘অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপির যে সমস্ত নেতা বাংলাকে অসম্মান করছেন তাঁদের উচিত ক্যামেরার সামনে এসে কান ধরে ক্ষমা চাওয়া।’ বিএলওদের মৃত্যুর জন্য কমিশনকেই দায়ী করেছেন অভিষেক। কমিশনের তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, ‘এক কোটি রোহিঙ্গার নাম নাকি বাদ যাবে। কোথায়? কতজন বাংলাদেশি ধরা পড়ল। দেড়, দুই শতাংশ নাম তো সব রিভিশনেই বাদ যায়। এটা তো স্পেশাল রিভিশন। সেই অনুপাতেই নাম বাদ পড়েছে। এক কোটি নাম বাদ যেতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছিল। কিছু বলার থাকলে সরকারিভাবে বলুক।’

এদিকে, এদিন সকালে তৃণমূলের ১০ সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী সিআর পাটিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জল জীবন মিশনের অধীনে ২,৫২৫ কোটি টাকা বকেয়ার দাবিতে। প্রায় ৪৫ মিনিটের বৈঠক হলেও বকেয়া মেটানো নিয়ে কেন্দ্রের তরফে কোনও আশ্বাস মেলেনি বলে জানিয়েছে তৃণমূল।

জানা গিয়েছে, কিছু সাংসদের বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘কেউ অন্য দলে যেতে চাইলে যেতে পারেন, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে থাকলে সংসদীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মানতেই হবে।’

সেভেন সিস্টার্স নিয়ে হুঁশিয়ারি, রাষ্ট্রদূতকে তলব দিল্লির

বাংলাদেশে বন্ধ ভিসাকেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশের উত্তর-পূর্ব ভারতের ‘সেভেন সিস্টার্স’ নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্যের জেরে দু-দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নজিরবিহীন টানাপোড়েনের মুখে পড়ল। বুধবার দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। একই সঙ্গে ‘নিরাপত্তা পরিস্থিতির’ কারণে ঢাকার ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে সাউথ ব্লক। এই কূটনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাংলাদেশের নতুন দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লার সাম্প্রতিক মন্তব্য।

বাংলাদেশের বিজয় দিবসে এক সমাবেশে তিনি হুমকি দিয়েছেন, ‘ভারত যদি বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে, তাহলে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার পথে হাঁটবে ঢাকা।’ এমনকি শিলিগুড়ি করিডর তথা ‘চিকেন’স নেক’-কে অস্থির করতে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক হাসনাত আবদুল্লার এই মন্তব্যকে ‘অত্যন্ত উসকানিমূলক’এবং ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বলে অভিহিত করেছে। হাইকমিশনারকে তলব করে নয়াদিল্লি স্পষ্ট জানিয়েছে যে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সেদেশের চরমপন্থী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ঢাকার ভারতীয় মিশনের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এদিকে সেভেন সিস্টার্স নিয়ে হুমকির কড়া জবাব দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। মঙ্গলবার তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশি নেতাদের মানসিকতা অত্যন্ত নিচু মানের। তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। ভারতের এক ইঞ্চি জমিও কেউ নিতে পারবে না।’ তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘ভারতের যেমন চিকেন’স নেক রয়েছে, বাংলাদেশেরও তেমনি উত্তরবঙ্গ এবং চট্টগ্রাম করিডর নামে দুটি অত্যন্ত সংবেদনশীল সরু পথ আছে যেগুলি ভারতের চেয়েও বেশি ভৌগোলিক ঝুঁকিতে রয়েছে।’

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে এক ধরনের বৈরী মনোভাব এবং কট্টরপন্থী মতাদর্শের উত্থান লক্ষ করা যাচ্ছে। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মতে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে পাকিস্তান-ঘেঁষা বিদেশনীতি গ্রহণের চেষ্টা করছে বাংলাদেশের নতুন শাসকরা। উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে অসমের কাছাড় জেলা সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্তে ইতিমধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করার চেষ্টা করছে কিছু রাজনৈতিক দল। তবে ভিসাকেন্দ্র বন্ধ করা এবং হাইকমিশনারকে তলব করার মতো পদক্ষেপ এটাই প্রমাণ করে যে, নয়াদিল্লি এখন আর ‘ধীরে চলো’ নীতিতে নেই। প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের আঁচ ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর পড়লে যে তার ফল যে ভালো হবে না, সেই বার্তা স্পষ্ট।

একনজরে

- নিরাপত্তার কারণে বন্ধ ঢাকার ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার
- বুধবার দুপুর ২টো থেকে সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হয়েছে
- যেসব ভিসা আবেদনকারী এদিন স্লট বুক করেছিলেন তাঁদের নতুন তারিখ জানানো হবে
- কবে থেকে ফের ভিসা দেওয়া শুরু হবে তা নিয়ে নীরব ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস

মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার ঢাকায় ‘মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন’-এর ডাক দিয়েছিল জুলাই ঐক্য নামে একটি মৌলবাদী সংগঠন। কয়েকশো বিক্ষোভকারী মিছিল করে ভারতীয় দূতাবাসের দিকে রওনা দেয়। বিক্ষোভকারীদের মুখে ছিল বিভিন্ন ভারতবিরোধী স্লোগান। উত্তর বাড্ডায় ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলের পথ আটকায় পুলিশ। দু-পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এরপর ব্যারিকেডের সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। মিছিলের জেরে এদিন ঢাকার বিস্তীর্ণ অংশে যানজট দেখা যায়।

১০ বছরে সীমান্তে গ্রেপ্তার ২০ হাজার

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : ভারতে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সীমান্তই এখন সবথেকে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই পরিসংখ্যান তুলে ধরে একথা জানিয়েছেন। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-এর প্রথম ১১ মাসে (জানুয়ারি থেকে নভেম্বর) ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলিতে মোট ৩,১২০ জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে সিংহভাগ আটক হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তে।

তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং শর্মিলা সরকারের প্রশ্নের লিখিত জবাবে মন্ত্রী জানান, চলতি বছর শুধু বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে ১,১০৪ বার এবং গ্রেপ্তার হয়েছেন ২,৫৫৬ জন।

অনুপ্রবেশে শীর্ষে বাংলাদেশ : কেন্দ্র

সেই তুলনায় পাকিস্তান সীমান্তে অনুপ্রবেশের ঘটনা অনেক কম। এই বছর নভেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সীমান্তে গ্রেপ্তার হয়েছেন মাত্র ৪৯ জন। এছাড়া মায়ানমার সীমান্তে ৪৩৭ জন এবং নেপাল-ভুটান সীমান্তে ৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী। তবে ২০১৪ থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত-চিন সীমান্তে কোনও অনুপ্রবেশের ঘটনা নথিভুক্ত হয়নি।

গত এক দশকের খতিয়ান দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন সীমান্ত থেকে মোট ২০,৮০৬ জন অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার হয়েছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আটক করা হয়েছে ১৮,৮৫১ জনকে। অনুপ্রবেশ রোধে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজও দ্রুত গতিতে চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সীমান্তের ৭৯ শতাংশ এবং পাকিস্তান সীমান্তের ৯৩.২ শতাংশ এলাকা কাঁটাতারে ঢাকা পড়েছে। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এই অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে যখন জাতীয় রাজনীতি উত্তাল, তখন সংসদের দেওয়া কেন্দ্রের তথ্য দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ নজরদারির গুরুত্বকে আরও জোরালোভাবে সামনে আনল।

দূষণ রোধে প্রশাসনিক ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : দিল্লির বায়ুদূষণের অবনতি তো নয়, যেন জাতীয় সংকট হয়ে গিয়েছে। বাতাসের মান সূচক (একিউআই) ‘বিপজ্জনক’ স্তরে থাকায় জনজীবন ও জনস্বাস্থ্য পড়ে গিয়েছে চরম ঝুঁকিতে। দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে ‘সম্পূর্ণ ব্যর্থ’ এবং ‘অ্যাড হক’ বা সাময়িক বলে আদালত তীব্র সমালোচনা করেছে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির ৯টি গুরুত্বপূর্ণ টোল প্লাজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে, যাতে ভারী যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে নিঃসরণ কমানো যায়। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘সরকার যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে অক্ষম।’ পরিস্থিতি সামাল দিতে দিল্লি সরকার ইতিমধ্যে ৫০ শতাংশ সরকারি ও বেসরকারি কর্মীর জন্য ‘বাড়ি থেকে কাজ’ বাধ্যতামূলক করেছে। পাশাপাশি দূষণে কাজ হারানো নিবন্ধিত নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও করা হয়েছে।

দূষণ সংকটের মুহূর্তে ভারতের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পড়শি চিন। নয়াদিল্লির চিনা দূতাবাসের মুখপাত্র ইউ জিং জানিয়েছেন, দ্রুত নগরায়ণের ফলে চিনকেও অতীতে একইরকম ধোঁয়াশা ও দূষণের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। গত একদশকে বেজিং যেভাবে তাদের বায়ুর গুণমান পুনরুদ্ধার করেছে, সেই অভিজ্ঞতা ও কারিগরি কৌশল তারা ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আগ্রহী। দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছে, তারা শীঘ্রই এই বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শমূলক বার্তা ধাপে ধাপে ধারাবাহিকভাবে ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নেবে।

ধুম মাচালে... মিউনিখে বিএমডব্লিউ কারখানায় রাহুল গান্ধি।

বিএমডব্লিউ দর্শন

বার্লিন, ১৭ ডিসেম্বর : জার্মানি সফরে গিয়ে বুধবার মিউনিখে গাড়ি নির্মাতা সংস্থা বিএমডব্লিউ-এর সদর দপ্তর এবং কারখানা পরিদর্শন করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিএমডব্লিউ কারখানা ঘুরে দেখার সময় রাহুলকে বেশ কয়েকটি গাড়ি ও মোটরসাইকেল খুঁটিয়ে দেখতে দেখা যায়। বিশেষ করে বিএমডব্লিউ এবং ভারতের টিভিএস কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে তৈরি ৪৫০ সিসির একটি মোটরসাইকেল দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানানো হয়েছে, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই প্রদর্শন সত্যিই গর্বের মুহূর্ত।

রাহুল মিউনিখের কারখানা থেকে একটি ভিডিওবার্তায় বলেন, ‘ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা কমছে। দেশের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের আরও বেশি উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে। আমাদের এমন একটি উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন যা উচ্চমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘যে কোনও দেশের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল উৎপাদন। ভারতকে অবশ্যই নতুন করে উৎপাদন শুরু করতে হবে।’

মিউনিখ সফরের পর রাহুল বার্লিনে ‘ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেস’ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ হল সংসদে। রাজ্যসভায় পাশ হল ‘সবকা বিমা সবকি রক্ষা (বিমা আইন সংশোধন) আইন, ২০২৫’। একদিন আগেই এই বিল লোকসভায় পাশ হয়েছিল। এই বিল নিয়ে আলোচনায় বিরোধীরা বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সীমা ১০০ শতাংশে বাড়ানোর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। তাদের দাবি, এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিলটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো উচিত ছিল।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই সংশোধনের লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিমা সুরক্ষা নিশ্চিত করা। উল্লেখ্য, বিমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ এফডিআই বৃদ্ধির বিল নিয়ে লোকসভায় আলোচনার জবাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, বেশি বিদেশি বিনিয়োগ এলে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং বিমা আরও সাশ্রয়ী হবে। তাঁর কথায়, একচেটিয়া বাজারে গ্রাহকের লাভ হয় না, প্রতিযোগিতাই ভালো পরিষেবা ও কম প্রিমিয়ামের পথ খুলে দেয়। একই সঙ্গে তিনি জানান, ২০১৪ সাল থেকে সরকারি বিমা সংস্থাগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য মজবুত করতেও সরকার একাধিক পদক্ষেপ করেছে। এদিন রাজ্যসভায় পাশ হয় ৭১টি অচল ও অপ্রাসঙ্গিক আইন বাতিল বা সংশোধনের বিল। এর মধ্যে রয়েছে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন সহ একাধিক পুরোনো আইন। এই বিলটি লোকসভায় একদিন আগেই পাশ হয়েছিল। অন্যদিকে লোকসভায় পাশ হয় পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত শান্তি বিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, এই বিলের মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পরমাণু শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা মিলবে।

সু কি সুস্থ, জানালো জুন্টা

ইয়াঙ্গন, ১৭ ডিসেম্বর : মায়ানমারের জেলে কারাবন্দি মা আং সান সু কি বেঁচে আছেন কি না, তা নিয়ে সম্প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ছেলে কিম হ্যারিস। টোকিওয় এক সাক্ষাৎকারে কিম বলেন, ‘অশীতিপর মা বোধহয় বেঁচে নেই।’ তাঁর মন্তব্য নিয়ে শোরগোল হয়। মঙ্গলবার জুন্টা সরকার বিবৃতি দিয়ে জানাল, ‘সু কি ভালো আছেন।’ ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। সেনা সরকার বিবৃতির পক্ষে কোনও ছবি কিংবা প্রমাণ দেয়নি। কিমের পালটা চ্যালেঞ্জ, সেনা সরকার মিথ্যে বলছে। সু কি সুস্থ থাকলে পরিবার ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হোক।

আমেরিকায় বাধা ৫ দেশকে

ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকায় ভ্রমণ তথা প্রবেশ নিষেধাজ্ঞার পরিধি আরও বাড়ালেন। মঙ্গলবার আরও পাঁচটি দেশকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করল ট্রাম্প প্রশাসন। এই নিষেধাজ্ঞায় রয়েছেন প্যালেস্তিনীয়রাও। পাঁচটি দেশ হল বুরকিনা ফাসো, মালি, নাইজার, দক্ষিণ সুদান ও সিরিয়া। ২০২৬-র জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

হাই অ্যালার্ট দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডি সমুদ্র সৈকতে ইহুদিদের হানুকা উৎসব শুরুর দিনেই গুলির শিকার হন ১৫জন। নয়াদিল্লিতেও ইহুদিরা আছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বদ্ধপরিকর দিল্লি পুলিশ। রাজধানীতে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে পুলিশ প্রশাসন। রেস্তোরাঁ সংলগ্ন অঞ্চলের সঙ্গে ট্যুরিস্ট স্পট, হোটেল, অতিথি নিবাসগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

উৎসব চলাকালীন হামলার সম্ভাবনা থাকায় দক্ষিণ দিল্লির বসন্ত বিহারের চাবার্ড রেস্তোরাঁ সংলগ্ন অঞ্চল, সাইনাগজগুলি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। ইজরায়েলি দূতাবাসের আশপাশে সিসিটিভি ও ব্যারিকেড দিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

আরজি কর মামলা ফিরল হাইকোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার শুনানি এবং তার পরবর্তী তদারকির ভার এবার কলকাতা হাইকোর্টের হাতে ফিরিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, এই মামলার পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালানোর জন্য স্থানীয় স্তরে কলকাতা হাইকোর্টই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।

২০২৪ সালের অগাস্টে তরুণী ডাক্তারের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর দেশজুড়ে তীব্র বিক্ষোভ আন্দোলনের আবহে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলাটি গ্রহণ করেছিল। প্রায় এক বছর পর শীর্ষ আদালত জানাল, সিবিআই তদন্তের অগ্রগতি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক নির্দেশের রূপায়ণ এখন থেকে হাইকোর্টই তদারকি করবে। আদালত কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে একটি বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ গঠনের অনুরোধ জানিয়েছে। পাশাপাশি সিবিআই-এর সাম্প্রতিক স্টেটাস রিপোর্ট নির্যাতিতার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে মামলাটি দিল্লি হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করার আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে সুপ্রিম কোর্ট সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে।

শিক্ষায় মাতৃভাষাকেই অগ্রাধিকার ইউনেসকোর

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান। শিশুর শারীরিক পুষ্টির জন্য যেমন মায়ের দুধ অপরিহার্য, তেমনই তার মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য মাতৃভাষার কোনও বিকল্প নেই। আমাদের দেশে মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দাবি বহুদিনের। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু একবার ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, ‘যাঁরা বলেন যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয়তো বিজ্ঞান জানেন না।’ বাংলা তথা আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে আচার্য বিজ্ঞানীর তেজস্বী কণ্ঠস্বরই যেন এবার একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে প্রতিধ্বনিত হল ইউনেস্কোর গলায়।

রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো তাদের সাম্প্রতিক ‘ইন্ডিয়া এডুকেশন রিপোর্ট’-এ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে। ১৬৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টে বহুভাষিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১০টি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

সংস্থার স্পষ্ট অভিমত, ভারতের সমস্ত স্কুলব্যবস্থায় শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ইউনেসকোর দাবি, একটি শিশু যখন নিজের চেনা পরিমণ্ডলে নিজের মাতৃভাষায় পাঠ গ্রহণ করে, তখন তার বোঝার ক্ষমতা, মৌলিক চিন্তাশক্তি এবং সৃজনশীলতা দ্রুত বিকশিত হয়।

প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, ইংরেজি বা অন্য কোনও অপরিচিত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে অনেক সময়েই শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রমের খেই হারিয়ে ফেলে। এর ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতা তৈরি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে স্কুলছুটের হার বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিতের মতো জটিল বিষয়গুলি যদি সহজ মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়, তবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সেই বিষয়ের প্রতি ভীতি দূর হয় এবং কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। ভারতের মতো বহুজাতিক, বহুভাষিক ও বৈচিত্র্যময় দেশে মাতৃভাষা কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি তার হাজার বছরের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ইউনেসকো মনে করে, আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করলে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষার মূল স্রোতে রাখা অনেক সহজ হবে।

ইউনেসকো মনে করিয়ে দিয়েছে, মাতৃভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার অন্যতম চাবিকাঠি। ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে ইতিমধ্যে মাতৃভাষায় গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইউনেসকোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন সেই উদ্যোগকে আরও আন্তর্জাতিক মান্যতা দিল। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে বিদেশি ভাষা শেখার প্রয়োজন থাকলেও মেধার ভিত তৈরি হওয়া উচিত মাতৃভাষাতেই। আন্তর্জাতিক সংস্থার এহেন আহ্বান মেনে ভারত তার আগামীর শিক্ষা মানচিত্র কীভাবে সাজায়, এখন সেটাই দেখার।

১০ সুপারিশ

- মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষানীতি
- রাজ্যস্তরে স্পষ্ট ভাষা-শিক্ষানীতি
- বহুভাষিক দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ
- শিক্ষক শিক্ষায় বহুভাষিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত
- বিদ্যালয়ে সম্প্রদায় ও আদিবাসী জ্ঞানের অংশগ্রহণ
- মানসম্মত বহুভাষিক পাঠ্য ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা
- লিঙ্গ-সংবেদনশীল বহুভাষিক শিক্ষা কাঠামো
- ডিজিটাল পরিকাঠামো ব্যবহার করে বহুভাষিক শিক্ষা
- ভাষাভিত্তিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ ও ডিজিটাল বিভাজন কমানো
- মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার জন্য জাতীয় মিশন গঠন

গাজায় পাক সেনা পাঠাতে মরিয়া ট্রাম্প

ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষমতাধর সেনাপ্রধান তিনি। সেই ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনিরই এবার বড় ধরনের ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি ওয়াশিংটনে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। এই বৈঠকের মূল আলোচ্য হল গাজায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে পাকিস্তানি সেনা মোতায়েন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গাজার পুনর্গঠনের জন্য মুসলিম দেশগুলির সমন্বয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠনের ২০ দফা পরিকল্পনা পেশ করেছেন। দু-বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইজরায়েলি অভিযানের পর গাজার নিরাপত্তা এবং হামাসের নিরস্ত্রীকরণ করাই হবে এই বাহিনীর লক্ষ্য। ট্রাম্প মনে করেন, পাকিস্তানের যুদ্ধে অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী এই মিশনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

বিশ্লেষকদের মতে, আসিম মুনির ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে এক নজিরবিহীন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। গত জুনে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে মুনিরের মধ্যাহ্নভোজ ছিল পাকিস্তানের কোনও সেনাপ্রধানের পক্ষে এক বিরল সম্মান। পাকিস্তান ইদানীং চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং তারা মার্কিন বিনিয়োগ ও স্থগিত হওয়া নিরাপত্তা সহায়তা পুনরায় চালু করতে মরিয়া। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া মুনিরের জন্য কূটনৈতিকভাবে কঠিন হতে পারে। তবে দেশের মাটিতে এই সিদ্ধান্ত বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাইকেল কুগেলম্যান জানান, পাকিস্তান যদি এই মিশনে যোগ দেয়, তবে তা কট্টরপন্থী ইসলামি দলগুলিকে ক্ষুব্ধ করবে। গাজায় মার্কিন-সমর্থিত বাহিনীতে সেনা পাঠানোকে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ যে ভালোভাবে নেবেন না, তা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার জানিয়েছেন, শান্তিরক্ষার কাজে সেনা পাঠানো নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু হামাসকে নিরস্ত্রীকরণ করা পাকিস্তানের কাজ নয়। মুনিরের অপ্রতিহত ক্ষমতার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ঘরে-বাইরে সাঁড়াশি চাপে আসিম মুনির

যুবভারতীর সংস্কারে লাগবে ২ মাস

আইএসএল হলে ইস্ট-মোহনের মাঠ নিয়ে চিন্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে এই মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ হওয়ার আশা আর কেউই রাখছেন না। তবু একটা মহল বলছে, হয়তো একটা ছোট করে লিগ করার শেষ চেষ্টা চলছে। যেখানে খুব অল্প কিছু মাঠ বেছে নেওয়া হবে যাতায়াতের সময় বাঁচাতে। আর সেই তালিকায় ছিল কলকাতার দুইটি মাঠ। একটা কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও অন্যটি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন।

লিওনেল মেসি চলে যাওয়ার পর এবার এই দুই মাঠের একটির উপরেও পড়ল প্রশ্নচিহ্ন! আদৌ যদি আইএসএল হয়, তাহলে কি আর সত্যিই সম্ভব হবে যুবভারতীতে ম্যাচ করার? কারণ মেসির আসার দিনে যে ক্ষয়ক্ষতি স্টেডিয়ামের হয়েছে তা সারিয়ে আগের অবস্থায় আনতে খুব কম করে হলেও দুই মাস লাগবে বলে জানাচ্ছেন পূর্ত দপ্তরের অফিসাররাই। সেক্ষেত্রে যদি ধরে নেওয়া হয় জানুয়ারির শেষ সপ্তাহেও আইএসএল শুরু করা সম্ভব হয় তাহলেও শুরুরদিকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল হোম ম্যাচ খেলতে পারবে না। অর্থাৎ কম সংখ্যক স্টেডিয়ামের তালিকায় ম্যাচ করতে গেলে আপাতত বাদ রাখতে হবে কলকাতাকে। স্টেডিয়ামে গিয়ে যা দেখা গিয়েছে, তাতে প্রচুর সংখ্যায় বসার সিট বদলাতে হবে। এছাড়াও মাঠে প্লেয়িং এরিনা তো বটেই, ডাগআউট, টানেল থেকে গ্যালারি সহ প্রচুর পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে গেছে। নিয়মিত যুবভারতীর কাজ করেন এমন একজন বললেন, 'বাকেট সিট নতুনকরে বসাতে হবে। প্লেয়িং এরিনার বাইরের কৃত্রিম ঘাসের অংশগুলো অনেক জায়গাতেই নেই। মাঠের ঘাসেরও কিছু কিছু জায়গা উপড়ে ফেলা হয়েছে, গোলপোস্ট জায়গায় নেই, নেট কেটে ফেলা হয়েছে এবং টানেলের ফাইবার গ্লাসের আচ্ছাদন পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তাতে অন্তত ২ মাস তো লাগবেই সারাতে।' এমনকি মেটাল ডিটেক্টরও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় এখন পড়ে রয়েছে বিভিন্ন গেটে।

গত ১৩ ডিসেম্বর, মেসির সফর শুরু হয় কলকাতা দিয়ে। তিনি সেদিন যুবভারতীতে ছিলেন মাত্র ২১ মিনিট। ভিভিআইপি, রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী ও তাঁদের পরিবারের লোকজনে ভর্তি মাঠে তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কারণেই অন্তত সময়ের মিনিট ৪০ আগেই তিনি মাঠ ছাড়েন। তাঁকে একেবারেই দেখতে না পেয়ে এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে জনতা। শুরু হয় চেয়ার এবং জলের বোতল ছোড়া। গেট ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়ে বিশাল সংখ্যক মানুষ। তাঁদের তাণ্ডবেই এরপর ক্ষয়ক্ষতি হয় মাঠের অন্দরেও। স্টেডিয়াম সিইও দেবকুমার নন্দনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তদন্তের জন্য। ফলে কাজ শুরু হওয়া নিয়েও রয়েছে খানিকটা ধন্দ। তবে এরইমধ্যে স্বস্তির বিষয় যে এবারে আইএসএল সময়ে শুরু না হওয়া, সেকথাও বলছেন ক্রীড়া দপ্তর ও স্টেডিয়াম কর্মীরা। ক্লাবকর্তারাও বলছেন, 'ভাগ্যিস আইএসএল এখনও শুরু হয়নি। নাহলে এখন তো আমরা অথই জলে পড়তাম। নতুনকরে খেলার জায়গা খুঁজতে হত।'

প্রসঙ্গত, এই স্টেডিয়াম ২০১৭ সালের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের সময়ে ১২১ কোটি টাকা খরচ করে নতুন করে বারমুডা ঘাস বসানো ছাড়াও পরিকাঠামোয় অত্যাধুনিকতা আনা হয়। যার অনেককিছুই নষ্ট হয়ে গেল এই মেসি-সফরের বিশৃঙ্খলার ধাক্কায়।

এদিকে, এদিন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সহ সচিব আইএসএল নিয়ে আলোচনার জন্য ক্লাবগুলিকে অনুরোধ জানিয়ে বৃহস্পতিবার বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য চিঠি দেন। যা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে হবে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নির্দেশেই এই সভা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

১৩ ডিসেম্বর লিওনেল মেসিকে ঠিকমতো দেখতে না পাওয়ায় দর্শক বিক্ষোভের শিকার হয় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন।

অচেনা যুবভারতী

- মাঠে প্লেয়িং এরিনা তো বটেই, ডাগআউট, টানেল থেকে গ্যালারিসহ প্রচুর পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে গিয়েছে।
- গ্যালারিতে বাকেট সিট নতুন করে বসাতে হবে।
- প্লেয়িং এরিনার বাইরের কৃত্রিম ঘাসের অংশগুলো অনেক জায়গাতেই নেই।
- মাঠের ঘাসেরও কিছু কিছু জায়গা উপড়ে ফেলা হয়েছে, গোলপোস্ট জায়গায় নেই, নেট কেটে ফেলা হয়েছে।
- টানেলের ফাইবার গ্লাসের আচ্ছাদন পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

দুই বছর এএফসির নির্বাসনে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : আগামী দুই বছরের জন্য এএফসি-র যে কোনও টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে ইরানের সেপাহান এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে না যাওয়ায় আগেই টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচ আর মাঠে নামতে দেওয়া হয়নি মোহনবাগানকে। তখনই বোঝা গিয়েছিল, এরপর আরও বড় শাস্তি অপেক্ষা করে আছে গত আইএসএলের লিগ-শিল্ড ও কাপ জয়ীদের জন্য। গত মরশুমেও ট্র্যাক্টর এফসি-র বিপক্ষে ইরানে খেলতে যায়নি মোহনবাগান। সেবার শুধুমাত্র ওই মরশুমে ম্যাচে নামতে না দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হলেও একই ঘটনা বারবার ঘটানোয় আর ছাড় দেওয়ার প্রশ্নই ছিল না। এএফসি-র শৃঙ্খলারক্ষা ও এথিকস কমিটির রায়ে এবার আরও বড় শাস্তি হল মোহনবাগানের। যদিও শাস্তির মেয়াদ মাত্র এক মরশুমের। কিন্তু তা বলবৎ থাকবে ২০২৭-'২৮ পর্যন্ত।

জরিমানা দিতে হবে ৫০ হাজার ডলার

অর্থাৎ এই মরশুমে যদি আইএসএল হয় এবং মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয় তাহলে পরবর্তী এএফসি ক্লাব প্রতিযোগিতার কোনও ম্যাচে খেলার সুযোগ পাবে না তারা। আর এবার চ্যাম্পিয়ন না হলে, পরের বছর হলে ২০২৭-'২৮ মরশুমে মোহনবাগানকে এএফসি-র টুর্নামেন্টে মাঠে নামতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ শাস্তি হিসাবে একটি মরশুমই তারা খেলতে পারবে না। কিন্তু তা বলবৎ থাকবে দুই বছর।

শাস্তির চিঠি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে মোহনবাগানকে জরিমানা হিসাবে দিতে হবে ৫০ হাজার ইউএস ডলার। এছাড়াও সেপাহান এফসি-কে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে ৫০,৭২৯ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৯১ লক্ষ টাকারও কিছু বেশি। এর বাইরেও যদি তাদের এএফসি টুর্নামেন্টে বাবদ কোনও ছাড় বা টাকা দিয়ে থাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে মোহনবাগানকে। জরিমানার সবই চিঠি পাওয়ার এক মাসের মধ্যে দিতে হবে। এই বিষয়ে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের তরফে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আইপিএলের শুরুতে অনিশ্চিত কেকেআরের মুস্তাফিজুর

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : আইপিএলের আসরে তিনি অত্যন্ত পরিচিত। অতীতে বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে হয়ে খেলেছেন তিনি।

আসন্ন আইপিএলের আসরে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে দেখা যাবে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি দল কলকাতা নাইট রাইডার্সে। এবার কেকেআরের হয়ে খেলবেন তিনি। আবু ধাবিতে গতকালের নিলামে আসরে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে ৯.২০ কোটি টাকা বিনিময়ে মুস্তাফিজুরকে নিয়েছে কেকেআর। আর তারপরই আজ বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। প্রশ্ন উঠেছে, কেকেআরের হয়ে আইপিএলের শুরুতে তাঁকে পাওয়া যাবে তো?

বড় অঘটন না হলে ২৬ মার্চ শুরু হতে চলেছে আইপিএল। আর ওই একই সময়ে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই ও টি২০ সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। স্বাভাবিকভাবেই ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের স্কোয়াডে বাংলাদেশ দলে থাকার কথা মুস্তাফিজুরের। ফলে এপ্রিলের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে কেকেআরের জার্সিতে মুস্তাফিজুরের খেলা নিয়ে রয়েছে সংশয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে আজ এই খবর জানা গিয়েছে। রাতের দিকের খবর, মুস্তাফিজুরকে আইপিএলের শুরু থেকেই পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছে কেকেআর।

প্রথমবার কেকেআরের জার্সি গায়ে আইপিএল খেলার আবেগে ভাসছেন মুস্তাফিজুর। আপাতত তিনি রয়েছেন দুবাইয়ে। সেখানেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ নিয়ে ব্যস্ত বাংলাদেশের বাঁহাতি জোরে বোলার। তার মধ্যেই কেকেআরের হয়ে আইপিএল খেলার আবেগে ভেসে মুস্তাফিজুর বলেছেন, 'কেকেআরের জার্সি গায়ে ইডেনে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি। কলকাতা আমার উপর যে ভরসা দেখিয়েছে, তার মর্যাদা দেওয়ার দায়িত্ব এখন আমার। নয়া চ্যালেঞ্জের জন্য আমি তৈরি।' মুস্তাফিজুর নিজেও স্পষ্ট করেননি যে, আইপিএলের শুরুতে কেকেআরের হয়ে তিনি খেলতে পারবেন কিনা।

২৫.২ কোটি পাওয়ার পরদিনই 'শূন্য' গ্রিন

শতরান করে বাবাকে স্মরণ ক্যারির

অ্যাডিলেড, ১৭ ডিসেম্বর : গত বছরের সেপ্টেম্বরে ক্যানসারে মারা যান গর্ডন ক্যারি। পরিচয় অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারির বাবা। ক্যারির ক্রিকেটের হাতেখড়ি বাবার হাত ধরেই। তাই বুধবার অ্যাসেজের তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান করে প্রয়াত বাবাকে স্মরণ করলেন অ্যালেক্স। শুরুটা ভালো না হলেও প্রথম দিনের শেষে অজিদের স্কোর ৩২৬/৮।

শতরানের পর অ্যালেক্স ক্যারি। তাঁর ব্যাটেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়া। বুধবার।

> আজ শতরানের পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আমার ক্রিকেটীয় সফরে বাবার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তিনিই আমাকে ছোট থেকে কোচিং দিয়েছিলেন। এদিনের শতরান বাবাকে উৎসর্গ করলাম।
> **অ্যালেক্স ক্যারি**

সিডনির বন্ডি বিচের ঘটনায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই দলই এদিন কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামে। অ্যাডিলেড ওভালেও নিরাপত্তার কড়াকড়ি অন্য ম্যাচের তুলনায় বেশি ছিল। মাঠে বল গড়ানোর আগেই অবশ্য ধাক্কা অস্ট্রেলিয়ার। অসুস্থতার জন্য ছিটকে যান স্টিভেন স্মিথ। তাঁর জায়গায় সুযোগ পান উসমান খোয়াজা। ক্যারি ও খোয়াজার ইনিংসই দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়াকে লড়াইয়ে রাখল।

এদিন শুরুটা ভালো হয়নি অজিদের। জোফ্রা আর্চারের (২৩/৩) ধাক্কায় ৯৪/৪ হয়ে গিয়েছিল তারা। ব্যর্থ হন ট্রাভিস হেড (১০), জেক ওয়েদারাল্ড (১৮), মার্নাস লাবুশেন (১৯)। মঙ্গলবার আইপিএলের নিলামে ২৫.২০ কোটি টাকায় ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি বিদেশি ক্রিকেটারের তকমা পেয়ে গিয়েছেন তিনি। সেই গ্রিনই এদিন শূন্য রানে আউট হলেন।

গ্রিন ফেরার পর খোয়াজাকে (৮২) নিয়ে হাল ধরেন ক্যারি (১০৬)। তাদের ৯১ রানের পার্টনারশিপ অজিদের ম্যাচে ফেরায়। ৫ রানে জীবন পাওয়া খোয়াজা শতরান মিস করলেও ভুল করেননি ক্যারি। অ্যাসেজে নিজের প্রথম শতরান পেয়ে যান তিনি। বাবা মারা যাওয়ার পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম শতরান। ফলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে ব্যাট আকাশে তুলে বাবাকে শ্রদ্ধা জানান তিনি।

দিনের শেষে ক্যারি বলেছেন, 'আজ শতরানের পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আমার ক্রিকেটীয় সফরে বাবার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তিনিই আমাকে ছোট থেকে কোচিং দিয়েছিলেন। এদিনের শতরান বাবাকে উৎসর্গ করলাম।'

উইল জ্যাকস (১০৫/২) ক্যারিকে তুলে নেওয়ার পর ইংল্যান্ডের অস্বস্তি বাড়িয়েছেন মিচেল স্টার্ক (অপরাজিত ৩৩)।

ধোনি তো একসময় সরে যাবে : ফ্লেমিং

আবু ধাবি, ১৭ ডিসেম্বর : 'ড্যাডিস আর্মি' থেকে 'বেবিস আর্মি'! চেন্নাই সুপার কিংসের নয়া ট্যাগ লাইন? ২০২৫ সালের আইপিএলেই যার সূচনা হয়ে গিয়েছিল উর্ভিল প্যাটেল, আয়ুষ মাত্রে, নুর আহমদ, ডিওয়াল্ড ব্রেভিসদের হাত ধরে। তারুণ্যের যে ভাবনায় এবার যুক্ত হয়েছেন কার্তিক শর্মা ও প্রশান্ত বীর। তাও দুইজনের জন্য ২৮.৪০ কোটি টাকা খরচা করে!

অখ্যাত দুই তরুণের জন্য একটু বেশিই বলে মনে করছেন অনেকে। কিন্তু স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের নিলাম-পরিকল্পনায় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার আগামীর কথা গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা। চটজলদি সাফল্য, নামের পিছনে ছোটার বদলে ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগে জোর। নিলাম শেষে হেডকোচ ফ্লেমিং বলেও দেন, ২ বছর নয়, তারা আগামী ৬ বছরের জন্য পরিকল্পনা করে এগোচ্ছেন।

ইতিমধ্যেই রবীন্দ্র জাদেজাকে ছেড়ে দিয়ে সঞ্জু স্যামসনকে (ট্রেডের মাধ্যমে) দলে এনেছে হলুদ ব্রিগেড। নেপথ্যে জোড়া কারণ। এক, জাদেজার বয়স। দুই, মহেন্দ্র সিং ধোনির বিকল্প হিসেবে সঞ্জু। কবে 'অবসর'নেবেন, তা ঠিক করবেন মাহি স্বয়ং। চেন্নাই সুপার কিংসের থেকে যে ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রাখা হয়েছে 'থালা'-কে।

অবশ্য গতকাল নিলাম শেষে মাহিকে নিয়ে হেডকোচ ফ্লেমিংয়ের মন্তব্য বেশ ইঙ্গিতবাহী। জানান, কোনও একসময়ে তো সরে যাবেন মাহি। তাই আগেভাগে বিকল্প তৈরি রাখার চেষ্টা সঞ্জুকে এনে। তিনি বলেছেন, 'সঞ্জু ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রিকেটার। ওপেনিং কম্বিনেশনের পাশাপাশি উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ওর দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের জন্য বিকল্প, উত্তরসূরি তৈরি রাখার বিষয়টাও ছিল। কারণ, ধোনি তো কোনও একটা সময়ে সরে যাবে।'

শেষ মুহূর্তে কম বয়সি সরফরাজ খানের অন্তর্ভুক্তি পিছনেও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। প্রথমবার নিলামে 'অবিক্রিত' ছিলেন মুম্বইয়ের মিডল অর্ডার ব্যাটার। দ্বিতীয় নিলামেও চেন্নাই ছাড়া বাকি কোনও দল আগ্রহ দেখায়নি। শেষপর্যন্ত সিএসকে-র হাত ধরে আইপিএলে প্রত্যাবর্তন। যার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সরফরাজ।

সমাজমাধ্যমে সরফরাজ লিখেছেন, 'ধন্যবাদ চেন্নাই সুপার কিংস। আমাকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য।' নতুন চ্যালেঞ্জটা দুই হাত ভরে নেওয়ার জন্য তিনি যে তৈরি বুঝিয়ে দেন, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ২২ বলে বিস্ফোরক ৭২ রানের ইনিংস খেলে। চলতি মুস্তাক আলিতে এখনও পর্যন্ত ৬ ইনিংসে ৬৪ ব্যাটিং গড়ে ২৫৬ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১৮২.৮৫। জাতীয় দলে ফেরার যুদ্ধে এবার চেন্নাইয়ের জার্সিতে আইপিএল মঞ্চে নিজের দক্ষতার প্রমাণের সুযোগ।

এদিকে, আইপিএলে চেন্নাইয়ের নবাগত সংযোজন প্রশান্তকে নিয়ে বাসের মধ্যে উৎসব কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিংয়ের! রাজ্য দল উত্তরপ্রদেশের রিঙ্কুর সতীর্থ স্পিন-অলরাউন্ডার প্রশান্ত। সতীর্থের ১৪.২০ কোটি দর পাওয়ার পর টিম বাসেই ছিলেন প্রশান্ত। তাঁকে ঘিরে সেলিব্রেশন চলে বাসেই।

উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক রিঙ্কু বলেছেন, 'আমি জানতাম, একাধিক দল ওর জন্য ঝাঁপাবে।' পরে প্রশান্ত বলেছেন, 'এত দাম পাব ভাবিনি। অবাকই হয়েছি। নিলামের আগে চেন্নাইয়ের কর্মকর্তারা কথা বলেছিল। মনে হয়েছিল ওরা নিতে পারে। কিন্তু এতটা লড়াই করবে, ভাবিনি। মুখিয়ে আছি এমএস ধোনির সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

প্রশান্তর জন্য 'সেলিব্রেশন' রিঙ্কুর!

উত্তরপ্রদেশের টিম বাসেই মঙ্গলবার সুখবর পান প্রশান্ত বীর।

> সঞ্জু ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রিকেটার। ওপেনিং কম্বিনেশনের পাশাপাশি উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ওর দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের জন্য বিকল্প, উত্তরসূরি তৈরি রাখার বিষয়টাও ছিল।
> -স্টিফেন ফ্লেমিং

৮.৪ কোটি! গ্রামে রাতভর উৎসব

স্বপ্নের ঘোরে স্টার্কের বোলিং 'পার্টনার' আকিব

বারামুলা, ১৭ ডিসেম্বর : স্বপ্ন দেখেছিলেন।

নাম লিখিয়েছিলেন আইপিএলের নিলাম তালিকায়। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর আবু ধাবির নিলাম কক্ষে যা ঘটেছে, তা স্বপ্নেরও অতীত। যে ঘোর সহজে কাটার নয়। এখনও ঘোরের মধ্যে ৮.৪ কোটি দরে দিল্লি ক্যাপিটালসের সংসারে পা রাখা নতুন কাশ্মীরি পেস বোলার আকিব নবি দার। সুযোগ আগামী আইপিএলে মিচেল স্টার্কের বোলিং পার্টনার হওয়ারও।

টিভিতে ছেলের নিলাম দেখার পর থেকে উৎসব দার পরিবারেও। মঙ্গলবার থেকে পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবরা ভিড় বাড়িতে। চলে মিষ্টিমুখের পালা। কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে রাতভর চলে ঢোল বাজিয়ে নাচগানও। রাতে বিদ্যুৎ ছিল না এলাকায়। মোবাইলের লাইট জ্বালিয়েই চলে উৎসব।

গতি ও সুইংয়ের জন্য পরিচিত আকিব। 'ডেল স্টেইন অফ বারামুলা' নামে অনেকে ডাকে। কেউ বলে 'উত্তর কাশ্মীর এক্সপ্রেস'। দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে যে দক্ষতার ক্রিকেট বিশ্বের সামনে তুলে ধরার সুযোগ। বাবা-মা চাইতেন ছেলে বড় হয়ে চিকিৎসক হোক। খেলাধুলো পছন্দ ছিল না পেশায় শিক্ষক বাবার।

আজ সেই আকিবের হাত ধরে গর্বে চওড়া বুক। পেশায় শিক্ষক গর্বিত বাবা গোলাম নবি দার বলেছেন, 'এই রকম একটা দিন দেখতে পাওয়ার জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ। কঠোর পরিশ্রম করেছে। আকিবের প্রচেষ্টা, পরিশ্রম এবং আল্লাহর কৃপার ফল এটা। খুশি প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। প্রথমে চাইনি ও খেলুক। কিন্তু ক্রিকেটের প্রতি ওর অধ্যাবসায় দেখে আকিবকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।'

শুরুটা অবশ্য মোটেই মসৃণ হয়নি। জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ট্রায়ালে ব্যর্থও হন প্রথমে। কিন্তু চেষ্টা ছাড়েনি। ২০১৬ সালে ট্রায়ালে উত্তীর্ণ। আর নাছোড় লড়াইয়ের পুরস্কার, গতকাল বাকি বিশ্বের সামনে। রনজি ট্রফি, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ধারাবাহিক সাফল্য। মুস্তাকে ৭ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়েছিলেন। নিলামে যে সাফল্যের প্রতিফলন।

নিলামে আকিবের বেস প্রাইস ছিল ৩০ লক্ষ। রাজস্থান রয়্যালস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে পিছনে ফেলে ৮.৪ কোটিতে বাজিমাত করে দিল্লি ক্যাপিটালস। খবর আসতেই খুশির ঝলক গোটা গ্রামজুড়ে। রাতের দিকে কনকনে ঠান্ডা (২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস) উপেক্ষা করে ভিড় জমে যায় আকিবের বাড়ির সামনে।

ভক্তদের কাছে 'ডেল স্টেইন অফ বারামুলা' আকিব নবি দার।

ড্রাম বাজিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন কচিকাঁচার দল। বাড়ির মহিলাদের মুখে কাশ্মীরি লোকসংগীত। সন্ধ্যের পর বিদ্যুৎ না থাকলে মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়েই চলে উৎসব। আকিবের প্রতিবেশী রিয়াজ আহমেদ গনাই বলেছেন, 'বরাবর শান্ত ও। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকতে দেখেছি। ভারতের হয়ে খেলা ওর বরাবরের স্বপ্ন। আশা করি সেদিনও খুব দূরে নয়।' আরেক প্রতিবেশী জানান, ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত মাঠ নেই এখানে। কিন্তু সব প্রতিকূলতা জয় করে আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে আকিব।

স্বপ্নাকে 'হেনস্তায়' নির্দোষ দাবি পৃথ্বীর

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : আইপিএল নিলামে শেষবেলায় দল পেয়েছেন। ন্যূনতম দামে পৃথ্বী শ-কে দলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা কিছুতেই মিটছে না।

পৃথ্বীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিনেত্রী স্বপ্না গিল। সেই মামলাতে মুম্বইয়ের আদালতে জবাবদিহি করতে হল ভারতীয় ক্রিকেটারকে। লিখিত বয়ানে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন পৃথ্বী। জানিয়েছেন, তাঁর নাম ব্যবহার করে খবরে আসতে চাইছেন স্বপ্না। এর আগেও এমন মামলার ভয় দেখিয়ে টাকা হাতানোর চেষ্টা করেছিলেন অভিনেত্রী।

ঘটনার সূত্রপাত বছর দুয়েক আগে। মুম্বইয়ের একটি পানশালার সামনে সেলফি তোলা ঘিরে স্বপ্নার সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান পৃথ্বী। ঘটনায় প্রথমে স্বপ্নাকে গ্রেপ্তার করলেও পরে জামিন পেয়ে যান। এরপর পালটা পৃথ্বীর বিরুদ্ধে শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ আনেন নেটদুনিয়ায় পরিচিত ওই অভিনেত্রী। সেই মামলার জবাব দিলেন পৃথ্বী। পরবর্তী শুনানি আগামী বছরের ৩১ মার্চ।

একশো টাকায় ইডেনে টি২০ বিশ্বকাপ দর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : লিওনেল মেসি ফিরে গিয়েছেন। ভারত থেকে তাঁর বিদায় নেওয়ার পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু তারপরও মেসি কাণ্ডের রেশ এখনও কাটেনি কলকাতায়।

বরং সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে মেসির প্রভাব। যার ফল আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে দেখা গেল। সন্ধ্যার সিএবি-তে আজ ছিল অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক। সেই বৈঠকে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের টিকিটের দাম চূড়ান্ত হওয়ার কথা ছিল। দাম নির্ধারণও হল। কিন্তু তার মধ্যেই সিএবি-র অ্যাপেক্সের বৈঠকে হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দিলেন কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজকুমার ভার্মা।

সন্ধ্যা সাতটার সামান্য সময় পর তিনি হাজির হন সিএবি-তে। পৌঁছে যান সিএবি-র দোতলায়। যেখানে চলছিল অ্যাপেক্সের বৈঠক। তাঁকে দেখার পরই বৈঠকে ইতি। সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দ্রুত নীচে নেমে নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন কলকাতা পুলিশের নগরপালকে নিয়ে। অন্তত মিনিট পনেরোর বৈঠক চলে তাঁদের মধ্যে। জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে যেন কোনও সমস্যা বা বিঘ্ন না হয়, সেই কারণে সিএবি সভাপতির সঙ্গে বৈঠক কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তার। বৈঠকের নির্যাস নিয়ে সরকারিভাবে কোনও তরফেই কোনও মন্তব্য করা হয়নি। 'রুটিন' বিষয় বলে সিএবি-র তরফেও দায় এড়ানোর চেষ্টা হয়েছে।

যদিও বাস্তব ছবি ভিন্ন। দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনও দুই মাস বাকি রয়েছে। অতীতে কলকাতায় বেশ কয়েকবার বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টও হয়েছে। কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরুর অন্তত দুই মাস আগে কলকাতার পুলিশ কমিশনার সিএবি-তে হাজির হয়ে বাংলা ক্রিকেটের সভাপতির সঙ্গে বৈঠক সারছেন, এমন ঘটনার কথা মনে করা যাচ্ছে না। সিএবি-র একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, কলকাতায় মেসি ম্যাসাকারের পর নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশ এবার একটু বেশিই সক্রিয় হতে চলেছে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি ম্যাচ খেলবে কলকাতায়। পরবর্তী পর্বে সূর্যকুমার যাদবের ভারতেরও একটি ম্যাচ ইডেনে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন অবস্থায় তাই নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশ আগাম সতর্কতা নিতে চাইছে বলে খবর।

নগরপালের সঙ্গে বৈঠকে সৌরভ

কলকাতা পুলিশের নগরপাল সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে হাজির হওয়ার আগেই সিএবি-র অ্যাপেক্সের বৈঠকে কুড়ির বিশ্বকাপের টিকিটের দাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এবার একশো টাকায় ইডেনে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখা যাবে। ইতালি বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিটের ন্যূনতম দাম ১০০ টাকা। এছাড়াও ২০০ টাকার টিকিটও থাকছে। সর্বাধিক মূল্যের টিকিট হল চার হাজারের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিটের দাম ৩০০ টাকা থেকে শুরু। এছাড়াও ৫০০, ১০০০, ১৫০০ ও ৫০০০ টাকার টিকিটও থাকছে। ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিটও সমমূল্যের।

টি২০ বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে (১ মার্চ টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচের সম্ভাবনা) টিকিটের দাম ৯০০ টাকা থেকে শুরু। এছাড়াও ১৫০০, ২৫০০, ৩০০০ ও ১০০০০ টাকার টিকিটও থাকছে। অ্যাপেক্সের বৈঠকের শেষে সিএবি সভাপতি সৌরভ বলেছেন, 'আজকের বৈঠকে বিশ্বকাপের টিকিটের দাম চূড়ান্ত হল। অতীতের মতো এবারও দারুণভাবে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের জন্য আমরা তৈরি।' কলকাতা পুলিশের নগরপালের সঙ্গে তাঁর বৈঠক নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি মহারাজ। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে পরশু ভোরে নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে উড়ে যাচ্ছেন সৌরভ।

কুয়াশায় বাতিল লখনউ দ্বৈরথ

গিলের চোট, নয়া নজির বরুণের

লখনউ, ১৭ ডিসেম্বর : নবাবের শহরে কুয়াশার হানা!

সন্ধে হতে না হতেই চারদিক ধোঁয়া ধোঁয়া। ক্রমশ কমতে থাকা দৃশ্যমানতা। প্রকৃতির যে রূপের ধাক্কায় ঘেঁটে-ঘ লখনউয়ের বুধবারের ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ ক্রিকেট উৎসব। লম্বা প্রতীক্ষা, পাঁচবার পর্যবেক্ষণের পর রাত ৯টা ২৫ নাগাদ ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত।

ভারতের সামনে ছিল সিরিজ জয়ের হাতছানি। প্রোটিয়া ব্রিগেডের লক্ষ্য স্কোরলাইন ২-২ করা। সিরিজের ফলাফল ছাপিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। যদিও দুই শিবিরের যে ভাবনার মাঝে অবাঞ্ছিত অতিথি হিসেবে হাজির কুয়াশা। যার ধাক্কায় ম্যাচ বাতিল। সিরিজের ফলাফলের জন্য আপাতত তাকিয়ে থাকা শুক্রবার আহমেদাবাদে অনুষ্ঠেয় সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচের দিকে।

কুয়াশার সঙ্গে এদিন লখনউয়ে যুক্ত হয় ধোঁয়ার উপদ্রব। জোড়া কম্বিনেশনে তৈরি হওয়া 'স্মগ'-এর দাপটে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় মাঠ ভরতি দর্শকদের। ধরমশালায় গত ম্যাচেও কুয়াশা ছিল। কিন্তু বায়ুদূষণ, ধোঁয়া, ধুলো কম থাকার ফলে 'স্মগ' পরিস্থিতি হয়নি। নবাবের শহরে জোড়া কম্বিনেশন ক্রিকেট উৎসবে জল ঢেলে দেয়।

সন্ধে থেকেই স্টেডিয়ামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। হার্দিক পান্ডিয়াকে দেখা গেল ধোঁয়া-কুয়াশার থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরে মাঠে। অতীতে ভারতে টেস্ট কিংবা সাদা বলের ফরম্যাটে কুয়াশার কারণে ম্যাচে প্রভাব পড়েছে। কিছু সময়ের জন্য ম্যাচ বন্ধ রাখতে হয়েছে। কিন্তু কুয়াশার কারণে আন্তর্জাতিক ম্যাচ বাতিলের ঘটনা আগে ঘটেনি।

টসের অনেক আগেই আশঙ্কা হয়ে হাজির হয়েছিল শীতের অতিথি কুয়াশা। তার সঙ্গে ধোঁয়ার যোগ। সন্ধে সাড়ে ৬টা নাগাদ এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স পৌঁছে যায় চারশোর ওপর! আম্পায়ারদ্বয় বারবার লাইট মিটার বার করলেন। মাঠের কর্মীরাও শিশিরের উপদ্রব কমাতে সারাক্ষণ সুপার সপার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন। কিন্তু সব প্রচেষ্টা বৃথা।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লাকেও দেখা গেল আম্পায়ারদের সঙ্গে লম্বা সময় কথা বলতে। শরীরী ভাষাতে অন্তত ৫ ওভারের ম্যাচ করার তাগিদ। ফলে বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে আরও দেরি। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন ইরফান পাঠান-আকাশ চোপড়া। তাঁদের যুক্তি, কুয়াশাচ্ছন্ন এই পরিস্থিতি কোনও ব্যাটার পেসারদের মুখোমুখি হতে চাইবে না। আর রাত যত বাড়ে কুয়াশা তত বাড়ে। তারপরও কেন দুই দল, দর্শকদের এত লম্বা সময় আটকে রাখা হল?

সন্ধে থেকে আম্পায়ার, মাঠকর্মীদের ব্যস্ততার মাঝে হার্দিক, জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবরা হালকা অনুশীলনও সেরে নিচ্ছিলেন মাঝেমধ্যে। প্রথমে মাস্ক পরে মাঠে এলেও পরে ব্যাট হাতে শ্যাডো প্র্যাকটিস করতে দেখা যায় হার্দিককে।

পারিবারিক সমস্যা মিটিয়ে ফেরা বুমরাহও বিন্দাস মেজাজে। অর্শদীপ সিং, তিলক ভার্মা, জিতেশ শর্মাদের বারবার দেখা গেল সাজঘরের ব্যালকনিতে উঁকিঝুঁকি মারতে। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার মাঝে যেটুকু প্রাপ্তি দর্শকদের। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো! ব্যাট-বলের আসল যুদ্ধ থেকে বঞ্চিত হয়ে বাড়ি ফেরা শেষপর্যন্ত।

বরুণ চক্রবর্তীর জন্য অবশ্য সুখবর আইসিসি-র তরফে। ৮১৮ পয়েন্ট নিয়ে টি২০ বোলারদের শীর্ষস্থান আরও সুদৃঢ় করে নিলেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফির (৬৯৯) সঙ্গে পরিষ্কার ১১৯ পয়েন্টের পার্থক্য। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে যা সর্বাধিক পয়েন্টের রেকর্ড।

বিশ্বকাপের মেগা দ্বৈরথে বরুণের এই ফর্ম বজায় থাকলে গৌতম গম্ভীরদের অনেক চিন্তা দূর হয়ে যাবে। লখনউ ম্যাচ বাদ দিলে বিশ্বকাপের আগে ভারতের হাতে আর ৬টি ম্যাচ আছে। তার মধ্যেই প্রস্তুতি সেরে নেওয়া। বাড়তি তাগিদ সূর্যকুমার, শুভমান গিলের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার।

এরমধ্যে আবার চিন্তা বাড়িয়েছে শুভমানের পায়ের চোট। এদিন স্টেডিয়ামে আসার জন্য টিমবাসে দল ওঠার আগেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যান শুভমান। টিম সূত্রের খবর, মঙ্গলবার নেটে ব্যাটিং প্র্যাকটিসের সময় চোট পান। ঝুঁকি এড়াতে বিশ্রামের পরামর্শ দেন দলের মেডিকাল টিম। শুক্রবার সিরিজের শেষ ম্যাচে শুভমানকে পাওয়া যাবে কিনা, সেটাই দেখার।

পাঁচবার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে অবশেষে রাত ৯টা ২৫ মিনিট নাগাদ ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়াররা।

কুয়াশার সঙ্গে ধোঁয়ার যোগ। তার মধ্যেই মাস্ক এঁটে বোলিং অনুশীলনে হার্দিক পান্ডিয়া। সঙ্গী ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। লখনউয়ে বুধবার।

দেশের মাটিতে প্রথমবার মুখোমুখি আনন্দ-গুকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : দেশের মাটিতে প্রথমবার মুখোমুখি হতে চলেছেন পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কিংবদন্তি দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ ও বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ।

আগামী বছরের ৭ জানুয়ারি থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে টাটা স্টিল দাবা প্রতিযোগিতা। ২০১৯ সালের পর এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছেন আনন্দ। এছাড়াও বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, অর্জুন এরিগাইসি, ফিডে বিশ্বকাপে রানার্স আপ ওয়েই উই অংশ নিচ্ছেন।

তবে প্রতিযোগিতার মূল আকর্ষণ কিন্তু গুরু-শিষ্যের লড়াই। বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশের মেন্টর কিন্তু আনন্দ। কিন্তু দেশের মাটিতে প্রথমবার গুরু-শিষ্যর লড়াই আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে আসন্ন টাটা স্টিল দাবাকে। এই লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে বিশ্বের দাবা মহল।

আগামী মাসে শুরু টাটা স্টিল দাবা

এবারের প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে ফিডে বিশ্বকাপ জয়ী দিব্যা দেশমুখ, রমেশবাবু বৈশালী, আলেকসান্দ্রা গোরাচকিনার মতো দাবাড়ুরা অংশ নেবেন। এই প্রতিযোগিতা র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ দুই ফরম্যাটেই খেলা হবে।

হাসপাতালে ভর্তি যশস্বী

পুনে, ১৭ ডিসেম্বর : পেটের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে মুম্বইয়ের হয়ে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচের পরই পেটের সমস্যার সম্মুখীন হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একাধিক মেডিকেল পরীক্ষার পর যশস্বীকে ওষুধের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঁমুকুল কুমার গোপ
জন্ম- ২৯ এপ্রিল ১৯৬০ মৃত্যু - ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
তোমার শূন্যস্থান অপূরণীয়।
তুমি চিরকাল আমাদের মাঝেই থাকবে।

হারল জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি

জিতল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড

মালদা ও কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগের (বিএসএল) দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের সরণিতে ফিরল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি।

শনিবার বোলপুরে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে ২-১ গোলে হারিয়েছে নর্থবেঙ্গল। উত্তরের দলটির হয়ে জোড়া গোল করেন শলক তিওয়ারি। তিনি ১৮ ও ৩৮ মিনিটে লক্ষ্যভেদ করেন। ৪৩ মিনিটে বীরভূমের হয়ে একটি গোল শোধ করেন আকাশ মণ্ডল।

এদিন মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে অপর ম্যাচে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র কাছে ১-০ গোলে হেরে গিয়েছে মালদা ও মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। মেহতাব হোসেনের দলের হয়ে ৭৯ মিনিটে গোলটি করেন ম্যাচের সেরা কাওয়াসি ওসু।

৬৫ শতাংশ বল পজেশন নিয়েও রবি হাঁসদা, জোয়াটা ডি পোলারা গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ হন। প্রথম ম্যাচের তুলনায় এদিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার গ্যালারিতে দর্শকের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। এদিন মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন বিএসএলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অ্যালভিটো ডি কুনহা।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন কাওয়াসি ওসু। -জসিমুদ্দিন আহম্মদ

একশো টাকায় ইডেনে টি২০ বিশ্বকাপ দর্শন

৮.৪ কোটি! গ্রামে রাতভর উৎসব

-খবর এগারোর পাতায়

শ্রীলঙ্কার ফিল্ডিং কোচ শ্রীধর

কলম্বো, ১৭ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের নতুন ফিল্ডিং কোচ হলেন ভারতের প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর। আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের জন্য তাঁকে লঙ্কান দলে আনা হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ভারতের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন শ্রীধর। তাঁর আমলে ভারতীয় দলের ফিল্ডিং ক্রিকেট বিশ্বের নজর কেড়েছিল।

কুলদাকান্তের উদ্বোধন

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ড ফুটবলের উদ্বোধন বুধবার হল। সেই উপলক্ষ্যে জেলা ভেটেরান্স ক্লাবের 'এ' দল ২-১ গোলে 'বি' দলকে হারিয়েছে। ৮ দলীয় মূল প্রতিযোগিতা বৃহস্পতিবার শুরু হবে। খেলবে রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ সংঘ, কালিয়াগঞ্জ ইলেভেন, ইউনাইটেড স্পোর্টস, শিলিগুড়ি সেন্ট্রাল ফুটবল টিম, ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব, শ্যাম মেটালিক, ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দল ও কল্যাণী ওয়ারিয়র্স।

সুপার কাপ শুরু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ ডিসেম্বর : তালগ্রামহাট ফুটবল মাঠে সাদলিচক অঞ্চল সুপার কাপ ফুটবল শুরু হল। সাদলিচক অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত প্রতিযোগিতায় উদ্বোধনী ম্যাচে ঝাড়খণ্ড একাদশ ৪-১ গোলে শার্প একাদশকে হারিয়েছে।

বার্ষিক ক্রীড়া

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : ফিআইটি-র বার্ষিক ক্রীড়া বুধবার অনুষ্ঠিত হল। ভূপালপুর ফুটবল মাঠে ১২টি ইভেন্টে ছাত্র ও শিক্ষক মিলিয়ে ২২৫ জন অংশ নিয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে মালদা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মঙ্গলবাড়ী শাখার আমানতকারী মহ: আশামুদ্দিন, পিতা - মৃত হাজী আব্দুল আজিজ, পো: - পুরাতন মালদা, থানা ও জেলা - মালদা গত ২০/০৩/২০২২ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি এই ব্যাঙ্কের S/B একাউন্টে ৮০,২৪০/- (আশি হাজার দুইশত চল্লিশ টাকা) আমানত রাখিয়া যান। উক্ত টাকা ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত হইবার জন্য নিম্ন লিখিত ব্যাক্তিবর্গ উত্তরাধিকারী হিসাবে দাবী করিয়াছেন। সামিনা খাতুন (স্ত্রী) শাখায়ত আলম (পুত্র)
এই বিষয়ে যদি কোনও উত্তরাধিকারী থাকেন বা এই বিষয়ে কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রবন্ধককে কার্য্যালয় চলাকালীন জানাইতে হইবে। অন্যথায় ৭ দিন পরে কাহারো কোন দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

অনুমত্যানুসারে
জীবন কুমার মিশ্র
শাখা প্রবন্ধক
মালদা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক
মঙ্গলবাড়ী শাখা

ভারতীয় ফুটবলেও বিনিয়োগের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : লিওনেল মেসির ভারত সফরকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকা খরচ। এত আয়োজন। তারপরেও অন্ধকারে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ।

বিনিয়োগকারীর অভাবে অনিশ্চিত দেশের সর্বোচ্চ লিগ। কেন এমন পরিস্থিতি? প্রশ্ন কিন্তু উঠছে। প্রশ্ন তুললেন স্বয়ং ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সন্দেশ ঝিংগান। মেসির নাম না করেই সমাজমাধ্যমে সন্দেশের পোস্ট, 'ভালো লাগছে এটা ভেবে যে মানুষ ফুটবলের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের নিজেদের দেশের ফুটবল সংকটে। সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একটা সফরকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকা খরচ অথচ বিনিয়োগের অভাবে বন্ধ হওয়ার পথে ভারতীয় ফুটবল। এটা আমাকে সত্যিই ভাবাচ্ছে।'

তিনি আরও লেখেন, 'গত কয়েকদিন ধরে ফুটবলে মেতে উঠেছিল গোটা দেশ। এটা আমাকে সত্যিই আনন্দ দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্নপূরণ হতে দেখে ভালো লাগছে।' ভারতীয় ফুটবলকেও একইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হোক, কাতর আবেদন সন্দেশের। দেশের তারকা ডিফেন্ডার লিখেছেন, 'আমাদের পারফরমেন্স নিয়ে সমালোচনা হয়। সেই নিয়ে আমি সচেতন। তার দায়িত্ব নিতেও প্রস্তুত। কিন্তু ফুটবল বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকতে পারে না। নিজেদের দেশেও ফুটবলকেও কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায় সেদিকেও নজর রাখা হবে। এটুকুই আশা করি।'

সোচ্চার প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়াও। এক সাক্ষাৎকারে বাইচুং বলেছেন, 'মেসির মতো একজনের ভারতে আসা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। অনেক ছোটদের ফুটবল খেলতে অনুপ্রাণিত করবে এই উদ্যোগ। তবে এই আয়োজনে যথেষ্ট খরচ হয়েছে। যারা মেসিকে দেখার জন্য এত খরচ করতে পারে, আমি মনে করি ভারতীয় ফুটবলের সাহায্যার্থেও পাশে দাঁড়াতে পারে তারা।'

ফাইনালে ওঠার পর প্রমোদ বিদ্যাপীঠের শিক্ষকরা। ছবি : জয়ন্ত সরকার

ফাইনালে প্রমোদ বিদ্যাপীঠ

গঙ্গারামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : নিরঞ্জন ঘোষ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত দুইদিনের ৮ দলীয় শিক্ষকদের ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল প্রমোদ দাশগুপ্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে প্রমোদ ৬ উইকেটে ফুলবাড়ি হাই স্কুলকে হারিয়েছে। ইন্দ্রনারায়ণপুর কলোনি ক্রিকেট মাঠে প্রথমে ফুলবাড়ি ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ৫৯ রান তোলে। মিঠুন বর্মন ২৩ ও সুদীপ্ত সাহা ২১ রান করেন। জবাবে প্রমোদ ৬ ওভারে ৪ উইকেটে ৬৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অসীম পাল ২০ রান করেন।

প্রীতি ক্রিকেটে জিতে উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্প।

৪ উইকেট অনিমেষের

গঙ্গারামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৫ প্রীতি ক্রিকেটে উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্প ৭৬ রানে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে প্রথমে উত্তর দিনাজপুর ৪০ ওভারে ৫ উইকেটে ২২৩ রান তোলে। তানিশ পোদ্দার ৪৮ ও অভিজিৎ কুণ্ডু ৪১ রান করে। জবাবে গঙ্গারামপুর ২৯ ওভারে ১৪৭ রানে অল আউট হয়। রাহুল চৌধুরী ৩২ রান করে। ম্যাচের সেরা অনিমেষ বর্মন ১৪ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে পীযূষ রায় (২৪/৩)। **ছবি : জয়ন্ত সরকার**

উত্তরের খেলা

হকিতে জয়ী আলিপুরদুয়ার, হার মালদার

মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : রাজ্য হকিতে উত্তরবঙ্গ জোনের খেলা মালদায় বুধবার শুরু হল। হকি বেঙ্গল ও মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আসরে উদ্বোধনী ম্যাচে সাব-জুনিয়ার মেয়েদের বিভাগে আলিপুরদুয়ার ৫-০ গোলে কালিম্পংকে হারিয়েছে। জলপাইগুড়ি ২-১ গোলে মালদার বিরুদ্ধে জয় পায়। আলিপুরদুয়ার ১-০ গোলে কোচবিহারকে হারিয়েছে। সাব-জুনিয়ার ছেলেদের বিভাগে আলিপুরদুয়ার ১-০ গোলে জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে জয় পায়। কোচবিহার ৩-২ গোলে মালদাকে হারিয়েছে। মেয়েদের সিনিয়ারে কোচবিহার ৩-০ গোলে আলিপুরদুয়ারের বিরুদ্ধে জয় পায়।

কোয়ার্টারে আবাদপুর

কুশমণ্ডি, ১৭ ডিসেম্বর : খয়েরবাড়ি যুব সংঘ অ্যান্ড লাইব্রেরির ৮ দলীয় ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল আবাদপুর। তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে চকঝারুয়া একাদশকে হারিয়েছে।